পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1680, Saturday, May 09, 2026 FREE www.parichoy.com

তিস্তা পুনরুদ্ধার প্রকল্পে চীনের সহযোগিতা চাইল বাংলাদেশ

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- বাণিজ্য চুক্তির প্রভাবে ৪ মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানি দ্বিগুণ - ৫ম পাতায়
- ভারতের সাথে যুদ্ধে পাকিস্তানকে কারিগরি সহায়তা দেওয়ার কথা স্বীকার করল চীন- ৫ম পাতায়
- ইউএফও ফাইল প্রকাশ: স্বচ্ছতা নাকি ট্রাম্পের রাজনৈতিক 'ডাইভারশন' কৌশল? - ৬ষ্ঠ পাতায়
- মারা গেছেন সিএনএনের প্রতিষ্ঠাতা, ক্যাবল টিভি সংবাদের পথপ্রদর্শক টেড টার্নার - ৬ষ্ঠ পাতায়
- পাল্টাপাল্টি হামলার পর ট্রাম্প বললেন- যুদ্ধবিরতি এখনো কার্যকর -৭ম পাতায়
- ইসরায়েলের পরমাণু অস্ত্রভান্ডারের বিস্তারিত জানতে মার্কিন কংগ্রেসে বিরল উদ্যোগ-৭ম পাতায়
- শর্তে রাজি না হলে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধই থাকবে: প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী -৮ম পাতায়
- মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গান প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল: প্রধানমন্ত্রী -৯ম পাতায়
- এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.০৪ শতাংশে -১০ম পাতায়

'ফাইভ বি' বনাম 'থ্রি টি', ট্রাম্পের চীন সফরে উত্তেজনা বাড়বে না কমবে?

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বাণিজ্য চুক্তির প্রভাবে ৪ মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানি দ্বিগুণ

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● এমন অনেক ব্যক্তি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রয়েছেন, যাদের আসলে নাগরিক হওয়ার কথা নয়।- যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ

● যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রয়োজন একটি নজিরবিহীন ডিপোর্টেশন বা গণ-বহিষ্কার অভিযান কারণ গত চার বছর ধরে আমরা অবৈধ অভিবাসনজনিত এক নজিরবিহীন সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছি - সিবিএস নিউজের সাথে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সীমান্ত বিষয়ক প্রধান টম হোমান

● মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গান প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল - বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● আমরা রাজনীতি করি, সারাজীবন রাজনীতির মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের রাজনীতি সুন্দর না, পরিচ্ছন্ন না। মানুষ বারবার পরিবর্তনের জন্য লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই পরিবর্তন পুরোপুরি আসেনি - বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

● নামধারী ও ভাসমান সাংবাদিকদের ভিড়ে প্রকৃত পেশাদার সাংবাদিকেরা আজ কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। সাংবাদিকতার মহান ব্রতকে পুঁজি করে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল এই পেশার মান মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে - বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী জহিরউদ্দিন স্বপন

● বিএনপি আজ আওয়ামী লীগের কাছে হাইজ্যাক হয়ে গেছে,যে স্বপ্ন নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা ১৭ বছর জেল-জুলুম ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, দলটি সেই স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ।

● যখনই কোনো কূটনৈতিক সমাধানের পথ তৈরি হয়, তখনই যুক্তরাষ্ট্র হঠকারী সামরিক পদক্ষেপের আশ্রয় নেয়। এটি কি কেবল চাপ সৃষ্টির কোনো অন্ধ কৌশল? - ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি

বাণিজ্য চুক্তির প্রভাবে ৪ মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানি দ্বিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির (এআরটি) প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশের আমদানিতে। দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে বছরের প্রথম চার মাসেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানি আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ১৯ হাজার ১০৪ কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। গত বছরের একই সময়ে এটি ছিল ৯ হাজার ৫৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে আমদানি বেড়েছে ১০১ শতাংশ।

অন্যদিকে, এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে খুবই সামান্য। মাত্র ৩ দশমিক ৩২ শতাংশ বেড়ে রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৪৬২ কোটি টাকায়।

মোট আমদানির বড় একটি অংশ, ৩৮ শতাংশই করেছে তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠান- পেট্রোবাংলা, খাদ্য অধিদপ্তর ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

বাজার সংশ্লিষ্টরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়ের (ইউএসটিআর) সঙ্গে বাংলাদেশেরও অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড (এআরটি) বা পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ভারতের সাথে যুদ্ধে পাকিস্তানকে কারিগরি সহায়তা দেওয়ার কথা স্বীকার করল চীন

গত বছর ভারতের সাথে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধকালে পাকিস্তানকে রণাঙ্গনে সরাসরি কারিগরি সহায়তা দেওয়ার কথা প্রথমবারের মতো নিশ্চিত করেছে চীন। ওই সংঘাতের সময় চীনের তৈরি একটি যুদ্ধবিমান ভারতের হাতে থাকা রাফাল যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছিল।

গত বৃহস্পতিবার চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি-তে অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন অব চায়নার (এভিআইসি বা এভিক) চেংদু এয়ারক্রাফট ডিজাইন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রকৌশলী ঝাং হেং-এর একটি সাক্ষাৎকার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ইরানের ওপর 'ত্যক্তবিরক্ত' ট্রাম্প অবশেষে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম জব্দ করলেন-তবে ভেনেজুয়েলা থেকে

পরিচয় ডেস্ক: অবশেষে একটি দেশের মজুত করা উচ্চ মাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম হাতে পেল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। তবে সেই দেশটি ইরান নয়, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা।

৮ই মে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অভ এনার্জি জানিয়েছেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দৃঢ় নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলার একটি পুরনো পারমাণবিক গবেষণাগার থেকে ১৩.৫ কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভেনেজুয়েলার এই যৌথ অভিযানকে ওয়াশিংটনও বিশ্বের জন্য হিসেবে অভিহিত করছে।

মার্কিন জ্বালানি দপ্তরের জাতীয় পরমাণু *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন

যেভাবে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করে দেশে ফেরেন মুন্সিগঞ্জের মোহন

পরিচয় ডেস্ক: প্রায় বছর দুয়েক আগে ফেসবুকে রাশিয়ায় কাজের বিজ্ঞাপন দেখে লোভে পড়ে যান মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার মোহন মিয়াজী। প্রায় ৫ গুণ বেশি আয়ের অফারটি লুফে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান মোহন।

ভালো উপার্জনের আশায় খুশিমনে রাশিয়া পৌঁছালেন তিনি। প্রথমে পূর্ব রাশিয়ার সোবোডনি এলাকায় ইলেকট্রনিক্সের কাজ শুরু করেন। যদিও সেখানে তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের ২০ ডিগ্রি নিচে।

কিন্তু, এর পাঁচ মাস পর তার সামনে আসে এক নতুন বাস্তবতা। রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে তাকে সম্মুখ সমরের সৈনিক হতে বাধ্য করা হয়। মোহনের রাশিয়া যাওয়া থেকে শুরু করে, *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে এই শুভেন্দু অধিকারী?

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার (৮ মে) ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শুভেন্দু অধিকারীকে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে। গত বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু হতে চলেছেন রাজ্যের ইতিহাসের নবম মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তার প্রাক্তন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে মমতার সঙ্গে তার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি: বাংলাদেশের জন্য শঙ্কা নাকি নতুন সমীকরণ?

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে দীর্ঘ দেড় দশকের ও মমতা যুগের অবসান ঘটেছে। প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। প্রতিবেশী রাজ্যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির এই উত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানামুখী প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বিশেষ করে সীমান্ত সমস্যা, অনুপ্রবেশ তকমা ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে চাপ তৈরির আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

বিশ্লেষকদের চোখে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ এই পরিবর্তনকে বাংলাদেশের জন্য একটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

‘ফাইভ বি’ বনাম ‘থ্রি টি’, ট্রাম্পের চীন সফরে উত্তেজনা বাড়বে না কমবে?

পরিচয় ডেস্ক: চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করতে আগামী ১৪ ও ১৫ মে বেইজিং সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ৯ বছরের মধ্যে এটিই হতে যাচ্ছে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রথম চীন সফর।

বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে ক্ষমতাধর এই দুই নেতার বৈঠকটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন সারা বিশ্বে নানা রকম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত অক্টোবরে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে দুই নেতার শেষ দেখা হয়েছিল। সেখানে তারা বাণিজ্য যুদ্ধের উত্তেজনা কিছুটা কমিয়েছিলেন এবং শুল্ক ৫৭ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশে নামিয়ে এনেছিলেন।

কিন্তু, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের যুদ্ধ, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট এবং প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার কারণে পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে করমর্দন করছেন। ৩০ অক্টোবর ২০২৫। ফাইল ছবি: রয়টার্স

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (সিএসআইএস) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প মূলত বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দুই দেশের সম্পর্ক কিছুটা স্থিতিশীল করার লক্ষ্যেই বেইজিং যাচ্ছেন। এই সফরের আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো বেশ বড় এবং বিস্তৃত।

নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র এই সফরে ‘ফাইভ বি’ বা পাঁচটি ‘বি’ নিয়ে আলোচনা করতে চায়। এগুলো হলো-বোয়িং বিমান, বিফ বা গরুর মাংস, বিনস বা সয়াবিন, বোর্ড অব ট্রেড এবং বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট।

অন্যদিকে, চীন আলোচনা করতে চায় ‘থ্রি টি’ নিয়ে। এগুলো হলো-ট্যারিফ (শুল্ক), টেকনোলজি (প্রযুক্তি) ও তাইওয়ান। এর বাইরেও এই দুই নেতা মধ্যপ্রাচ্যের ইরান যুদ্ধ, ইউক্রেন পরিস্থিতি, উত্তর কোরিয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানাইল নামক মাদকের প্রবেশ বন্ধ করার মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

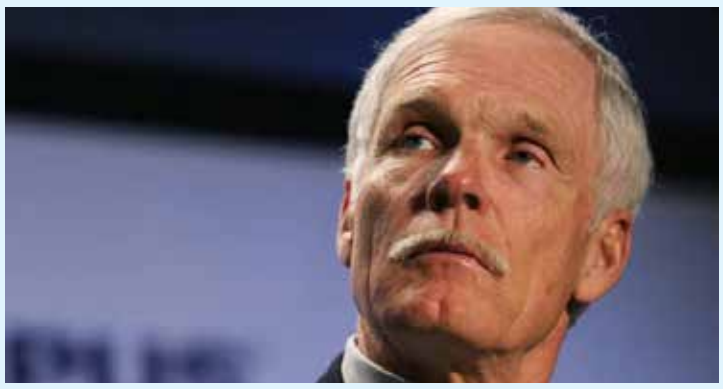

মারা গেছেন সিএনএনের প্রতিষ্ঠাতা, ক্যাবল টিভি সংবাদের পথপ্রদর্শক টেড টার্নার

পরিচয় ডেস্ক:টেলিভিশন সংবাদে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা বিশ্বের প্রথম ২৪ ঘণ্টার সংবাদ নেটওয়ার্ক সিএনএন-এর প্রতিষ্ঠাতা, মিডিয়া মোগল ও সমাজসেবক টেড টার্নার মারা গেছেন। আজ বুধবার (৬ মে) নিজ পরিবার-পরিজন বেষ্টিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।টার্নার এন্টারপ্রাইজের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইউএফও ফাইল প্রকাশ: স্বচ্ছতা নাকি ট্রাম্পের রাজনৈতিক ‘ডাইভারশন’ কৌশল?

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধ, গাজা সংকট, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই হঠাৎ করে ‘ইউএফও ফাইল’ বা অজানা উড়ন্ত বস্তুর (ইউএফও/ইউএপি) গোপন নথি প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন। এই প্রকাশনা ঘিরে বিশ্বজুড়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে- আসলেই কি এতে ভিনগ্রহী প্রাণের অস্তিত্বের কোনো ইঙ্গিত আছে, নাকি এটি রাজনৈতিকভাবে সময়ক্ষেপণের কৌশল?

সমালোচকেরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ ও মার্কিন প্রশাসনের বিতর্কিত নীতিগুলো থেকে জনদৃষ্টি সরাতেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পেন্টাগন দাবি করছে, এটি ‘স্বচ্ছতা’ বাড়ানোর উদ্যোগ।

দ্য গার্ডিয়ান বলছে, মার্কিন প্রশাসন এবার প্রায় ১৬০টির বেশি নথি, ভিডিও, ছবি, গোয়েন্দা রিপোর্ট ও সাক্ষ্য প্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৪০-এর দশকের সামরিক রিপোর্ট থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ড্রোন ও সামরিক বিমানের রহস্যময় ঘটনার বর্ণনা। নথিগুলো প্রকাশ করা হয়েছে নতুন ওয়েবসাইট ‘ওয়ার.গভ/ইউএফও’-তে, *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

তেল কোম্পানি থেকে ব্যাংক: ইরান যুদ্ধ থেকে শত শত কোটি ডলার আয় করছে যারা

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকার কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পরিবার, এমনকি সরকারকেও বাজেটে বড় ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে।

কিন্তু এই যুদ্ধে কেউ যখন দেউলিয়া হওয়ার পথে, তখন কেউ কেউ আবার রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা করছে। বিশেষ করে যুদ্ধ যাদের ব্যবসার জন্য লাভজনক অথবা যারা জ্বালানির অস্থিতিশীল দাম থেকে ফায়দা লুটছে, তাদের আয় এখন আকাশছোঁয়া।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান এই সংঘাতের সুযোগ নিয়ে যেসব খাত ও কোম্পানি শত শত কোটি ডলার আয় করছে, নিচে তাদের কথা তুলে ধরা হলো।

তেল ও গ্যাস

এখন পর্যন্ত এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে জ্বালানির দামে। বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাসের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হয়, কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষের দিক থেকে এই পথে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

এর ফলে জ্বালানির বাজারে দামের চরম ওঠানামা দেখা যাচ্ছে, যার সুযোগ নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল ও *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

সংঘাত বন্ধে অগ্রগতি নেই, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ইরানের জবাবের অপেক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র

হরমুজ প্রণালির আশপাশে আজ শনিবার তুলনামূলক শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, যদিও গত কয়েক দিন সেখানে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও উত্তেজনা দেখা গেছে।

এদিকে, দুই মাসের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাত বন্ধ ও শান্তি আলোচনা শুরুর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে তেহরান। যুক্তরাষ্ট্রও তেহরানের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে। তেহরান অবশ্য জানিয়েছে, যথাযথ সময়ে এই প্রস্তাবের বিষয়ে সাড়া দেবে ইরান।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শুক্রবার বলেছিলেন, ওয়াশিংটন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানের জবাব পাবে বলে আশা করছে। তবে একদিন পেরিয়ে গেলেও তেহরানের পক্ষ থেকে ওই প্রস্তাব নিয়ে কোনো অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

তিন-চার মাস মার্কিন নৌ অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকার ক্ষমতা আছে ইরানের: সিআইএ প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: এ সপ্তাহে মার্কিন নীতিনির্ধারকদের কাছে জমা দেওয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র এক গোপন বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটে পড়ার আগে ইরান অন্তত আরও তিন থেকে চার মাস মার্কিন নৌ-অবরোধ সহ্য করার সক্ষমতা রাখে। এই রিপোর্টটি যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতি-আশাবাদ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলছে। সংশ্লিষ্ট চারজন ব্যক্তি এই নথির তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মার্কিন গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের এই বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সপ্তাহজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের তীব্র বোমাবর্ষণের পরও তেহরান তাদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের বড় একটি অংশ রক্ষা করতে পেরেছে। একজন মার্কিন কর্মকর্তার মতে, ইরানের কাছে এখনো যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় ৭৫ শতাংশ মোবাইল লঞ্চার এবং ৭০ শতাংশ ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ রয়েছে। এমনকি তারা প্রায় সব ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ সুবিধা পুনরায় চালু করতে পেরেছে এবং কিছু নতুন ক্ষেপণাস্ত্রও তৈরি করেছে। অথচ গত বুধবার ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তিনি ইরানের বিষয়ে বলেন, “তাদের মিসাইলগুলো বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের কাছে সম্ভবত ১৮, ১৯ শতাংশ আছে, তবে আগের তুলনায় এটি খুব বেশি নয়।”

ট্রাম্প, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা এই যুদ্ধকে যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা সামরিক বিজয় হিসেবে প্রচার করে আসছেন। যদিও তেহরান এখন পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করা, ইউরেনিয়ামের মজুত হস্তান্তর করা বা হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার মতো ওয়াশিংটনের প্রধান দাবিগুলো মেনে নেয়নি।

ট্রাম্প এই নৌ-অবরোধকে “অবিশ্বাস্য” বলে অভিহিত করে বলেছেন, “এটি একটি ইস্পাতের দেয়ালের মতো, কেউ এটি ভেদ করতে পারছে না।” ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টও দাবি করেছেন, ইরানের প্রধান তেল টার্মিনালগুলো খুব শীঘ্রই পূর্ণ হয়ে যাবে, যা দেশটির তেল অবকাঠামোর স্থায়ী ক্ষতি করবে। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের পরমাণু অস্ত্রভান্ডারের বিস্তারিত জানতে মার্কিন কংগ্রেসে বিরল উদ্যোগ

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন ডেমোক্র্যাট সদস্য ইসরায়েলের পারমাণবিক সক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘদিনের নীরবতা ভাঙতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আল জাজিরার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তারা বলেন, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে স্পষ্টতা এখন জরুরি হয়ে উঠেছে।

ধারণা করা হয়, ইসরায়েল ১৯৬০-এর দশক থেকেই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পাল্টাপাল্টি হামলার পর ট্রাম্প বললেন- যুদ্ধবিরতি এখনো কার্যকর

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এখনো কার্যকর রয়েছে।

তবে এর আগেই বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটে। কোন পক্ষ প্রথম হামলা চালিয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

বিবিসির খবরে এমনটি বলা হয়েছে।

ইরানের শীর্ষ সামরিক কমান্ড অভিযোগ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র একটি ইরানি তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং হরমুজ প্রণালির দিকে অগ্রসরমান অন্য একটি জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

সেই সঙ্গে বেশ কিছু উপকূলীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র বিমান হামলা চালিয়েছে বলেও দাবি করেছে ইরান।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, হরমুজ প্রণালিতে মার্কিন নৌবাহিনীর গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ারের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

চীনের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ কঠোর করার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক:অবৈধ চীনা নাগরিকদের ফেরত না নিলে দেশটির ওপর ভ্রমণসংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরও কঠোর করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানরত নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে চীন গড়িমসি করছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বরাতে রয়টার্সের খবরে বলা হয়, বেইজিং যদি দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন না করে, তবে ওয়াশিংটন আরও কঠোর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করতে প্রস্তুত রয়েছে।

এমন এক সময়ে এই হুঁশিয়ারি এলো যখন সপ্তাহখানেক পরেই চীনে ঐতিহাসিক সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

আগামী ১৪ ও ১৫ মে তার এই সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে ‘অভিবাসন’ সংক্রান্ত ইস্যু নিয়েও আলোচনা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত বছর দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় ফিরেই বিভিন্ন দেশকে অবৈধ অভিবাসী ফিরিয়ে নিতে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি রাশিয়ার চেয়েও খারাপ: জরিপ

পরিচয় ডেস্ক:ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির কারণে বৈশ্বিক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি টানা দ্বিতীয় বছরের মতো অবনতি হয়েছে এবং বর্তমানে দেশটির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি রাশিয়ার চেয়েও নেতিবাচক। এমন তথ্য উঠে এসেছে আজ শুক্রবার প্রকাশিত এক আন্তর্জাতিক জরিপে। গণতন্ত্রবিষয়ক এই বার্ষিক জরিপটি প্রকাশ করেছে ডেনমার্কভিত্তিক অ্যালায়েন্স অব ডেমোক্রেসি ফাউন্ডেশন। সংস্থাটি বলছে, কোন দেশকে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

তিস্তা পুনরুদ্ধার প্রকল্পে চীনের সহযোগিতা চাইল বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে চীনের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল বুধবার (৬ মে) চীনের বেইজিংয়ে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বেইজিং থেকে প্রকাশিত দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের আমন্ত্রণে মঙ্গলবার (৫ মে) পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান তার প্রথম চীন সফর যান।

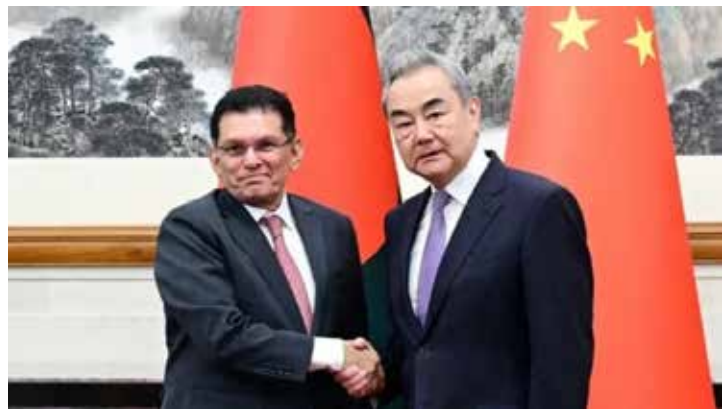

বৈঠকে ড. খলিলুর রহমান তিস্তা নদী সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্পে চীনের অংশগ্রহণ ও সমর্থন কামনা করেন। এ সময় উভয় পক্ষ উচ্চমানের বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতা আরও জোরদারে একমত হয়। চীনের ১৫তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল সূচনার জন্য দেশটিকে অভিনন্দন জানায় বাংলাদেশ। পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, ডিজিটাল অর্থনীতি, পানিসম্পদ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে দুই পক্ষ সম্মত হয়। সফরে পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচ নীতি অনুসরণ এবং উচ্চপর্যায়ের সফর ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে উভয় দেশ একমত হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্ব আরও এগিয়ে নিতে দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ আবারও এক চীন নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। বাংলাদেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে, তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সরকারই পুরো চীনের একমাত্র বৈধ সরকার। বাংলাদেশ চীনের জাতীয় পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে। অন্যদিকে চীন বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সমর্থন অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেয়।

প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের প্রস্তাবিত মানবজাতির *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

শর্তে রাজি না হলে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধই থাকবে: প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়া সরকারের দেওয়া শর্তে রাজি না হলে দেশটির শ্রমবাজার বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নূরুল হক নূর। বুধবার (৬ মে) রাজধানীর ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের বিজয় একাত্তর হলে অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রামের (ওকাপ) আয়োজিত অভিবাসী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। মালয়েশিয়ার বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

সাগর-রুনি হত্যা মামলা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন পেছাল ১২৬ বারের মতো

পরিচয় ডেস্ক: সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়ে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

২৪ বছর আগের যে মামলায় স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া তোফায়েলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

পরিচয় ডেস্ক: অবৈধভাবে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুই যুগ আগে দায়ের করা মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক প্রভাবশালী নেতা ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদসহ দুই জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকায় ঢাকা বিভাগীয় স্পেশাল জজ বেগম শামীমা আফরোজ গত ১৯ এপ্রিল এ পরোয়ানা জারি করেন। মঙ্গলবার (৫ মে) মামলাটিতে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল। এদিন তোফায়েল আহমেদের অসুস্থতার কথা জানিয়ে তার আইনজীবী খায়ের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন বাংলাদেশে করার প্রস্তাব টিআইবির, প্রধানমন্ত্রীর ইতিবাচক সাড়া

পরিচয় ডেস্ক: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বৈঠকে তারা দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। তিনি বলেন, টিআইবি নির্বাহী পরিচালক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তারা দুর্নীতি দমন এবং সুশাসন জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রুমন আরও জানান, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কঠোর অবস্থানের নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এ সময় মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইফতেখারুজ্জামান জানান, তারা সুশাসন এবং দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিষয়গুলো অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়ায় ‘মানব পাচার’

বাংলাদেশের ট্রাভেল এজেন্সির ওপর যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছে বাংলাদেশের একটি ট্রাভেল এজেন্সিও। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে রাশিয়ায় পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ‘ড্রিম হোম ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস লিমিটেড’-এর নাম আছে। ঢাকায় ব্রিটিশ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গান প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল: প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী আজ। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনন্য এই কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় তিনি কবির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র-দর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী তার বার্তায় বলেন, বাংলা সাহিত্যের মহোত্তম কণ্ঠস্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার অমর, অম্লান স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। তার বিদেহী আত্মার জন্য কামনা করি অনন্ত শান্তি। বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণই ছিল তার অবিনাশী সৃজনশীলতার মূল অন্বেষা। কাব্য, সংগীত, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, নৃত্যনাট্য, চিত্রকলার পরতে পরতে এই মানুষ, মানবতা, শান্তি, প্রেম ও প্রকৃতির জয়গান গেয়েছেন অনন্যসাধারণ শৈল্পিক কুশলতায়, যা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তার জগতের অমূল্য সম্পদ। তার

সারা জীবনের যুক্তিবোধ ও মঙ্গল ভাবনা থেকেই তিনি আন্তর্জাতিকতার মর্মকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে অকুণ্ঠ থেকেছেন সবসময়।

জাতীয় জীবনে বিশ্বকবির অবদান অনস্বীকার্য উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠেছিল প্রেরণার বিশেষ উৎস। শাশ্বত বাংলার মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা অর্থাৎ সব অনুভব বিশ্বস্ততার সঙ্গে উঠে এসেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা হিসেবে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, তা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশেরই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজুড়ে আলোচনায় আসেন ১৯১৩ সালে, গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। তিনিই প্রথম এশীয় হিসেবে বিশ্বসাহিত্যের এই সর্বোচ্চ স্বীকৃতি অর্জন করেন। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

'আমাদের রাজনীতি সুন্দর না, পরিচ্ছন্ন না', আক্ষেপ মির্জা ফখরুলের

পরিচয় ডেস্ক: দেশের রাজনীতিতে এখনো কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পরও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠতে পারেনি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শুক্রবার (৮ মে) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নওগাঁর আত্রায়ের পতিসর রবীন্দ্র কাচারি বাড়িতে জেলা প্রশাসন আয়োজিত *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত

পরিচয় ডেস্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার ধজনগর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (০৮ মে) রাত সোয়া ১১টার দিকে সীমান্তের ভারত অংশে এই ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি হলেন কসবা উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের ধজনগর বাতানবাড়ি এলাকার হেবজু মিয়ার ছেলে মো. মোরছালিন (২২)। মোরছালিন স্থানীয় শাহআলম ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। নিহত অপর *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে চট্টগ্রামে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ 'আইএনএস সুনয়না'

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও ভারতের নৌবাহিনীর মধ্যে পেশাগত ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে তিন দিনের এক সফরে শুক্রবার (৮ মে) চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস সুনয়না।

জাহাজটি বন্দরে পৌঁছালে চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের কমান্ডারের চিফ স্টাফ অফিসার সেটিকে স্বাগত জানান। নৌবাহিনীর ঐতিহ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি ব্যান্ড দল জাহাজটিকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা প্রদান *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের অপেক্ষায় বেইজিং

রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকাস্থ চীন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, চীনের জনগণ ও সরকার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

প্রশ্নফাঁসের পর বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশে এ লেভেলের গণিত পরীক্ষা বাতিল করল কেমব্রিজ

পরিচয় ডেস্ক: প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়ায় গত ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এএস লেভেলের (এ লেভেলের অংশ) ওম্যাথমেটিকস পেপার ১২ বা গণিত পরীক্ষাটি বাতিল করেছে কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল। বাংলাদেশসহ প্রশাসনিক জোন ৩ ও ৪-এর আওতাভুক্ত দেশগুলোতে এই পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) এক বিবৃতিতে কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল জানায়,ওপ্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপকতার কারণে আমরা এই পেপারটি চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল নির্ধারণে ব্যবহার করতে পারছি না।

জুন সিরিজের সময়সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষার্থীকে আগামী ৯ জুন বিকল্প প্রশ্নপত্রে আবারও পরীক্ষা দিতে হবে বলে জানিয়েছে বোর্ড। এ জন্য শিক্ষার্থী বা স্কুল কর্তৃপক্ষকে কোনো অতিরিক্ত ফি দিতে হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

কেমব্রিজ জানায়, মূল্যায়নপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়,ওএকটি বিকল্প প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সবার জন্য সুষ্ঠু ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে যে গ্রেড দেওয়া হবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবেএ তবে পরীক্ষার ফল প্রকাশের নির্ধারিত তারিখ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

'অবৈধ' অভিবাসী প্রত্যাবাসনে নাগরিকত্ব যাচাই দ্রুত করতে ঢাকাকে দিল্লির আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: ভারতে অবস্থানরত ওঅবৈধ্ব অভিবাসীদের নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে ঢাকাকে আহ্বান জানিয়েছে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের প্রিমিয়াম পণ্যের বাজার যেভাবে তার দ্যুতি হারিয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: গত প্রায় চার বছর ধরে, বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের নিচে নামতে নারাজ। টানা ৫০ মাস ধরে মজুরি বা বেতন বৃদ্ধির হার জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। এই সময়ে নিভিয়া ক্রিম থেকে শুরু করে শ্যাম্পু, নাইকি জুতো কিংবা চকোলেটের মতো আমদানিকৃত পণ্যের দাম-অনেক ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বা তারও বেশি বেড়েছে। এর ফলে দেশের আমদানিনির্ভর ভোক্তা বাজারে এখন এক ধরনের নীরব মন্দা বিরাজ করছে।

ঢাকার গুলশান থেকে উত্তরা, ধানমন্ডি অথবা চট্টগ্রাম-সবখানেই প্রিমিয়াম ও আমদানিকৃত পণ্য বিক্রেতাদের মুখে একই গল্প: ক্রেতা সমাগম কমছে, বিক্রি না হয়ে পণ্যের স্তূপ জমছে। একসময় যেসব গ্রাহক দামের দিকে না তাকিয়ে কিনে ফেলতেন, তারা এখন একটি নির্দিষ্ট পণ্য খুঁজতে চার-পাঁচটি দোকান ঘুরছেন অথবা না কিনেই ফিরে যাচ্ছেন।

বিপণীর যেসব তাকে একসময় জিলেট রেজোর, ফেরেরো চকোলেট, হেড অ্যান্ড শোল্ডার্স শ্যাম্পু আর ওরাল-বি টুথব্রাশের সারি দেখা যেত, সেগুলো এখন অর্ধেক খালি। অনেক জনপ্রিয় পণ্য গত কয়েক মাস ধরে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। ২০২৫ সালের শুরুর দিকে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল-যারা প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশে ব্যবসা করেছে-তাদের প্রধান ডিস্ট্রিবিউশন কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে। বাজারের জৌলুস হারানোর এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও দৃশ্যমান সংকেত।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমদানিনির্ভর প্রিমিয়াম পণ্যের বাজার- এর আগে কখনও এত দীর্ঘ ও গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়নি। দেশের অন্যতম বৃহৎ এফএমসিজি পণ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান- ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফ বিন তাজ জানান, লাইফস্টাইল ও ফ্যাশন পণ্যের বিক্রি ৫০% থেকে ৭০% পর্যন্ত কমেছে, যা মানুষের শৌখিন খরচ কমিয়ে দেওয়া এবং সতর্ক মনোভাবের প্রতিফলন। আমদানিকৃত চকোলেট ও খাদ্যপণ্যের বিক্রিও ৩০% *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

এপ্রিলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ৩৩ শতাংশ বেড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘ ৮ মাস টানালপতনের পর এপ্রিল মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ৩৩ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) গত শনিবার (২রা মে) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। ইপিবি জানায়, এপ্রিলে রপ্তানি আয় গত বছরের একই মাসের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। তৈরি পোশাক খাতে গত মাসে ৩ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে। প্রকাশিত তথ্যে আরও বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বাজারে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে এপ্রিলে। তবে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল মেয়াদে সামগ্রিক রপ্তানি ২ শতাংশ কমেছে বলে জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, টানা ৮ মাস পতনের ধারা ভেঙে এপ্রিলে রপ্তানি আয় ৩২ দশমিক ৯২ শতাংশ বেড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার বা ৪০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। তৈরি পোশাকের চালান বৃদ্ধি এবং প্রধান বাজারগুলোতে নতুন করে চাহিদা তৈরি হওয়ায় এই প্রবৃদ্ধির মূল কারণ। ইপিবি বলছে, গত বছরের এপ্রিলে রপ্তানি আয় ছিল ৩ দশমিক ০১ বিলিয়ন ডলার এবং চলতি বছরের মার্চে ছিল ৩ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। সেই তুলনায় এপ্রিলের আয় মার্চ থেকে ১৫ দশমিক ২০ শতাংশ বেশি। এপ্রিল মাসে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলেও চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল মেয়াদে সামগ্রিক রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ দশমিক ০২ শতাংশ কমে ৩৯ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের বেশিরভাগ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এ বছরের এপ্রিলে এ খাতে ৩ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে, যা গত বছরের এপ্রিলে ছিল ২ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলার। জুলাই-এলে তৈরি পোশাক খাতের মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩১ দশমিক ২১ শতাংশ বেশি। এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত বছরের তুলনায় ৪৩ দশমিক ০১ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যের বাজারে ২৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। দেশের শীর্ষ ২০ রপ্তানি গন্তব্যের প্রতিটিই এ মাসে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বলে জানিয়েছে ইপিবি।

এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.০৪ শতাংশে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ইরান আক্রমণের ফলে সৃষ্ট যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এপ্রিল মাসে দেশে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.০৪ শতাংশ, যা আগের মাস মার্চে ছিল ৮.৭১ শতাংশ। গত বছরের একই মাসে এই হার ছিল ৯.১৭ শতাংশ। ফলে বার্ষিক হিসেবে সামান্য কমতি দেখা গেলেও মাসভিত্তিক হিসেবে মূল্যস্ফীতির চাপ বেড়েছে।

আজ বুধবার (৬ মে) মূল্যস্ফীতির সর্বশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। এতে দেখা যায়, এপ্রিল মাসে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৩৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা মার্চে ছিল ৮.২৪ শতাংশ। অন্যদিকে খাদ্যবহির্ভূতখাতে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৫৭ শতাংশ হয়েছে, যেখানে মার্চ মাসে এই হার ছিল ৯.০৯ শতাংশ।

তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, গত বছরের এপ্রিল মাসে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ৮.৬৩ শতাংশ ও ৯.৬১ শতাংশ।

বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল না হলে মার্কিন চুক্তি পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে: বাণিজ্যমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: দেশের স্বার্থের অনুকূল না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা বাণিজ্য চুক্তি পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।

শুক্রবার (৮ মে) সকালে সিলেটের বাইশটিলা এলাকায় জেলা পরিষদের ন্যাচারাল পার্ক পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

এসময় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'দুটি রাষ্ট্র কোনো চুক্তি করলে তা ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা যায় না। দুই ব্যক্তির চুক্তি চট করে রদবদল করা যায়, দুটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। চুক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধারা থাকে। কিছু ধারা একটি পক্ষের অনুকুলে যায়, কিছু ধারা অন্যপক্ষের। দুই পক্ষের একটা উইন উইন সিচুয়েশন থাকে। এটি মিলিয়েই তো চুক্তি।' তিনি আরও বলেন, 'তবে চুক্তির বাস্তবায়নের সময় এমন কিছু যদি আমাদের সামনে আসে, যা দেশের স্বার্থের অনুকূল নয়, এমন ধারা যদি পরিলক্ষিত হয়; তা পরিবর্তনের সুযোগ চুক্তির মধ্যে আছে।' মূল্যস্ফীতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'জ্বালানি তেলের দাম অন্য দেশের তুলনায় খুবই সামান্য বেড়েছে। এর ফলে পণ্যমূল্যের ওপরে যে অভিঘাত, তা ওয়ানটাইম স্পাইক। ওয়ানটাইম ইনক্রিজ। এ কারণে মূল্যস্ফীতি স্পাইলার হবে না এবং স্টিকি হবেও না।'

এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ ছাড়াল

পরিচয় ডেস্ক: দেশে এপ্রিলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যা গত মার্চে ছিল ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। মূলত খাদ্যবহির্ভূত খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণেই মূল্যস্ফীতি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত তথ্যে মূল্যস্ফীতির এ চিত্র উঠে এসেছে।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত-উভয় খাতই মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। তবে মূল ভূমিকায় ছিল *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

যুদ্ধ ও জ্বালানি সংকট: এশিয়ায় বাড়ছে চীনের প্রভাব

বর্তমানে এশিয়াজুড়ে বিভিন্ন দেশের সরকার যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলায় জ্বালানিখাতে সাহায্যের জন্য বেইজিংয়ের কাছে অনুরোধ করছে। কারণ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায়, চীন এখন বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক হওয়া সত্ত্বেও- এর বিশাল মজুত গড়ে তুলেছে।

চীনের হংকংয়ের একটি জ্বালানির ডিপোতে তেল সংরক্ষণ ট্যাংক। নির্দিষ্ট কিছু দেশে চীনের জ্বালানি তেলের সরবরাহ- ওইসব দেশের সংকট কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করছে। ছবি: রয়টার্স

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার সাথে সাথে চীন তার জ্বালানি-সংকটকবলিত প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর প্রভাব আরও গভীর করেছে। বেইজিং একদিকে এসব দেশের জ্বালানি ঘাটতি মেটানোর প্রস্তাব দিচ্ছে, অন্যদিকে নিজের নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য তাগিদ দিচ্ছে।

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল হামলা, এবং তারপর তেহরান হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করার পরবর্তী দিনগুলোতে চীন জ্বালানি পণ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করে। এর ফলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ- যারা জেট ফুয়েল, পেট্রল এবং ডিজেলের জন্য চীনা শোধনাগারের ওপর নির্ভরশীল, তারা এসব জ্বালানির চরম সংকটে পড়ে।

বর্তমানে এশিয়াজুড়ে বিভিন্ন দেশের সরকার যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলায় জ্বালানিখাতে সাহায্যের জন্য বেইজিংয়ের কাছে অনুরোধ করছে। কারণ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায়, চীন এখন বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক হওয়া সত্ত্বেও- এর বিশাল মজুত গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি কয়েক দশক ধরে বেইজিং বিদেশি তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে-শত শত কোটি ডলার ক্লিন এনার্জি বা পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করেছে।

এমন প্রেক্ষাপটে, ভিয়েতনাম তাদের আসন্ন *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

গাজা গণহত্যা, জেরুজালেম সাহিত্য উৎসব বর্জনের ঘোষণা নোবেলজয়ী সাহিত্যিক কুৎজির

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে জেরুজালেম সাহিত্য উৎসবে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন নোবেলজয়ী সাহিত্যিক জে এম কুৎজি। আয়োজকদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে কড়া ভাষার তিনি বলেন,কনিজের নাম কলঙ্কমুক্ত করতে ইসরায়েলের বহু বছর লাগবে।' দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া এবং বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত ৮৬ বছর বয়সী এই লেখক গত নভেম্বরে জেরুজালেম ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স ফেস্টিভ্যালের আয়োজকদের কাছে চিঠিটি পাঠান। উৎসবের শিল্প নির্দেশক জুলিয়া ফেরমেন্তো-জাইসলার গত এপ্রিলে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমকে চিঠির বিষয়বস্তু *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

সৌদি-আমিরাত সম্পর্কের ফাটল: এক সময়ের ঘনিষ্ঠ মিত্ররা কেন এখন প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী?

পরিচয় ডেস্ক: এক দশক আগে সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং আমিরাতের নেতা শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদকে আদর্শগতভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে দেখা হতো।

সৌদি রাজদরবারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই ছবিতে একসাথে দেখা যাচ্ছে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এবং আমিরাতের নেতা শেখ

গত সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরাত যখন তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেক থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়, তখন এর প্রভাব কেবল বৈশ্বিক তেলের বাজারে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি ছিল পারস্য *বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়*

চীন কি ইরানকে শান্তি চুক্তিতে রাজি করাতে পারে? শুধু যদি বিনিময়ে বড় কিছু পায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন বেইজিং সফরের ঠিক এক সপ্তাহ আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চীন সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতে চীন কি শান্তি দূত বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে পারে?

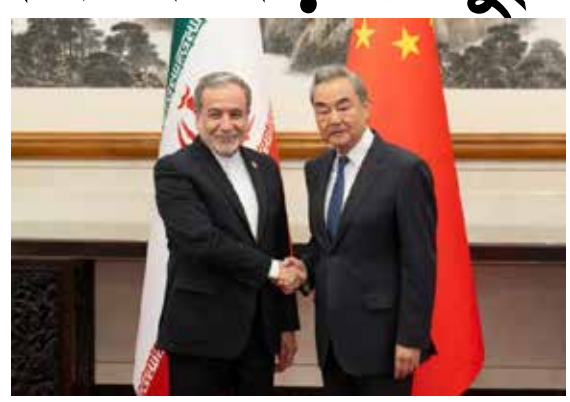

একটি নাজুক যুদ্ধবিরতি এবং দফায় দফায় ব্যর্থ কূটনীতির পর যখন বিশ্ব অর্থনীতিকে খাদের কিনারে ঠেলে দেওয়া এই যুদ্ধের কোনো স্থায়ী সমাধান মিলছে না, তখন তেহরান ও ওয়াশিংটন-উভয় পক্ষই এখন সম্মানজনকভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর পথ খুঁজছে। আর কাগজ-কলমে এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বেইজিংই এখন সবচেয়ে যুতসই দাবিদার।

দীর্ঘদিন ধরেই চীন ইরানের ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিত্র। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উভয় দেশের বৈরিতা এবং চীনের সস্তায় তেলের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তান কীভাবে বিশ্বের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় 'মিডল পাওয়ার' হয়ে উঠল

বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতে যখন প্রতিযোগিতার পারদ ক্রমশ চড়ছে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সাথে কার্যকরী সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম দেশগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অপরিহার্য হয়ে উঠছে। বিশ্ববাসীর নজর যখন প্রধান শক্তিগুলোর দ্বৈরথের দিকে নিবদ্ধ, ঠিক তখনই আরেক শ্রেণির রাষ্ট্রগুলো নীরবে তাদের কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলছে; এরা হলো সেইসব 'মিডল *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

এইচ বি রিতার গুচ্ছ কবিতা

লাল আঙিনা

বাবার জুতোটা এখন বড্ড আঁটসাঁট, দমবন্ধ লাগে,
প্রতিটি নিশ্বাসে আমি চিবিয়ে খাচ্ছি পুরনো লোহার শিকল।
তোমরা আমাকে সাজিয়েছিলে কাঁচের জারে,
প্রদর্শনীর পুতুল করে,
কিন্তু আমার ভেতরের ক্ষোভ এখন রক্তবর্ণ ঘোড়া হয়ে
ছুটছে।

সাবধান! আমি পুড়ে ছাই হয়ে
আবার জেগে উঠি,
আর বাতাসের মতো খেয়ে ফেলি পুরুষতান্ত্রিক এই
ভণ্ডামির আকাশ।

চিৎকার

আমি নিজেকে উদযাপন করি না আজ, আমি আজ
নিজেকে ধিক্কার দেই,
আমি দেখি এই বিশাল ভূখণ্ডের শিরায় শিরায় বইছে
ঘাম আর শোষণের নোনা জল।

আহা শ্রমিক, আহা কুলি,
তোমাদের হাতের তালুর কড়া পড়া চামড়া কি
কোনো সংবিধান মানে?

আমি তো শুনি আজ এই শহরের বন্দরে বন্দরে এক
বিশাল ধিক্কারের গর্জন,
যা কোনো ছন্দে বাঁধা নেই,
যা কেবল মুক্তির এক অসভ্য জংলি হুঙ্কার।

যন্ত্রের পেটে বসন্ত

শুনতে পাই-মলোখ-দাঁতের ক্রুর ঘর্ষণে পিষ্ট স্বপ্নের
বিপন্ন আর্তনাদ;
কর্পোরেট জঠরে যেখানে মেধার নিরন্তর অপচয়,
শুকিয়ে কঙ্কাল হয় আমাদের ক্লান্ত বংশলতিকা।

এখানে অনাহার নেই, আছে এক নিদারুণ আত্মহনন-
রক্ত দিয়ে লিখে যাওয়া কবরের শিলালিপি,
অন্ধকার খনি থেকে উঠে আসা এক একটি নিস্প্রভ দিন।
অথচ তোমাদের প্রাসাদে, ঐ উদ্ধত কার্নিশে
এখনও জমে আছে ঘনীভূত মেদ;
শোষিত শ্রমের সেই রক্তমাখা ডলারের স্থবির উল্লাস।

টাকা! টাকা! রক্তাক্ত ডলার আর গদি-বিলাসের মদিরায়
মত্ত তোমরা-
মুছে দিতে চাও আমাদের ভ্রাতৃ-শোণিতে মুদ্রিত
সেই অমর 'জুলাই সনদ'

আমরা বিকিয়েছি আত্মা-কেউ স্বার্থের লোলুপতায়,
কেউ বা ভীরু নিঃসঙ্গতায়,
কিংবা নাগরিক উদাসীনতার এক ধূসর কুয়াশায়।
অথচ রাজপথের সেই তপ্ত রক্ত আজও শুকায়নি;
যার স্পন্দনের ওপর দাঁড়িয়ে তোমরা আজ আঁকো-
বিপ্লবের ইশতেহার পুড়িয়ে ফেলার নীল নকশা, এক
নিপুণ শঠতা।

রেডিওর কর্কশ কণ্ঠে আজ আর বাজে না বিদ্রোহের
ললিত রাগিণী,
সেখানে কেবল পচা ব্যবস্থার কর্কশ সাইরেন আর
ষড়যন্ত্রের চোরাবালি।

ওহে ক্ষমতার শুভ্র অট্টালিকা...
তোমার ভিত্তি কি কম্পমান নয়?
তোমাদের নিয়ন্ত্রিত শৈত্যে কি পৌঁছায় না সেইসব জননীর দীর্ঘশ্বাস-
যাদের সন্তানরা ফেরেনি ঘরমুখো মেঘেদের মতো,
কিন্তু রেখে গেছে এক নতুন মানচিত্রের অমোঘ শপথ!

সস্তা মদের গ্লাস

সকাল ছ'টায় অ্যালার্মটা যখন কানের কাছে
কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে,
তখনই ইচ্ছে করে এই শহরটাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেই।
টাই পরা ওই জোকারগুলো আমাদের রক্ত দিয়ে তাদের গাড়ির তেল ভরে,
আর আমরা সস্তা বারে বসে গণতন্ত্রের পচে যাওয়া গন্ধ শুঁকি।

বিদ্রোহ কোনো মহৎ কাব্য নয় বন্ধু,
বিদ্রোহ হলো ভাড়ার টাকা না থাকা মানুষের দাঁত কিড়মিড়ানি।

বৈষম্যের ব্লুজ

আমি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি এক অদ্ভুত বৈষম্যের
ব্লুজ আমাদের এই মহান ভূখণ্ডে,
যেখানে সোনার ছেলেদের নখরাঘাতকে 'বিমূর্ত শিল্পকলা' বলে ঘোষণা করা হয়েছে,
আর দরিদ্রের সম্ভ্রমকে বলা হয়েছে 'ডাল-ভাত সংস্কৃতি'।

আমি দেখেছি বিচারকের দুয়ারে দুয়ারে ন্যায়বিচারের ভিক্ষা চাইতে সেই সব অভাগিনী তনুদের,
যারা ধর্ষকের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় নীরব থাকাই হবে
প্রকৃত দেশপ্রেম-এই দীক্ষা পেয়েছে।
আমি দেখেছি ওসি প্রদীপদের বীরত্বপূর্ণ ক্রসফায়ারের বিনিময় প্রথা,
যেখানে রক্তের বদলে শরীরের অধিকার রাষ্ট্রকে অমূল্য
সেবা প্রদান করেছে।

হে আমার জন্মভূমি,
তুমি কি জানো তোমার উন্নয়ন আর পৈশাচিকতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই?
বৈষম্য আজ আদালতের এসি বাবদ বিদ্যুৎ বিলে এবং প্রভাবশালী নেতার নির্বাচনী তহবিলে;
এটা কেবল এক শ্মশান সদৃশ 'পাথুরে প্রশান্তি',
যেখানে পিশাচ আর মানুষ একই সমান্তরালে বাস করে।

বৈষম্যের এই ব্লুজ আজ আমাদের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের
জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে!

দেয়াল ভাঙার শব্দ

বসন্ত এলেই আমি দেখি পাথরের দেয়ালটা ঠিক নেই,
কেউ একজন রাতের আঁধারে এসে গেঁথে দিয়ে গেছে অবিচারের ইট।
প্রতিবেশী বলে,
"ভালো দেয়ালই ভালো প্রতিবেশী বানায়,"
আমি বলি,
"যে দেয়ালে মানুষের বুক ভাঙে, সে দেয়াল কেন রাখা?"

হয়তো আজই সময় সব সীমানা উপড়ে ফেলার,
অন্ধকারের দিকে যাওয়ার আগে আমাদের অনেক
ঋণ শোধ করার বাকি।

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇋ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

লিমন-বৃষ্টি হত্যাকাণ্ড: যে প্রশ্নের উত্তর শুরু করতে হবে এখনই

জান্নাতুল রুহী

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় অধ্যয়নরত দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির হত্যাকাণ্ডটা গত কয়েক দিনের মিডিয়ার আলোচিত একটা সংবাদ।

এ ঘটনায় লিমনের রুমমেট হিশাম আবুঘরবেহকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় বিদেশে পাড়ি দেওয়া সম্ভাবনাময় দুজন তরুণ-তরুণীকে ভিনদেশের নাগরিক কেন হত্যা করবে-এ বিষয়টাই জানার কৌতূহলে ঘটনাটা সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের আপডেটগুলো ফলো করছিলাম।

কিন্তু যখন জানতে পারলাম, আবুঘরবেহ পুরো এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছেন প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে, তখন প্রশ্নটা কেবল আর অপরাধ সংগঠনের কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আবার মানুষ প্রযুক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করছে, সেটাও এখানে মুখ্য বিষয় নয়। মানুষ প্রযুক্তিকে কীভাবে বোঝে এবং কীভাবে সেটার ব্যাখ্যা করছে, এ বিষয়টাই আসলে প্রধান বিষয়। এর পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তিগুলোকে কীভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

প্রযুক্তির সহায়তা কি তবে হত্যার রোডম্যাপ হলো?

তদন্তের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে প্রকাশিত আদালতের নথি থেকে জানা যায়, খুনের কয়েক দিন আগে গত ৭ এপ্রিল আবুঘরবেহর অ্যামাজন থেকে ডাক্ট টেপ, এরপর ১১ এপ্রিল ট্র্যাশ ব্যাগ ও জ্বালানি তেলও অর্ডার করেন। পরে ১৫ এপ্রিল তিনি এই অনলাইন শপ থেকে একটি নকল দাড়িও ক্রয় করেন। অন্যদিকে তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চ্যাটজিপিটির সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে সেটাকে একধরনের পরামর্শদাতা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

আদালতের বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৩ এপ্রিল আবুঘরবেহ চ্যাটজিপিটির কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'মানুষকে কালো প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে ডাম্পস্টারে ফেলে দিলে কী হয়?' প্রশ্নের জবাবে চ্যাটজিপিটি উত্তর দেয়, 'এটি বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।' আবুঘরবেহ তখন পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'মানুষ কীভাবে এটা জানতে পারবে?'

লিমন ও বৃষ্টি নিখোঁজ হওয়ার এক দিন আগে আবুঘরবেহ আবার চ্যাটজিপিটির কাছে জানতে চান, 'গাড়ির ভিআইএন নম্বর কি পরিবর্তন করা যায়?', 'লাইসেন্স ছাড়া কি বাড়িতে বন্দুক রাখা যায়?' ১৬ এপ্রিল দুজন নিখোঁজ হলে খবরটা স্থানীয় মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। তখন আবুঘরবেহ চ্যাটজিপিটিকে প্রশ্ন করেন, 'নিখোঁজ বিপদগ্রস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বলতে কী বোঝায়?' শিক্ষার্থী দুজনের নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর আবুঘরবেহ আবারও প্রশ্ন করেন, 'মাথায় স্নাইপারের গুলি লাগার পর কি কেউ বেঁচে ফিরেছে?', 'আমার বন্দুকের আওয়াজ কি প্রতিবেশীরা শুনতে পাবে?' কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর চ্যাটজিপিটি কী দিয়েছে কিংবা আবুঘরবেহ তার প্রতিক্রিয়ায় আরও কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন কি না, তা নথিতে উল্লেখ ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় পিএইচডি শিক্ষার্থী ছিলেন নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি ও জামিল আহমেদ লিমন

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় পিএইচডি শিক্ষার্থী ছিলেন নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি ও জামিল আহমেদ

লিমনছবি: ফেসবুক থেকে, গ্রাফিকস: প্রথম আলো

অনলাইনে হত্যাকাণ্ডে সহায়তাকারী উপকরণ ক্রয় থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরামর্শ করার এই পুরো কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দুটি প্রসঙ্গ আসা খুবই স্বাভাবিক।

এক. যেকোনো অনলাইন শপিংয়ের প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদম সাধারণত একজন ক্রেতা কী কিনছেন তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পণ্যের পরামর্শ দেয়। এ ক্ষেত্রে অ্যামাজনও ভিন্ন নয়। তাহলে একজন মানুষ যখন পরপর ডাক্ট টেপ, ট্র্যাশ ব্যাগ, জ্বালানি তেল এবং নকল দাড়িও ক্রয় করেন, তখন কেন এই ক্রয় প্যাটার্নটা অ্যালগরিদম কিংবা সেই অনলাইন শপিং সিস্টেমের নিরাপত্তাপদ্ধতির কাছে সন্দেহজনক মনে হলো না?

দুই. চ্যাটজিপিটির কাছে করা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় অভিযুক্ত আবুঘরবেহ পেয়েছিলেন। কারণ, উত্তর না পেলে তিনি কখনোই তাঁর কথোপকথন চালিয়ে যেতেন না। যেমনটা আমরা

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধে পিছু হটা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সামনে পথ নেই

জেফ্রি স্যাক্স ও সিবিল ফারেস

২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইসরায়েল যে ইরানবিরোধী যুদ্ধ শুরু করেছিল, তার শেষ পরিণতি সম্ভবত আমেরিকার পিছু হটা। এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন চালিয়ে গেলে ভয়াবহ ফল হতে পারে। এতে মধ্যপ্রাচ্যের তেল, গ্যাস ও পানি শোধনাগারগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর সেটি হলো তার প্রভাব শুধু ওই অঞ্চলে নয়, গোটা বিশ্বেই দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ইতিমধ্যে এটি স্পষ্ট হয়েছে-ইরান এমন ক্ষতি করতে সক্ষম, যা আমেরিকার পক্ষে সহ্য করা কঠিন এবং বিশ্ববাসীর জন্যও অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এই যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা ছিল একধরনের 'শিরশ্ছেদ আঘাত'। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং মোসাদের প্রধান ডেভিড বারনিয়া এই পরিকল্পনা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, যৌথ বিমান হামলার মাধ্যমে ইরানের শাসনকাঠামো, পারমাণবিক কর্মসূচি এবং বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর নেতৃত্ব ভেঙে ফেলা যাবে। তারপর সেখানে আমেরিকা-সমর্থিত একটি সরকার বসানো সম্ভব হবে।

ট্রাম্প মনে করেছিলেন, ভেনেজুয়েলার মতো ইরানেও একই ঘটনা ঘটবে।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলায় একটি গোপন অভিযানে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাতে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এবং দেশের ভেতরের কিছু অংশ জড়িত ছিল। সেখানে সরকার বদল হলেও প্রশাসনের অনেক অংশ আগের মতোই ছিল। ট্রাম্প ভেবেছিলেন, ইরানেও একই ফল পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ইরান ভেনেজুয়েলা নয়। ইতিহাস, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, সামরিক শক্তি, জনসংখ্যা বা আন্তর্জাতিক অবস্থান-কোনো দিক থেকেই নয়। তাই কারাকাসে যা হয়েছে, তেহরানে তা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলই না।

বাস্তবে ইরানের সরকার ভেঙে পড়েনি; বরং বিপ্লবী গার্ড বাহিনী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা বেড়েছে। সর্বোচ্চ নেতার দপ্তর অটুট থেকেছে, ধর্মীয় নেতৃত্ব একজোট হয়েছে এবং সাধারণ মানুষও বাইরের আক্রমণের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে।

সম্ভবত ট্রাম্প এই পিছু হটাকে বিজয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এই যুদ্ধ দেখিয়েছে-ইরানকে যতটা সহজ মনে করা হয়েছিল, তারা তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই যুদ্ধ দেখিয়েছে, এই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। এই যুদ্ধ আরও দেখিয়েছে-আধুনিক যুদ্ধের প্রযুক্তি আমেরিকার জন্য আগের মতো আর সুবিধাজনক নেই।

দুই মাস পর দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর হাতে কোনো বিকল্প সরকার নেই। ইরানের আত্মসমর্পণ করার কোনো লক্ষণ নেই, এমনকি জয়ের কোনো সামরিক পথও নেই। ফলে একমাত্র সম্ভাব্য পথ হলো পিছু হটা। তাতে ইরান হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দুই দেশের মধ্যে মূল সমস্যাগুলো অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

এ পরিস্থিতির পেছনে কয়েকটি বড় ভুল হিসাব কাজ করেছে।

প্রথমত, আমেরিকা ইরানকে ভুলভাবে বিচার করেছে। ইরান একটি প্রাচীন সভ্যতা, যার ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বছরের। তাদের সংস্কৃতি, জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদা গভীর। অতীতে ১৯৫৩ সালে আমেরিকা ইরানের গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে এক দমনমূলক শাসন বসিয়েছিল-এই স্মৃতিও তাদের মনে রয়েছে। তাই শুধু হুমকি বা বোমা হামলায় তারা নতি স্বীকার করবে না।

দ্বিতীয়ত, ইরানের প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। ইরানে উচ্চমানের প্রকৌশল ও গণিতবিদ্যা রয়েছে। তারা নিজস্ব প্রতিরক্ষাশিল্প গড়ে তুলেছে। তারা উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোনপ্রযুক্তি এবং নিজস্ব উপগ্রহ উৎক্ষেপণ সক্ষমতা তৈরি করেছে। দীর্ঘ ৪০ বছরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এই অগ্রগতি সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয়ত, যুদ্ধের প্রযুক্তিগত দিক এখন ইরানের পক্ষে গেছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের খরচ আমেরিকার প্রতিরক্ষাব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম। একটি ড্রোন তৈরি করতে ইরানের যেখানে প্রায় ২০ হাজার ডলার লাগে, সেখানে তা প্রতিহত করতে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র লাগে প্রায় ৪০ লাখ ডলার। আবার তুলনামূলক সস্তা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়েই

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমরা কি ক্রমশ ‘ভয়ংকর স্বাভাবিকতা’র দিকে যাচ্ছি?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

শুনেছি প্রয়াত সাংবাদিক নির্মল সেন ১৯৭৩ সালে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই শিরোনামে লিখেছিলেন, আমি চাই না যে আমাকে পিটিয়ে হত্যা করা হোক। আমি চাই না আমার সে বিকৃত দেহটা দেখে কাঁদুক আমার স্বজন। অশ্রুর প্লাবন নামুক আমার আপনজনের চোখে। আমি চাই না আততায়ীর গুলি বিদ্ধ করুক আমাকে এক অসতর্ক মুহূর্তে। আমি চাই না যে আমার শুভাকাঙ্খিরা একদিন থানা-পুলিশ করুক আমার জন্য। আমি চাই না নিরুদ্দেশ তালিকায় ভীড় জমাতে।

অপ্রিয় হলেও সত্যি এর ৫১ বছর পর অর্থাৎ ২০২৪-এ এসে আবার আমরা একই পরিস্থিতির দেখা পেলাম। ১৯৭৩ সালে ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে নতুন সরকার, দেশ পুনর্গঠনের সময়, দুর্বল অর্থনীতি, দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নৈরাজ্য, লোভী মানুষের আস্ফালন, অনেকের হাতে অস্ত্র এবং বড় ধরণের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র।

এরপরে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে মোটামুটি স্থিতিশীল অর্থনীতির মধ্য দিয়ে। তবে রাজনীতিতে অনেক ওলট-পালট হয়েছে, ছাত্র আন্দোলন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সরকার পরিবর্তন, সামরিক ক্যু, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাও হয়েছে।

দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি নানা ধরনের চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে গেছে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এভাবে ভেঙে পড়েনি কখনো। ২০২৪ সালে এসে পুরো দৃশ্যপট অন্যরকম হয়ে গেল। এখন আবার আমাদের বলতে হচ্ছে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই।

হাসিনা সরকারকে হটানোর পর যা যা হওয়ার কথা ছিল, যা কিছু অর্জন করার কথা ছিল-তার কিছুই হয়নি। বিশেষ করে রাজনীতিতে সংস্কার করার যে ওয়াদা করেছিল অন্তবর্তী সরকার, তাও হয়নি। বরং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নৈরাজ্যকর হয়ে দাঁড়াল।

কারাগারগুলো থেকে দাগী আসামি, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী, জঙ্গি সবাই নিজের মতো করে মুক্ত হয়ে গেল। অনেকে থানার অস্ত্র নিয়েই বের হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের একটি অংশ অনেক বেশি উদ্ধত ও লাগামহীন হয়ে উঠলো। স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছারিতার পর্যায়ে নিয়ে গেলেন কেউ কেউ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আগ্রাসী তৎপরতা চালানো।

মাথাচাড়া দিল মব সন্ত্রাস। প্রতিদিন গণপিটুনিতে মানুষ মারা যেতে থাকলো। ২০২৪ এ গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন ১২৮ জন, ২০২৫ এ ১৯৮ জন এবং ২০২৬ এর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৪৩ জন। (আইন ও সালিশ কেন্দ্র)

এছাড়া এই সময়ে বেড়েছে হত্যা, নৃশংসতা, রাহাজানি, ছিনতাই, পুড়িয়ে মারা, দোকানপাট-প্রতিষ্ঠান ও ঘরে আগুন দেওয়া, মাজার-আখড়া ভেঙে দেওয়া, সংখ্যালঘু নির্যাতন, নারী অবমাননা, ধর্ষণ, শিক্ষককে অসম্মান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পন্ড করার মতো অসংখ্য ঘটনা।

বেড়েছে পাড়ায়-মহল্লায় কিশোর গ্যাং নামে মাস্তানদের ভয়াবহ তাণ্ডব। ২০২৪ ও ২৫ সালে কী বা কোন ক্ষেত্রে নেতিবাচক ঘটনা ঘটেনি-তা হিসেব করে বলা যাবে না। আর মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধু সব গুড়িয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছে।

গত বছরের (২০২৫) ডিসেম্বর ও চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) বলেছে, গণপিটুনি বা মব সন্ত্রাসে জানুয়ারিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে অজ্ঞাতনামা লাশের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি জানুয়ারি মাসে ৫৭টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছে। জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি আরও জটিল, সহিংস ও উদ্বেগজনক রূপ ধারণ করেছে।

২০২৪/২৫ এর লাগামহীন সন্ত্রাসী কাজকর্ম ২০২৬-এ এসেও থেমে নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে অর্থাৎ প্রায় আড়াই মাসের মধ্যে ৪৬৪টি হত্যাকাণ্ড এবং ৬৬৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

এতকিছুর পরে যদি বলি দুইবছর ধরে বাংলাদেশের কোথাও কোনো সুসংবাদ নেই, সেটা কি ভুল বলা হবে?

চারিদিকে যা যা ঘটছে, সেগুলো দেখলে মনখারাপ হয়ে যায়। প্রায় প্রতিদিন সকালে বা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দুঃসংবাদের *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি: বাংলাদেশের জন্য শঙ্কা নাকি নতুন সমীকরণ?

ফাহিমা কানিজ লাভা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে দীর্ঘ দেড় দশকের মমতা যুগের অবসান ঘটেছে। প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। প্রতিবেশী রাজ্যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির এই উত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানামুখী প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বিশেষ করে সীমান্ত সমস্যা, অনুপ্রবেশ তকমা ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে চাপ তৈরির আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

বিশ্লেষকদের চোখে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ এই পরিবর্তনকে বাংলাদেশের জন্য একটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন।

দ্য ডেইলি স্টারকে তিনি বলেন, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া (এনআরসি ও এসআইআর) চলছে, তা সীমান্ত সংকটে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর বড় অংশই মুসলিম, যাদের বাংলাদেশি বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করার রাজনৈতিক প্রবণতা বিজেপির মধ্যে প্রবল।

এনআরসি হলো ভারতের জাতীয় নাগরিক পঞ্জী বা তালিকা। এটির মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাচাইয়ের নামে কয়েক লক্ষ মানুষকে রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ করে আসামে।

অন্যদিকে, এসআইআর হলো নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনের একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সম্প্রতি বহু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

আলতাফ পারভেজ বলেন, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে যারা নাগরিক অধিকার হারিয়েছে, তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে বিজেপি নেতারা প্রায়ই বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্য দিয়ে থাকেন। এখন দুই রাজ্যেই বিজেপি ক্ষমতায় থাকায় অবৈধ বাংলাদেশি ফেরত পাঠানোর নাম করে সীমান্তে পুশ-ইন-এর চাপ নিশ্চিতভাবেই বাড়বে।

তিনি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের কারণে সংখ্যালঘুরা কোণঠাসা হয়ে পড়লে তাদের একটি অংশ জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে চলে আসতে চাইতে পারে, যা ঢাকার নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

আলতাফ পারভেজের মতে, আসামের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতারা বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্যকে রাজনৈতিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। ফলে আগামীতে পশ্চিমবঙ্গেও পুশ-ইন বা ‘পুশ-ব্যাক’ আতঙ্ক বাড়তে পারে।

আরেকটি অনুমানের কথাও বলেন আলতাফ পারভেজ। তিনি বলেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখন বলতে পারেন যে তাদের নাগরিক অধিকার দিতে হবে। যদি তাদের জন্য সিএএ কার্যকর করা হয়, তাহলে বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘুদের ভারতে যাওয়ার প্রবণতাও বাড়তে পারে।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও আঞ্চলিক অস্থিরতা

পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অর্ক ভাদুড়ি বিজেপির এই জয়কে উভয় দেশের জন্য একটি বিপজ্জনক ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন।

তিনি দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের মূল অভিমুখই ছিল, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে।

বিজেপির সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রদায়িক মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচনের দিনও ভবানীপুর কেন্দ্রে শুভেন্দু বলেছেন, বাংলাদেশি রোহিঙ্গা ও বাংলাভাষীরা এখানে রয়েছে। বিজেপির সার্বিক প্রচারটাই ছিল যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা, এরা সবাই বাংলাদেশ থেকে এসছে এবং এদেরকে তাড়াতে হবে।

ভারতের সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা তকমা দিয়ে শুভেন্দুর এসব আক্রমণাত্মক বক্তব্য ভোটারদের একটি বড় অংশকে প্রভাবিত করেছে বলেও মনে করেন অর্ক ভাদুড়ি।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের শেষ নির্বাচনের ফলাফলে জামায়াতে ইসলামী সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ভালো *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

বঙ্গবন্ধু
আন্তর্জাতিক বইমেলা
২০২৬

Bangabandhu International Book fair

১৫ই মে ২০২৬ শুক্রবার
সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা

১৬ই মে ও ১৭ই মে ২০২৬
শনিবার ও রবিবার
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা

Evangel Christian Center
3920 27th Street, Long Island City,
NY 11101

বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভারতসহ বহির্বিশ্বের স্বনামধন্য লেখক ও প্রকাশক বৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন।

আয়োজনে: একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন

মিডিয়া পার্টনার:
জাগো প্রহরী, Channel 14,
The Voice, NRBnews24.com

যোগাযোগ:
(609) 529-5065,
(646) 629-4281

একাত্তরের প্রহরী

Guardian Of 1971

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় আর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ: যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ঐতিহাসিক জয় আঞ্চলিক রাজনীতিতে এক আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। টানা ১৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) শাসনের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গেকগেরুয়া ঝড়ন বইতে শুরু করেছে। শেষ খবর পাওয়া বিজেপি পর্যন্ত রাজ্যের ২৯৩টি আসনের মধ্যে ২০৬টিতে এগিয়ে থেকে নিরঙ্কুশ জয়ের পথে রয়েছে। এবারের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে সব রেকর্ড ভেঙে এবার ৯২.৯৩ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঢাকার জন্য এক নতুন ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও সমীকরণ সামনে নিয়ে এসেছে। সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অভিবাসনের (অনুপ্রবেশ) মতো বিষয়গুলোতে বিজেপির বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কারণে তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি এবং আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের মতো দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলো এখন এক ধরণের অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

বিজেপির এই জয়ের ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি কেমন হতে পারে, তা নিয়ে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড কথা বলেছে পাঁচজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে।

‘কলকাতায় বিজেপির শাসন তিস্তা বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে পারে’

আমেনা মহসিন

অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের একটি মৌলিক সত্য স্বীকার করতে হবে যে-ঢাকা সবসময় দিল্লির সঙ্গে আলোচনা করে, কলকাতার সঙ্গে নয়। পশ্চিমবঙ্গে এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঐতিহাসিক হলেও, আমাদের প্রাথমিক কূটনৈতিক যোগাযোগ আগের মতোই কেন্দ্রের সঙ্গেই থাকবে।

যেহেতু বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দল (বিজেপি) ক্ষমতায় এবং তারা বাংলাদেশের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল ও গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী, তাই নতুন সরকার গঠনের সময় তারা এই কৌশলগত স্বার্থের বিষয়টি মাথায় রাখবে বলেই মনে হয়। দীর্ঘদিন ধরে নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করে আসছিল, কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতার কারণেই তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি আটকে আছে। এখন যেহেতু সেই রাজনৈতিক বাধা দৃশ্যত অপসারিত হয়েছে, তাই বাংলাদেশের জন্য এটি দেখার বড় বিষয় হবে যে তারা আসলেও এই চুক্তি নিয়ে কতটুকু এগিয়ে যায়।

এটি মূলত প্রতিবেশীর প্রতি ভারতের নতুন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির একটি লিটমাস টেস্ট হবে। তবে, এই নতুন পরিস্থিতিতে ভারতকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট নিয়ে বাড়তি সংবেদনশীল হতে হবে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়ায় বিজেপি নেতৃত্বকে এটি নিশ্চিত করতে হবে-এমন কোনো উসকানিমূলক বা নেতিবাচক বক্তব্য না আসে, যা আমাদের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। তাদের বুঝতে হবে যে, এ ধরণের উসকানিমূলক বক্তব্য দ্বিপাক্ষিক স্থিতিশীলতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

‘ঢাকা-কলকাতা সম্পর্ক হবে ঢাকা-দিল্লি কাঠামোর একটি অংশমাত্র’

এম হুমায়ুন কবির

সাবেক কূটনীতিক এবং বর্তমানে বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিজয় বাংলাদেশের জন্য দ্বিমুখী এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর ফলে যেমন কূটনৈতিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে পারে, তেমনি আঞ্চলিক চাপও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের সঙ্গে আমাদের আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক মূলত নয়াদিল্লির মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। এর অর্থ হলো, ঢাকা-কলকাতা সম্পর্কের গতিপথ মূলত ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের একটি অংশ হিসেবেই নির্ধারিত হবে।

যেহেতু বিজেপি এখন কেন্দ্রে এবং রাজ্যে উভয় পর্যায়েই ক্ষমতায় রয়েছে, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের কৌশলগত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। নয়াদিল্লি যদি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখাকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে এই নির্বাচনের স্থানীয় প্রভাব যতটা আশঙ্কা করা হচ্ছে ততটা উদ্বেগজনক নাও হতে পারে।

তবে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক বা মুসলিম-বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে পারে। বিশেষ করে ভোটার তালিকা থেকে একটি বড় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বাদ দেওয়া এবং আগে থেকে আলোচিত কজাতীয় নাগরিক পঞ্জিন (এনআরসি) কার্যকর করার যে পরিকল্পনা তাদের ছিল, তা নতুন করে সামনে আসতে পারে।

যদি এ ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি গতি পায়, তবে তা কপুশ-ইনন-এর (জোরপূর্বক অভিবাসন) মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর সরাসরি চাপ তৈরি করতে পারে। এছাড়া, সীমান্তের ওপারে মানুষের যাতায়াতের ওপর আরও কঠোর বিধিনিষেধ আসতে পারে। আমাদের এটিও মাথায় রাখতে হবে, বাংলাদেশ এখন কার্যত দুটি প্রধান সীমান্তে-আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখোমুখি। এটি স্বাভাবিকভাবেই একটি ভয়ের জন্ম দেয়, আমাদের সীমান্তে প্রথাগত ও কূটনৈতিক চাপ আরও বৃদ্ধি পাবে।

এমনকি সাধারণ মানুষের যাতায়াত, যা সাম্প্রতিক সময়ে এমনিতেই কমেছে, তা আরও সংকুচিত হতে পারে। পরিশেষে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সামগ্রিক পরিবেশই ঠিক করে দেবে এই নির্বাচনের ফলাফল আমাদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে। প্রতিবেশীদের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ঢাকাকে এখন অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

‘আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে চাপ আরও বাড়বে’

আলতাফ পারভেজ

গবেষক, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস

বিজেপির এই জয়ের প্রভাব বিভিন্নভাবে অনুভূত হবে। তারা যখন পার্লামেন্টে যাবে, তখন সবাই এক ধরণের চাপের মুখে পড়বে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশেও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

এই পরিস্থিতি কেবল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তারা আসামেও জয়ী হয়েছে। এর অর্থ হলো, দুই দিক থেকেই এখন একই ধরণের রাজনৈতিক সমীকরণ ও গতিধারা তৈরি হচ্ছে।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই সীমান্তজুড়ে চাপ আরও বাড়বে বলে মনে হয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-বিরোধী অপপ্রচারও বৃদ্ধি পেতে পারে।

তদুপরি, সেখানে দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান বাংলাদেশেও একই ধরণের দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থানের সংকেত দেয়। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রবণতারই অংশ।

‘বিজেপির জয় ভারতের সঙ্গে নতুন করে আলোচনার পথ খুলে দেবে’

আসিফ শাহান

অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মনে করি না যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ে বাংলাদেশের ওপর বড় কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এর কারণ হলো, ভারতের কেন্দ্রে আগে থেকেই বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। মূল সমীকরণটি সব সময় ঢাকা ও দিল্লির মধ্যেই ছিল। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাছে মনে হয়, এটি নতুনভাবে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিতে এক ধরণের উৎসাহ জোগাতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস ইতোমধ্যে তাদের যে অবস্থান তৈরি করেছিল, তা আদতে বাংলাদেশের জন্য খুব একটা সুবিধাজনক ছিল না।

সেই অর্থে, বিজেপির জয় ভারতের সঙ্গে নতুন করে আলোচনার দ্বার উন্মোচন করবে।সবকিছু ঠিক থাকলে পরিস্থিতির আরও উন্নতিও হতে পারে। জাতীয় রাজনৈতিক পর্যায়ে আমি বিষয়টি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘পশ্চিমবঙ্গের উসকানিকে স্থানীয় সাম্প্রদায়িক শক্তি রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে’

ফিরোজ আহমেদ

গবেষক ও লেখক

বিজেপি নেতারা নিয়মিত যে ধরণের ভাষা ব্যবহার করেন, তা এতটাই উগ্র যে বাংলাদেশের কোনো জাতীয় নেতার পক্ষে এমন মন্তব্য করা প্রায় অসম্ভব। তবে তাদের এই বয়ানের একটি সরাসরি প্রভাব বাংলাদেশে পড়ে, কারণ এখানকার স্থানীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে এসব উসকানিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

অতীতের বাবরি মসজিদ ঘটনার পর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উসকে দেওয়ার চেষ্টা আমরা দেখেছি। এবারের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনেও যে ধরণের উসকানিমূলক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে-যেখানে বাংলাদেশিদের ‘বহিরাগত’ হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে-তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমাদের আশঙ্কা হলো, সরকার যদি সময়মতো দৃঢ় অবস্থান না নেয়, তবে এই পরিস্থিতি দেশে অস্থিরতা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর চেয়েও বিপজ্জনক হতে পারে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং অভিন্ন নদীর পানির অধিকার নিয়ে তৈরি হওয়া নতুন সংকট। এমনকি সীমান্তে গুলি চালানো এবং হত্যার ঘটনাও বাড়তে পারে, কারণ ক্ষমতা সুসংহত করতে এই প্রশাসন যেকোনো ধরণের কঠোর নীতি গ্রহণ করতে পারে।

তা সত্ত্বেও আমার ধারণা, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে খুব শান্তিতে শাসন পরিচালনা করতে পারবে না। পরিস্থিতি যেদিকেই মোড় নিক না কেন, বাংলাদেশকে তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় অবিচল থাকতে হবে এবং আঞ্চলিক অস্থিরতা যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে।

এক নেতা, এক দলীয় শাসনের পথে ভারত? মোদি-বিরোধীরা আজ কোথায়

পরিচয় ডেস্ক: এক দশকেরও বেশি সময় আগে নরেন্দ্র মোদি যখন প্রথমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রচারণা শুরু করেন, তখন তিনি “কংগ্রেস-মুক্ত ভারত”-এর স্লোগান তুলেছিলেন। এটি ছিল মূলত তার একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সমূলে নির্মূল করার একটি সুদূরপ্রসারী নীল নকশা।

স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতা দল- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তারপর থেকে কেবলই ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। ২০১৪ সালের সেই বিপর্যয় থেকে দলটি আজও পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি, যখন একটি নির্বাচনেই লোকসভায় তাদের আসন সংখ্যা ২০৬ থেকে কমে মাত্র ৪৪-এ নেমে এসেছিল। রাজ্য আইনসভাগুলোর ওপর থেকেও দলটি নিয়ন্ত্রণ হারায়; বর্তমানে মোদির ক্ষমতাসীন জোটের দখলে থাকা ২১টি রাজ্যের বিপরীতে কংগ্রেস মাত্র চারটি রাজ্য পরিচালনা করছে।

কংগ্রেসের এই পতনের ফলে ভারতজুড়ে আঞ্চলিক দলগুলোই মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং তাদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী এজেন্ডার বিরুদ্ধে প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম-সব প্রান্তেই আঞ্চলিক নেতারা মোদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্যারিশম্যাটিক ও শক্তিশালী দুজন নেতা ছিলেন ২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ২০২১ সাল থেকে তামিলনাড়ুর হাল ধরা এম.কে. স্ট্যালিন।

চলতি সপ্তাহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্ট্যালিন-উভয়েরই নির্বাচনি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদি নিজেকে এমন এক ভারতের শীর্ষে আবিষ্কার করেছেন, যেখানে তার বিরোধীদের হাতে কার্যত কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। কংগ্রেসের লোকসভায় আসনের সংখ্যা মাঝে মাঝে কিছু বাড়লেও, ১৯৭০-এর দশকের জরুরি অবস্থার সময়ের পর থেকে বর্তমানের মতো আর কখনোই ভারতকে এমন “একক নেতার রাষ্ট্র” বলে মনে হয়নি।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর “আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া” বা ভারতের ধারণাটি ছিল মূলত একটি বহুমাত্রিক রাজনৈতিক আদর্শ; যা দেশটির ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির বিশাল বৈচিত্র্যের সাথে মানানসই। বর্তমানে ভারতের টিকে থাকা ছোট ছোট দলগুলো যেভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তাতে নেহরুর সেই স্বপ্ন বিজেপির ১০০ বছরের পুরনো “সনাতন হিন্দু রাষ্ট্র” গড়ে তোলার রূপকল্পের কাছে এক পরাজিত আদর্শ বলে মনে হচ্ছে।

বিজেপি বরাবরই তার সদস্যদের আদর্শিক অঙ্গীকার নিয়ে গর্ববোধ করে। হিন্দুরা অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা জাতিতে বিভক্ত হলেও- তারা পুরো দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ; আর এই হিন্দু ভোটকে ঐক্যবদ্ধ করাই দলটির প্রধান কৌশল। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে অন্য যেকোনো জাতীয় দলের চেয়ে বিজেপি অনেক বেশি সাংগঠনিক শৃঙ্খলা অর্জন করেছে এবং সেই সাথে নিজেদের একটি “ব্যবসা-বান্ধব” ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে, যা তাদের রাজনৈতিক অনুদানদাতা শ্রেণির কাছেও প্রিয়পাত্রে পরিণত করেছে।

সমর্থকদের দাবি, গত জাতীয় নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর বিজেপির কঠোর পরিশ্রমের ফল হলো এই সাম্প্রতিক রাজ্য-স্তরের বিজয়গুলো। ২০২৪ সালের জুনের ভোট গণনায় দেখা গেছে, মোদির জোট মাত্র ৪২.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে, কারণ বিরোধীরা বেকারত্ব ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মতো ইস্যুগুলো নিয়ে মোদিকে তীব্র আক্রমণ করেছিল নির্বাচন সামনে রেখে। সেবার মোদি শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারলেও, সেটি সম্ভব হয়েছিল দুটি আঞ্চলিক দলকে জোটে টেনে সরকার গঠনের মাধ্যমে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুগত শ্রীনিবাসরাজু, যিনি কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় দল নিয়ে সমালোচনামূলক লেখালেখি করেন, তিনি বলেন, “২০২৪ সালে মোদি ছিলেন অনেকটা “আহত বাঘের” মতো। এখন তিনি ঠান্ডা মাথায় তার প্রতিশোধ নিচ্ছেন।”

বিজেপির এই নতুন জয়ের ধারা শুরু হয় তার পরপরই, দলীয় কর্মীরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে নতুন ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে শুরু করেন। তবে সমালোচকদের অভিযোগ, মোদি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ভোট কেনা, ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা এবং কারচুপির মাধ্যমে এই জয়গুলো ছিনিয়ে এনেছেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দুই মেয়াদে মোদি বড় ধরণের বিতর্কিত প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন-যেমন মুদ্রা বাতিল করা (নোটবন্দি), কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়া কিংবা অযোধ্যায় বিশাল রাম মন্দির নির্মাণ। তবে নতুন মেয়াদে তিনি এমন চাকচিক্যময় প্রকল্প এড়িয়ে বরং প্রতিটি রাজ্যের নির্বাচনে জয়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। এখানে জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপসহ মানুষের “ডাল-ভাতের” মতো মৌলিক সমস্যাগুলো মেটানো অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে মোদির এই অগ্রযাত্রা একের পর এক চমক নিয়ে এসেছে, যার সবকটিই ছিল বিজেপির অনুকূলে।

আর জি কর থেকে ‘সিন্ডিকেট’ পশ্চিমবঙ্গে মমতার ভরাডুবির নেপথ্যে ৫ কারণ

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও মমতার দল ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টি জিতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল, যেখানে বিজেপি ১৮ থেকে ১২-তে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ২৩ মাসে কিছু সুনির্দিষ্ট ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মন ঘুরিয়ে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে টানা ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন এক বিশাল পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে। তিন দশকের বেশি সময় ধরে চলা বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১ সালে যেভাবে তিনি “পরিবর্তন” এনেছিলেন, ২০২৬ সালে এসে ঠিক একইভাবে তার শাসনেরও পতন ঘটছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

২০১১ সালের সেই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সে সময় বামপন্থীরা যেভাবে জনমানসের অসন্তোষ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঠিক একই পথে হেঁটেছেন। বিরোধীদের জনসমর্থন বৃদ্ধির বিষয়টি খাটো করে দেখার ফল হিসেবে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের এক বিশাল ভরাডুবি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মজার বিষয় হলো, এই পরিবর্তন রাতারাতি হয়নি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও মমতার দল ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টি জিতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল, যেখানে বিজেপি ১৮ থেকে ১২-তে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ২৩ মাসে কিছু সুনির্দিষ্ট ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মন ঘুরিয়ে দিয়েছে, যা মমতা সরকারের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিপর্যয়ের পেছনে পাঁচটি প্রধান কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. আর জি কর হাসপাতালের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড

২০২৪ সালের আগস্টে কলকাতার সরকারি আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা তৃণমূলের জনপ্রিয়তায় প্রথম বড় ধাক্কা দেয়। এই ঘটনা কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, পুরো ভারতে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আসে। মমতা সরকার শুরুতে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এটিকে বিরোধী দলের “রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র” হিসেবে আখ্যা দেয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিচারের দাবিতে র‍্যালি করলেও ততোক্ষণে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে। হাসপাতালের প্রশাসনের সঙ্গে সরকারের যোগসাজশ এবং তথ্য-প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ভোটারদের মনে গভীর ক্ষোভের জন্ম দেয়।

২. শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়

আর জি কর কাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই ২০২৫ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট বড় এক ধাক্কা দেয়। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত ২৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রাখে শীর্ষ আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল-পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ছিল “দুষিত ও কলুষিত”। এই রায়ের ফলে মমতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাসা থেকে উদ্ধার হওয়া কোটি কোটি টাকার সেই দৃশ্য আবারও মানুষের সামনে চলে আসে। মমতা বরখাস্ত শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও দুর্নীতির কলঙ্ক আর মোচন হয়নি।

৩. সুশাসনের অভাব ও “সিন্ডিকেট” সংস্কৃতি

রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থতা তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনরোষের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিরোধীরা সাফল্যের সঙ্গেই ভোটারদের সামনে তুলে ধরেছে যে, কীভাবে অবকাঠামো চুক্তি থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র শিল্প পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তৃণমূল নেতাদের “সিন্ডিকেট” রাজত্ব চলছে। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ করা “কাট মানি” বা প্রতিটি কাজে নেতাদের কমিশন নেওয়ার বিষয়টি সাধারণ মানুষের প্রধান আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়।

৪. সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে ফাটল

মমতার একচ্ছত্র আধিপত্যের অন্যতম স্তম্ভ ছিল সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক। তবে এবারের নির্বাচনে সেখানে বড় ধরনের ফাটল দেখা গেছে। তৃণমূলের সাবেক বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বাধীন “আম জনতা উন্নয়ন পার্টি” এবং নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন “ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)” বেশ কিছু আসনে জয়ী হয়েছে। এর ফলে তৃণমূলের “নিশ্চিত ভোটব্যাংক” ভাগ হয়ে যায়। মমতা

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

সতর্ক হতে জেনে নিন শরীরে প্রোটিন ঘাটতির ৫ উপসর্গ

পরিচয় ডেস্ক:প্রোটিনের ঘাটতি শরীরে বড় কোনো সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই শরীর যেন পর্যাপ্ত প্রোটিন পাই সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। শরীরে প্রোটিনের অভাব আছে কিনা তা কয়েকটি লক্ষণ খেয়াল করলেই বোঝা সম্ভব।

শরীর সকল প্রকার জরুরি উপাদান পাচ্ছে কি না তা নির্ভর করে কী ধরনের খাবার খাচ্ছেন তার ওপর। যেমন খাদ্যাভ্যাসের ঠিক না থাকলে প্রায়ই শরীরে প্রোটিনের অভাব দেখা যায়। কিন্তু সেটা সহজে বোঝা যায় না। নানা ধরনের অসুস্থতা তখনই দেখা দেয় যখন প্রোটিনের ঘাটতির মাত্রা বাড়তে থাকে। সে সময়ে বিভিন্ন সমস্যাও বেড়ে যায়। অনেকের কর্মশক্তি কমে যায়। কারও হজম শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। এ ছাড়া দেহে ইনসুলিন হরমোনের উৎপাদনে সমস্যা হয়। কিন্তু এই সমস্যগুলো চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছনোর আগেই সতর্ক হওয়া খুবই জরুরি।

প্রোটিনের ঘাটতি শরীরে বড় কোনো সমস্যা ঘটাতে পারে। তাই খেয়ালে রাখতে হবে শরীর পর্যাপ্ত প্রোটিন পাচ্ছে কি না।কয়েকটি লক্ষণ দেখলেই তা বোঝা সম্ভব।

সব সময় খিদে খিদে ভাব: প্রোটিন জাতীয় খাবার অনেক সময় ধরে পেট ভর্তি রাখতে সাহায্য করে। তাই শরীর পর্যাপ্ত প্রোটিন না পেলে স্বাভাবিক ভাবেই খিদে লাগে। বারবার খিদে পাওয়া শরীরে প্রোটিনের ঘাটতির লক্ষণ হতে পারে।

প্রায়ই মাথাব্যথা করছে? ব্রেন টিউমারের লক্ষণ নয় তো!

পরিচয় ডেস্ক:মাথা ব্যাথা হয় না এমন মানুষ নেই। কম-বেশি সবার মাথাব্যথা হয়। অনেকের অল্পতেই মাথা ব্যাথা সেড়ে যায় আর কারও দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনেক সময় আবার সেই ব্যথাও তীব্র হয়ে থাকে। ব্যথা তীব্র হলে দেখা যায় অনেকেই ওষুধ খান। কিন্তু ব্যাথা কেন হয় সেটা অনেকেই জানে না।

মাথাব্যথা যদি অল্পতেই দূর না হয় তাহলে সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ মাথাব্যথা হতে পারে আপনার ব্রেন টিউমারের (মস্তিষ্কের টিউমার) লক্ষণ।

এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা করানো জরুরি। টিউমারের কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে মাথ াব্যথার মাধ্যমে জানান দিয়ে থাকে রোগীকে। যদিও মাথাব্যথা ছাড়াও শরীরে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে।

ব্রেন টিউমারের লক্ষণ: ব্রেন টিউমারের লক্ষণগুলো সাধারণত মস্তিষ্কের অংশের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তন হয়। সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, খিঁচুনি হওয়া, ধারাবাহিকভাবে অসুস্থ বোধ করা যেমন বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া ও তন্দ্রা; মানসিক বা আচরণগত পরিবর্তন যেমন ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন বা স্মৃতি সমস্যা; শীরের একপাশ ক্রমশ দুর্বল হওয়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া ও দৃষ্টিতে সমস্যা হওয়া।

তবে অনেক সময় প্রাথমিক এই লক্ষণগুলো নাও দেখা দিতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে বা হঠাৎ করেই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ব্রেন টিউমারের ধরন: সাধারণত মস্তিষ্কের টিউমারের বৃদ্ধির সময় এবং চিকিৎসার পর পুনরায় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতটুকু, তার উপর নির্ভর করে এর গ্রেড বা ধরন নির্ধারণ করা হয়।

গ্রেড ১ ও ২ হচ্ছে টিউমারের নিম্ন ধরনের এবং ৩ ও ৪ হচ্ছে উচ্চমাত্রার টিউমার।

ক্যানসারযুক্ত (ম্যালিগন্যান্ট) ব্রেন টিউমার: এই জাতীয় টিউমার হচ্ছে গ্রেড ৩ ও ৪। যা প্রাথমিকভাবে মস্তিষ্কে শুরু হয় বা শরীরের অন্য কোথাও থেকে মস্তিস্কে ছড়িয়ে পড়ে (সেকেন্ডারি টিউমার)। এ ধরনের টিউমার হলে চিকিৎসার পরও ফের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ক্যানসারবিহীন (বেনাইন) ব্রেন টিউমার: এটি হচ্ছে গ্রেড ১ ও ২ মানের টিউমার। এই টিউমার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং চিকিৎসার পর পুনরায় ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

আগে রান্না করা খাবার গরম করে খেলে কি পুষ্টিগুণ কমে?

পরিচয় ডেস্ক: খাবার হলো আমাদের শরীরের জ্বালানি। এই জ্বালানি পুড়িয়েই আমরা শক্তি সঞ্চয় করি। সেই শক্তি খরচ হয় দৈনন্দিন কাজে। যার ফলে আমরা সুস্থ-সবল জীবন কাটাই। তবে মুশকিল হলো, খাবার নিয়েও মানুষের মনে একাধিক সত্য-মিথ্যা ধারণা রয়েছে। এই যেমন একদল মানুষ মনে করেন খাবার বারবার গরম করলে নাকি তার পুষ্টিগুণ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তারা বারবার খাবার গরম করতে বারণ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সত্যিই কি খাবার বারবার গরম করা উচিত নয়? আসুন জেনে নিই:

খাবার গরম করলে তার পুষ্টিগুণ কমে যায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে পুষ্টিবিদরা রান্না করার পর আমরা সাধারণত সেই খাবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিই। তারপর প্রয়োজন মতো বের করে তা গরম করে খাই। এটাই আমাদের চলতি রীতি। কিন্তু সত্যি বলতে, এভাবে বারবার ফ্রিজের খাবার বের করে গরম করলে তার পুষ্টিগুণ কিছুটা হলেও নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি পুরো খাবারটাও অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর এমনটা ঘটে তাপমাত্রার তারতম্যজনিত কারণে। তাই চেষ্টা করুন একই খাবার বারবার গরম না করার।

একবারে না রেঁধে রাখলেই হলো

সুস্থ থাকতে চাইলে টাটকা খাবার খেতে হবে। যত ফ্রিজের বাসি খাবার খাবেন, ততই অসুখের ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা বাড়বে। তাই চেষ্টা করুন একবার রান্না করে সেই খাবার তখনই খেয়ে নেওয়ার। তাতেই উপকার মিলবে বেশি।

তবে আজকাল সকলেই ভীষণ ব্যস্ত। তাই প্রতিবার খাবার খাওয়ার আগে রান্না করার মতো সময় বা মানসিকতা কারোরই নেই। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে বারবার খাবার গরম করার প্রয়োজন পড়ে। তবে ভালো

খবর হলো, এক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই পাবেন উপকার্

মেনে চলুন এই নিয়ম

একবার রান্না করে সেই তরকারি বিভিন্ন পাত্রে ভাগ করে রাখুন। তারপর প্রয়োজন মতো একটি পাত্র বের করে গরম করে নিন। তারপর খান। তাতে সমস্যা হবে না। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধরুন আপনি ৩ দিনের জন্য মাছ রান্না করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে একটি পাত্রে সমস্ত মাছের পদটা রেখে দেবেন না। তার বদলে ৩টি পাত্রে তা ভাগ করে রাখুন। এরপর প্রতিদিন একটা করে পাত্র বের করে সেবন করুন। ব্যস, এই নিয়মটা মেনে চললেই খাবারের পুষ্টিগুণ খুব একটা নষ্ট হবে না।

মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করা কি ক্ষতিকর?

অনেকেই মনে করেন মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করা খুবই ক্ষতিকর। তবে এই ধারণার কোনও বিজ্ঞানভিত্তি নেই বললেই চলে। তাই অহেতুক মাইক্রোওয়েভকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

তবে সবথেকে ভালো হয় কড়াইতে খাবার গরম করে নিতে পারলে। তাতে খাবারটা ঠিকমতো গরম হয়। খাবারের পুষ্টিগুণও থাকে অটুট। তাই হাতে সময় থাকলে খাবার কড়াইতে গরম করুন।

সময় মেনে খাবার খান

সুস্থ-সবল জীবন কাটাতে চাইলে সময় মেনে খাবার খেতে হবে। তাতেই গ্যাস, অ্যাসিডিটির ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা কমবে। সেই সঙ্গে খাবারে উপস্থিত পুষ্টিগুণও মিলবে। আর অবশ্যই একবারে অনেকটা খাবার খাবেন না। তার বদলে বারেবারে খান। ব্যস, এই সামান্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই অনায়াসে সমস্যার ফাঁদ এড়িয়ে চরুন। তাতে পুষ্টিগুণ খুব একটা নষ্ট হয় না।

তরমুজের উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ

তরমুজ একটি গ্রীষ্মকালীন সুস্বাদু ফল। গ্রীষ্মের দাবদাহে উপকারিতা ও পুষ্টিগুণের দিক থেকে তরমুজ বেশ জনপ্রিয়। তরমুজে রয়েছে ৬% চিনি এবং ৯২% পানি। এছাড়া অন্যান্য উপাদান রয়েছে ২%। লাল টুকটুকে রসালো এই ফলটি খেতে ছোট-বড় সবাই পছন্দ করে। তরমুজ ভিটামিন জাতীয় একটি ফল। তীব্র গরমে শরীরে যখন পানিশূন্যতা দেখা দেয় সেই পানিশূন্যতা পূরণে তরমুজ ভীষন উপকারী ভূমিকা পালন করে। শরীরে এনার্জি তৈরিতে সহায়তা করে।

শারীরিক বিভিন্ন উপকারিতাও মেলে তরমুজ থেকে। ভিটামিন, মিনারেল, খনিজ পদার্থ সবই থাকে তরমুজে। এতে আছে পটাশিয়াম ও লাইকোপিনের মতো শক্তিশালী সব খনিজ উপাদান। একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা আছে তরমুজে। পেশির ব্যথা দূর করা থেকে শুরু করে হৃদরোগের সমস্যা সমাধান এমনকি ক্যান্সারের বিরুদ্ধেও লড়াই করে তরমুজে থাকা পুষ্টিগুণ। শরীরের বেশ কিছু জরুরি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় তরমুজ থেকে, যা শরীরকে সুস্থ রাখে। ফুসফুস সুস্থ রাখতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে তরমুজ। প্রোস্টেটের ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক হিসেবে কাজ করে এই ফলটি।

তরমুজে ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়ামসহ বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন থাকে, যা হৃদরোগ প্রতিরোধে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ত্বক ও চুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষায় তরমুজ হল উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তরমুজে ভিটামিন এ ও সি থাকায় হজমের সমস্যা দূর করে এই ফলটি। তরমুজে রয়েছে ভিটামিন বি যা শরীরে শক্তি যোগায়। এছাড়া তরমুজে রয়েছে পটাশিয়াম যা ইলেকট্রোলাইটের কাজ করে। হাড়ের সুস্বাস্থ্যের জন্য তরমুজ খুবই উপকারি। তরমুজে রয়েছে ভিটামিন সি যেটি হাড়ের ছোট খাটো সমস্যা দূর করে। তরমুজ হাড়ের চিড় ধরা রোধ করে।

তরমুজে থাকা ভিটামিন সি মাড়ির জন্য খুবই উপকারী। ভিটামিন সি মুখের ভিতরের ব্যাকটেরিয়া ও মাড়ির সংক্রমন রোধ করতে সাহায্য করে। লাইকোপেন সমৃদ্ধ তরমুজ শরীরের কোষগুলোকে হার্টের রোগ থেকে রক্ষা করে।

তরমুজে আছে ক্যারোটিনয়েড। তাই নিয়োমিত তরমুজ খেলে চোখ ভালো থাকে এবং চোখের নানা রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ক্যারোটিনয়েড রাতকানা প্রতিরোধে সহায়তা করে। তরমুজের রস কিডনীর বর্জ্য পরিষ্কার করে। তাই কিডনীতে পাথর হলে ডাবের পানির পরিবর্তে চিকিৎসকগণ তরমুজ খাওয়ার পরামশ দেন। তরমুজে থাকা ভিটামিন সি ত্বককে সতেজ রাখে। পাশাপাশি ত্বকের যে কোন সংক্রমন প্রতিরোধ করে।

পালং শাকের যত গুণ

পরিচয় ডেস্ক: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে এই শাকটির ভিতরে মজুত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় আয়রন, ফলেট, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং আরও নানাবিধ ভিটামিন এবং মিনারেল, যা শরীরে প্রবেশ করার পর ওজন হ্রাসের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে পালং শাকে উপস্থিত ফাইবার, বহুক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখার কারণে খাবার খাওয়ার পরিমাণও কমতে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেহের ইতিউতি জমে থাকা মেদ ঝরে যেতে সময় লাগে না। ওজন কমানোর পাশাপাশি পালং শাকে উপস্থিত নানাবিধ উপকারি উপাদানগুলো আরও নানাভাবে শারীরিক উপকারে লেগে থাকে। যেমন ধরুন-

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে

অ্যামাইনো অ্যাসিড হল এমন একটি উপাদান, যা মেটাবলিজম রেট বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে হজম ক্ষমতার উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পালং শাকে। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এই শাকটির রস নিয়মিত খেলে কী হতে পারে!

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে

আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে পলং শাকে রয়েছে বিপুল পরিমাণে পটাশিয়াম। এই খনিজটি শরীরে প্রবেশ করা মাত্র সোডিয়াম বা লবণের হারিয়ে যাওয়া ভারসাম্য ফিরে আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। প্রসঙ্গত, পালং শাকে থাকা ফলেটও ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তো হাই ব্লাড প্রেসারে ভুগতে থাকা রোগীদের নিয়মিত পালং শাকের রস খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা।

দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে

এই শাকটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন, লুটেইন এবং জ্যাক্সিন, যা রেটিনার ক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিশক্তির উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, এই শাকটিতে উপস্থিত ভিটামিন এ আই আলসার এবং ড্রাই আইয়ের মতো সমস্যা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ত্বকের ভিতরে প্রদাহ কমে

পালং শাকের ভিতরে রয়েছে নিয়োক্সেথিন এবং ভায়োল্যাক্সানথিন নামক দুটি অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা দেহের পাশাপাশি ত্বকের ভিতরে প্রদাহের মাত্রা কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর ত্বকের ভিতরে প্রদাহের মাত্রা কমলে নানাবিধ স্কিন ডিজিজ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কাও হ্রাস পায়।

পেশির ক্ষমতা বাড়ে

জার্নাল অব কার্ডিওভাসকুলার নার্সিং- এ প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুসারে পালং শাকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা নানা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, হার্টের পেশির কর্মক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সারা শরীরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য পেশির শক্তি বাড়াতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে একদিকে যেমন হাইপারলিপিডেমিয়া, হার্ট ফেলিওর এবং করোনারি হার্ট ডিজিজের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে, তেমনি সার্বিকভাবে শরীরের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

সূর্যের অতিবেগুলি রশ্মির হাতে থেকে ত্বক রক্ষা পায়

পালং শাকের ভিতরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি, যা অতি বেগুনি রশ্মির কারণে যাতে ত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ত্বক পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন কমে, তেমনি স্কিন ক্যানসারের মতো রোগ দূরে থাকতেও বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রেও পালং শাক এবং পানি এক সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে মুখে লাগাতে হবে। তাহলেই দেখবেন দারুন উপকার পাবেন।

ব্রণের প্রকোপ কমে

পরিমাণ মতো পালং শাক নিয়ে তার সঙ্গে অল্প পরিমাণে পানি মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। তারপর সেই পেস্টটা ভাল করে মুখে লাগিয়ে কম করে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। সময় হয়ে গেলে মুখটা ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। এইভাবে প্রতিদিন ত্বকের পরিচর্যা করলে ত্বকের ভিতরে জমে থাকা ক্ষতিকর উপাদানেরা বেরিয়ে যেতে শুরু করবে। সেই সঙ্গে সিবামের উৎপাদনও কমবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রণের প্রকোপ কমতে সময় লাগবে না। প্রসঙ্গত, নিয়মিত পালং শাকের রস খেলেও কিন্তু সমান উপকার পাওয়া যায়। তাই পালং শাক দিয়ে বানানো ফেসপ্যাক যদি মুখে লাগাতে ইচ্ছা না করে তাহলে পালং শাকের জুসও খেতে পারেন।

ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধি পায়

পটাশিয়াম, ফলেট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই শাকটি যদি প্রতিদিন খাওয়া যায়, তাহলে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু অংশ এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে স্মৃতিশক্তি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে পটাশিয়ামের দৌলতে মনোযোগ ক্ষমতারও উন্নতি ঘটে।

ডায়াবেটিস হঠাৎ বেড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, কীভাবে জানেন

পরিচয় ডেস্ক: মনে করুন কোনো কারণে হঠাৎ ইনসুলিনের মাত্রা অস্বাভাবিক কমে গিয়ে আপনার রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণের বাইরে অনেক বেড়ে বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে গেল। তখন শরীরে কিছু আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। প্রথমেই সবচেয়ে বড় ধাক্কা খায় বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিক সিস্টেম। আমাদের দৈনন্দিন কাজের জ্বালানি বা ফুয়েল হলো গ্লুকোজ। রসায়নের ছাত্ররা জানেন যে শরীরে প্রতিনিয়ত ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে এই গ্লুকোজ শক্তি উৎপন্ন করে চলেছে, যা দিয়ে আমাদের সব শারীরিক কার্যক্রম চলে।

ইনসুলিনের অভাবে এই গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপাদনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন বিকল্প পদ্ধতিতে শরীরের চর্বির কোষ ভেঙে শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু চর্বি কোষ ভাঙতে ভাঙতে একসময় বিপুল পরিমাণে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড জমা হয়ে গেলে যকৃত তা আর 'ম্যানেজ' করতে পারে না। তখন এই বাড়তি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রূপান্তরিত হতে থাকে কিটো অ্যাসিডে।

তিন ধরনের কিটো অ্যাসিড রয়েছে-অ্যাসিটোন, অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড। এ তিনটি অ্যাসিডই অত্যন্ত শক্তিশালী। এগুলো রক্তে জমা হতে থাকলে রক্তের পিএইচ কমে

যায়। রক্তে অ্যাসিডিটি বা অম্লতার মাত্রা বাড়ে। ফলে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। চিকিৎসা যথাসময়ে শুরু না হলে মৃত্যু অবধারিত। জেনে রাখা ভালো, আমাদের রক্তের পিএইচ ৭ দশমিক ৩৪ থেকে ৭ দশমিক ৪৫-এই ক্ষীণ লাইন মেনে চলে। পিএইচ কমে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। এতে শরীরের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যেতে থাকে। পিএইচ ৭এর নিচে চলে গেলে রোগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই গুরুতর পরিস্থিতির নাম ডায়াবেটিস কিটো অ্যাসিডোসিস। ডায়াবেটিস বেড়ে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যুর এটি অন্যতম প্রধান কারণ। যেহেতু ইনসুলিনের অভাব এই সমস্যার মূলে, তাই টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসেই এ সমস্যা বেশি দেখা যায়। টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস সাধারণত শিশুকিশোর বা তরুণদের হয়ে থাকে। যার কারণ, অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় না।

কেন হয় কিটো অ্যাসিডোসিস

কেন এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের শিশু বা কিশোরদের প্রথম ডায়াবেটিস ধরাই পড়ে এ রকম বিপজ্জনকভাবে। টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

ইলিশ মাছের টক

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ বলতে যদিও সর্ষে ইলিশটাই আমাদের মনে আসে কিন্তু ইলিশের যে কত পদ বলে শেষ করা যায় না। তবে দারুন স্বাদের এই দুর্দান্ত ইলিশ মাছের টক।

উপকরণ:ইলিশ মাছ ৫/৬ টুকরো, টমেটো ১টা, সরষের বা অন্য তেল, তেঁতুল স্বাদমতো, পাঁচ ফোড়ন অর্ধেক চামচ, শুকনো লঙ্কা ১টা, কাঁচা লঙ্কা - ২টি, হলুদ ১ চা চামচ, লবন - স্বাদমতো, চিনি সামান্য

প্রণালী : ইলিশ মাছ নুন হলুদ মেখে সরষের তেলে হালকা ভেজে তুলে রাখুন। এবার ওই তেলেই পাঁচফোড়ন ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে টমেটো টুকরো করে ছেড়ে দিন। লবন ও হলুদ দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে দিন। টমেটো গলে গেলে তেঁতুলের ক্বাথটা দিয়ে দিন। এবার এক কাপ জল দিয়ে গ্যাস বাড়িয়ে ফুটতে দিন। স্বাদমতো নুন ও চিনি দিন। কাঁচা লঙ্কা গুলো ছেড়ে দিন। ফুটতে শুরু করলে গ্যাস কমিয়ে আরও ৬-৭ মিনিট মতো ফোটাতে হবে। এবার ভাজা ইলিশ মাছ গুলো ছেড়ে কম আঁচে ৩-৪ মিনিট মতো ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে ঢাকা দিয়ে রাখুন। একটু ঠান্ডা হলে ভাতের সাথে পরিবেশন করুন।

নারিকেল দুধে ইলিশ মাছের কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশের যেকোনো পদই খেতে সুস্বাদু। ভাজা, দোপেঁয়াজা তো খাওয়া হয়ই, তবে নারিকেল দুধে ইলিশ মাছের স্বাদই আলাদা।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পেঁয়াজ বাটা ১-৩ কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, লবণ স্বাদমতো, তেল আধা কাপ, লেবুর রস ১ চা চামচ, নারিকেলের দুধ আধা কাপ, টেস্টিং সল্ট কোয়ার্টার চা চামচ, জায়ফল ও জয়ত্রী গুঁড়া কোয়ার্টার চা চামচ, টক দই আধা কাপ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, এলাচ, দারুচিনি তিনটি করে, কেওড়া জল কোয়ার্টার চা চামচ।

মাছের টুকরাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে এলাচ, দারুচিনি ভেজে পেঁয়াজ বাটা হালকা ভেজে নিন। এর পর আদা-রসুন বাটা ও জিরা গুঁড়া ও লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে ভেজে নিন। এবার দই, কাঁচামরিচ, স্বাদমতো লবণ ও চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। ইলিশ মাছ দিয়ে নেড়ে নারিকেলের দুধ ও জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো এবং কেওড়া জল দিয়ে মৃদু আঁচে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট রান্না করে মাছ মাখা মাখা হয়ে এলে লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ভাপা ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: ভাপে রান্না করে ফেলতে পারেন ইলিশ। এটি যেমন স্বাদে বৈচিত্র্য নিয়ে আসবে, তেমনি অতিথি আপ্যায়নেও আনবে ভিন্ন মাত্রা।

উপকরণ: ইলিশ মাছ- ৩ টুকরা, হলুদ সরিষা- আড়াই চা চামচ, কালো সরিষা- দেড় চা চামচ, মরিচের গুঁড়া- স্বাদ মতো, হলুদের গুঁড়া- ১ চা চামচ, লবণ- স্বাদ মতো, সরিষার তেল- ২ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ- ৬টি

প্রস্তুত প্রণালি : দুই ধরনের সরিষা বেটে নিন। বাটার সময় খানিকটা লবণ ও কাঁচামরিচ দেবেন। এতে সরিষা বাটা তেতো হবে না। মাছের টুকরা লবণ ও হলুদ দিয়ে মেখে রেখে দিন কিছুক্ষণ। একটি ছড়ানো বাটিতে সরিষার তেল, সরিষা বাটা, হলুদ, লবণ ও মরিচের গুঁড়া দিন। কাঁচামরিচের মুখ চিড়ে দিয়ে দিন। মেখে রাখা মাছ দিয়ে দিন মসলার মিশ্রণে। হাত দিয়ে মসলা মেখে নিন মাছের টুকরায়। সামান্য পানি দিয়ে বাটি ঢেকে রাখুন বাটি। বাটির মুখ ফয়েল পেপার দিয়ে আটকে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। ১৫ মিনিট এভাবেই রাখুন।

ইলিশ মাছের মালাইকারি

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ মাছ দিয়ে আমরা সরষে ইলিশ খেয়ে থাকি। আর চিংড়ি দিয়ে করি মালাইকারি। কিন্তু ইলিশ মাছ দিয়েও মালাইকারি হতে পারে এবং তা স্বাদে কোনো অংশে কম নয় কিন্তু। রসনাতেও আসুক নতুন স্বাদ। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক ইলিশ মাছের মালাইকারি রেসিপি-

যা যা লাগবে: ইলিশ মাছ ১টি, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, পোস্তবাটা ১ চা চামচ, জিরাবাটা ১ চা চামচ, চিনি১ চা চামচ, নারকেলের দুধ ১ কাপ, গুঁড়া দুধ ১ টেবিল চামচ, তেঁতুলের ক্বাথ ১ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ১ কাপ, কিসমিস ২ চা চামচ ও কাঁচা মরিচ ৮টি।

যেভাবে রাঁধবেন: প্রথমে তেল গরম করে তাতে আধা কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিন। তারপর এতে আদা বাটা,মরিচের গুঁড়া, জিরাবাটা, পোস্তবাটা, লবণ, নারকেলের দুধ ও গুঁড়া দুধ গুলিয়ে দিয়ে অল্প পানি দিন। এবার মসলা ফুটে উঠলে মাছগুলো দিন। মাঝারি আঁচে ৫ মিনিট রান্না করে ঢেকে দিন। ৫ মিনিট পর পানি শুকিয়ে তেল ওপরে উঠে এলে তেতুলের মাড়, কাঁচা লঙ্কা ও চিনি দিয়ে দিন। ২ মিনিট পর বাকি পেঁয়াজ বেরেস্তা গুলোসহ কিসমিস দিন ২ চা চামচ

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6

Summer Enrichment Camp

ELA & Math
May to November 2026

50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7

SHSAT Prep

Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech

$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10

Regents Prep

Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II

20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students

SAT Prep

Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27

$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি: বাংলাদেশের

১৮ পৃষ্ঠার পর

ফল করেছে। ঠিক তার পাশেই এখানে বিজেপির পক্ষের বলয় তৈরি হয়েছে। কাজেই দুদিকেই দুটো চরম মৌলবাদী শক্তি মুখোমুখি অবস্থানে। এটা দুটো দেশের জন্যই বিপজ্জনক ঘটনার ইঙ্গিত।

অর্ক ভাদুড়ির মতে, আগামীতে দুই দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়বে। বিজেপি ও জামায়াতে ইসলামী দুপক্ষই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে এটাকে জিইয়ে রাখবে। ফলে দুটো দেশেরই শান্তিপ্রিয় ও অসাম্প্রদায়িক মানুষের বিপদ বাড়বে।

তিস্তা ও গঙ্গা চুক্তির মতো দ্বিপাক্ষিক ইস্যুগুলোর কী হবে?

বিজেপির এই জয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুযোগও তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আলতাফ পারভেজ মনে করেন, এতদিন দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার তিস্তা পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তির অজুহাত দিত। এখন কেন্দ্র ও রাজ্য-উভয় জায়গায় একই দল ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশ পানি বণ্টনের বিষয়ে জোরালো দাবি তোলার একটি পরিষ্কার সুযোগ পাচ্ছে।

পাশাপাশি গঙ্গা চুক্তির নবায়ন ও ভিসা সমস্যা সমাধানের বিষয়েও আলোচনার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। গতকাল সোমবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এতে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। গঙ্গা চুক্তির নবায়ন ও ভিসা সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই হবে বলে তিনি আশাবাদী।

সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও ভূ-রাজনীতি

কলকাতার সাংবাদিক শুভজিৎ বাগচী মনে করেন, বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ২ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি সীমান্তের ব্যবস্থাপনা এখন আলোচনার বিষয় হবে। এই নির্বাচনের ফল বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে কতটা প্রভাবিত করবে, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সীমান্ত ইস্যুতে কীভাবে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা ও কাজ করবে, এর ওপরেই ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ভর করবে।

আলতাফ পারভেজ বলেন, সীমান্তে বেসামরিক মানুষ প্রায়ই নিগৃহীত হয়, এমনকি সীমান্ত চুক্তি থাকার পরেও। অনেকেরই পরিবার-পরিজন দুইদিকেই আছে, কর্মসংস্থান দুইদিকে। তারা অনেকসময় মরিয়া হয়ে আসা-যাওয়ার চেষ্টা করে। বিজেপির দিক থেকে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আরও কঠোর করা হলে নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কাও বাড়বে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই উত্থান এবং কট্টর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রচার দুই দেশের মানুষের মধ্যে বিভাজন বাড়িয়ে দিতে পারে। যদি ওপারে ধর্মীয় পরিচয় বা খাদ্যাভ্যাসের কারণে সংখ্যালঘুরা নতুন করে চাপের মুখে পড়ে, তবে তার প্রতিক্রিয়া এপারেও উগ্রপন্থী শক্তিগুলোকে উসকে দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ে একদিকে যেমন তিস্তার পানির ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও পুশ-ইন আতঙ্কে সীমান্তের স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঢাকা ও দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের কূটনৈতিক বোঝাপড়াই নির্ধারণ করবে আগামীর দিনগুলোতে এই প্রভাব কতটা গভীর হবে।

আমরা কি ক্রমশ 'ভয়ংকর

১৮ পৃষ্ঠার পর

মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। প্রতিদিন দেশে কয়েকটা করে খুন হচ্ছে, হচ্ছে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি, বাড়ছে আত্মহত্যা। একটি ঘটনার চাইতে আরেকটি ভয়ঙ্কর। এইসব নৃশংস ঘটনা ভিডিও করে বা ছবি তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। সমাজে বাঁচতে গেলে উটপাখির মতো মুখ লুকিয়ে তো বাঁচা যায় না, মনের চাপও কমানো যায় না। অথচ এই ঘটনাগুলো এতটাই বিভীষিকাময় যে জানলেই অস্থিরবোধ হয়।

শুধু মানুষ নয়, রাঙামাটিতে সবচেয়ে বয়স্ক হাতিটি যখন মারা গেল, মানুষ ঠিকই মৃত হাতিটির শুর, পা, মাংস সব কেটে কেটে নিয়ে গেল। কয়েকদিন আগে বান্দরবানে একটি শিশু হাতিকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে মানুষ। এছাড়া মেছোবিড়াল, কুকুর, বিড়াল, পাখি, শিয়াল কেউ বাদ যাচ্ছে না মানুষের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে। কীভাবে মানুষ এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো?

খারাপ খবর দেখে দেখে কি খারাপেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে মানুষ? ধীরে ধীরে কি এক ধরনের অভ্যস্ততাও তৈরি হচ্ছে নিজেদের অজান্তে? নয়তো অপরাধের খবরগুলোই সবচেয়ে বেশি পড়ছে কেন মানুষ? খুন, মরদেহ টুকরা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যার মতো ভয়ঙ্কর অপরাধগুলো কি সয়ে যাচ্ছে?

মনোবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা বলছেন, চলমান অপরাধ আমাদের মধ্যে এক ধরনের নেগেটিভ সহ্য ক্ষমতা তৈরি করেছে, যার প্রভাব খুবই খারাপ। অপরাধপ্রবণতায় যে অতিরিক্ত হিংস্রতা যুক্ত হয়েছে, তাতে অপরাধীদের আচরণে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হিংস্রতাপূর্ণ অপরাধ বারবার ঘটার কারণে সামাজিক সংবেদনশীলতা কমে যাচ্ছে, সমাজ নির্বিকার হয়ে পড়ছে ও ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থপরতা বাড়ছে। ব্যক্তি শুধুই নিজের ও স্বজনের নিরাপত্তার কথা ভাবছে, যা কোনোভাবেই সুস্থ স্বাভাবিক সমাজের লক্ষণ নয়।

অপরাধ আগেও ছিল, মানুষ ও প্রাণীজগতের প্রতি মানুষের নির্দয় আচরণও ছিল, কিন্তু গত দুইবছরে এর পরিধি ও বীভৎসতা এত বাড়লো কেন? এর উত্তর পেতে হলে সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক এই সময়ে দেশের রাজনীতি, সমাজ, ক্ষমতার পট পরিবর্তন, শাসকের দুর্বলতা, সাংস্কৃতিক দুর্ভিক্ষ, মাদকের আগ্রাসন, আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা, মব কালচারের উত্থান নিয়ে ভাবতে হবে।

যখন মানুষ দেখে খুন করার মধ্য দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ হয়, তখন সেই খুনির মধ্যে অপরাধবোধের চাইতে এক ধরনের হিরোইজম কাজ করে। এরা নিজের শক্তি, সাহস, ক্ষমতা, আধিপত্য ও বীভৎসতা দেখিয়ে অন্যদের মনে ভয় ছড়াতে চায়। যেটা আমরা দেখেছি অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে। এই সময়ে একটা শ্রেণির মানুষ আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, বিচারিক ক্ষমতাকে প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন, তারাই অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, চারিদিকে নৃশংসতা ছড়িয়েছিলেন। এখনো এর ফল ভোগ করছি আমরা।

হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ গণমাধ্যমকে বলেছেন, "আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন বিভিন্ন অপরাধ বেড়ে যায়। যেমন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে এলে জ্বর, সর্দি-কাশিসহ নানা রোগ-বালাই বাসা বাঁধে। রাষ্ট্রের অবস্থাও একই রকম। রাষ্ট্রের রেজিস্ট্যান্সের ক্ষমতা হচ্ছে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর কাজ এটা।চ

অপরাধ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অপরাধী বিচারের বাইরে বলে একদিকে যেমন মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, অন্যদিকে অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে- এই কারণেও তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে উঠছে, সামাজিক সম্পর্কগুলো হারিয়ে ফেলছি, বাড়ছে মাদক গ্রহণ। যদি মূল্যবোধ না থাকে, তাহলে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে বা মব প্ররোচিত হয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধও করতে পারে, যা এখন আমরা এখন দেখছি। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং মানবিকতার পরিবর্তে এক ধরনের সহিংস মনোভাব তৈরি হচ্ছে। তবে এগুলোকে শুধু ওএকক ঘটনা হিসেবে না দেখে,ওএকটি প্রবণতা হিসেবে দেখতে হবে। পাশাপাশি ভার্চুয়াল জগতের অন্ধকার দিক, হতাশা, ঘৃণা, স্বেচ্ছাচারিতা, সহিংসতা মানুষকে নিষ্ঠুরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

"সিগমুন্ড ফ্রয়েড মানব মনের গঠনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক চিহ্নিত করেছেন-ইড, ইগো ও সুপার ইগো। ইড মানব মনের প্রথম আঙ্গিক, যা জন্ম থেকেই ব্যক্তিক চাহিদা তৈরি করে। ইগো বহির্জগতের সঙ্গে ইডের সংযোগ স্থাপন করে। অর্থাৎ, ইগো হলো মানব মনের যুক্তিকেন্দ্র। আর সুপার ইগো হলো নীতিজ্ঞানের জায়গা, যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির ক্রিয়াকর্মের নৈতিকতাকে বিচার করে থাকে।চ

"অপরাধী যখন সুপার ইগোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবল ইড চরিতার্থের নেশায় মত্ত হয়, তখন সমাজ নির্ধারিত ঠিক-বেঠিকের ধার ধারে না। আর ইগোকে সে কাজে লাগায় ইডের চাহিদা মেটানোর প্রয়াসে, যুক্তির খোলসে আবৃত করে। ইডকে ইন্ধন জোগায় অতীতে অনুভূত কোনো গভীর মনোকষ্ট বা ট্রমা, তীব্র কোনো অবচেতন বাসনা। নির্মমতার সূত্রপাত ঘটে তখনই, যখন মানবমনের তিন নির্দিষ্ট আঙ্গিকের ভারসাম্যে ছেদ পড়ে।চ

"এমন ব্যক্তিসাইকোপ্যাথ বলে চিহ্নিত।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

TITLE SPONSOR
NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
718-874-0047
GOLDEN AGE HOME CARE
PRESENTS
All County Health Care
Abdul Kadar
CEO 646-444-2266
MANAGING PARTNER
POWERED BY
ঠিকানা
DIAMOND SPONSOR
Empire Care Agency
NURUL AZIM
SHAJADI PARVIN SARAH
1st AIDE HOME CARE INC
GOLDSANDS GROUP INC
AKIB HUSSAIN
LOOKING FOR A MORTGAGE? LOW INCOME?
PHONE: 646-920-4799
NEW YORK SENIOR DAYCARE CENTER
ALLCHOICE ENERGY
ELIZABETH POLKE
CHIEF ENERGY
Fuel Oil - Natural Gas - Electricity
prem's collections New York
NAZRUL ISLAM
CALL: 917-459-7181
BANGLADESH DAY PARADE 2026
SUN, MAY 17TH 2026 | @9AM TO 2PM
PLACE: 37 AVE BETWEEN 69TH ST TO 87TH ST JACKSON HEIGHTS
ORGANIZED BY:
JBBA
IMMIGRANTS INTERNATIONAL
SPECIAL SUPPORTED BY
GRAND MARSHAL
M AZIZ & M M SHAHIN
CONVENER
GIASH AHMED
917-744-7308
CHAIRMAN
MOIN CHOUDHURY, ESQ.
917-282-9256
MEMBER SECRETARY
FAHAD SOLAIMAN
347-939-8504
CHIEF EVENT COORDINATOR
FEMD ROCKY
917-664-1405
CHIEF COORDINATOR
ABDUL KADAR
646-444-2266
PARADE COORDINATOR
ABDUS SOBHAN
646-371-3614
MANAGING EVENT PARTNER
FAISAL AZIZ
929-398-0682
MEDIA PARTNER
ঠিকানা
SPECIAL THANKS
Premium Sweets
SUPPORTED BY:
Coffee Kiron
SOUND GEAR
CHANNEL 14
AMERICAN BANGLA

পাল্টাপাল্টি হামলার পর ট্রাম্প বললেন- যুদ্ধবিরতি এখনো

৭ পৃষ্ঠার পর

(বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ) ওপর ইরানের হামলার জবাবে তারা 'আত্মরক্ষামূলক হামলা' চালিয়েছে। ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইরান আজ 'আমাদের সঙ্গে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে'। মাত্র একদিন আগেই ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল যে তারা যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছে। এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি এমন সময়েই তৈরি হলো। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম শুরুতে হরমুজ প্রণালিতে বিস্ফোরণের খবর জানিয়ে একে 'শত্রুপক্ষের' সঙ্গে 'গুলি বিনিময়' হিসেবে উল্লেখ করে।

অন্যদিকে, দেশটির স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর দেওয়া তথ্যানুযায়ী, তেহরানেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

এর কিছুক্ষণ পরই ইরানের শীর্ষ সামরিক কমান্ড এক বিবৃতিতে জানায়, বন্দর খামির, সিরিক এবং কেশম দ্বীপের উপকূলে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ইরান অবিলম্বে মার্কিন সামরিক জাহাজগুলোতে হামলা চালিয়ে এর পাল্টা জবাব দিয়েছে এবং এতে 'ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি' হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে 'যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের' দায়ে অভিযুক্ত করেছে তারা।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) বলেছে, ইরান কোনো উসকানি ছাড়াই হামলা চালিয়েছে।

তারা জানায়, মার্কিন নৌবাহিনীর গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার যখন হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করছিল, তখন ইরানি বাহিনী 'একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং ছোট নৌকা' দিয়ে হামলা চালায়।

সেন্টকম আরও জানিয়েছে, তারা সম্ভাব্য সব হুমকি নসাৎ করেছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎক্ষেপণকেন্দ্র, কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র এবং গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিকেন্দ্রে হামলা চালানোর দাবিও করেছে তারা।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বেশ কিছু ছোট নৌকা ধ্বংস করেছে।

তিনি আরও বলেন, ইরানি হামলাকারীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

শান্তি চুক্তির বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আবারো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আজ আমরা যেভাবে তাদের পর্যুদস্ত করেছি, তারা যদি দ্রুত চুক্তিতে সই না করে, তবে ভবিষ্যতে আমরা তাদের আরও অনেক কঠোর ও সহিংসভাবে শেষ করব!' একটি ইসরায়েলি সূত্র বিবিসিকে নিশ্চিত করেছে যে, সর্বশেষ 'এই হামলায় ইসরায়েলের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।' মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'অ্যাক্সিওস' এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, হোয়াইট হাউস মনে করছে, তারা ইরানের সঙ্গে একটি ১৪ দফার সমঝোতা স্মারক সইয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। এটি বিস্তারিত পারমাণবিক আলোচনার একটি কাঠামো তৈরি করতে পারে।

গত বুধবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ প্রস্তাবটি তাদের বিবেচনায় রয়েছে এবং তেহরান এই বিষয়ে পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তাদের মতামত জানাবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, তার দেশ এই যুদ্ধবিরতিকে যুদ্ধের স্থায়ী সমাপ্তিতে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে ইরানের পার্লামেন্টের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য ওই ১৪ দফার সমঝোতা স্মারকটিকে কেবল একটি 'কল্পিত চাহিদার তালিকা' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয় পক্ষই হুমকি দিয়ে বলেছে, শান্তিচুক্তির জন্য তাদের নিজ নিজ শর্তগুলো পূরণ না হলে সহিংসতার মাত্রা আরও বাড়বে।

গত ৬ মে ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছিলেন যে, ইরান যদি চুক্তিতে রাজি না হয়, তবে 'বোমা হামলা শুরু হবে এবং দুঃখজনকভাবে তার মাত্রা ও তীব্রতা আগের চেয়ে অনেক বেশি হবে।'

এর কিছুক্ষণ পরেই ইরানের পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক কমিশনের মুখপাত্র ইব্রাহিম রেজায়ি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ইরান 'ট্রিগারে আঙুল দিয়ে রেখেছে।'

তিনি সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি 'আত্মসমর্পণ করে প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ না মেনে নেয়', তবে ইরান তাদের 'কঠোর ও অনুশোচনা জাগানিয়া জবাব' দেবে।

ট্রাম্প আগে বলেছিলেন যে, ইরানে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি অভিযান 'অপারেশন এপিক ফিউরি' তখনই বন্ধ হবে, যখন 'ইরান শর্তগুলো মেনে নেবে।' তবে এই বক্তব্যের আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছিলেন, অভিযানটি সমাপ্ত হয়েছে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। ট্রাম্প আবারো দাবি করেছেন, ইরান অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার শর্তে রাজি হয়েছে। তবে তেহরান এই দাবির কোনো সত্যতা নিশ্চিত করেনি। মূলত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিই দুই দেশের মধ্যে বিরোধের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিন-চার মাস মার্কিন নৌ অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকার

৭ পৃষ্ঠার পর

তবে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের একটি অংশ ভিন্ন মত পোষণ করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন কর্মকর্তা বলেন,ও ইরানি নেতৃত্ব এখন আরও বেশি কট্টর ও সংকল্পবদ্ধ। তারা মনে করে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির চেয়েও দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারবে।

ট্রাম্প প্রশাসন যুদ্ধে নিজেদের বড় সাফল্যের দাবি করলেও মাঠপর্যায়ের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ভিন্ন। ওয়াশিংটন পোস্টের এক দৃশ্যমান তদন্তে দেখা গেছে, ইরানি বিমান হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোর অন্তত ২২৮টি অবকাঠামো বা সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংস হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির এই পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রকাশ্যে স্বীকার করা হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি জানিয়েছেন, অবরোধের কারণে ইরান প্রতিদিন ৫০ কোটি ডলার রাজস্ব হারাচ্ছে। তিনি বলেন,ও অপারেশন এপিক ফিউরির মাধ্যমে ইরানকে সামরিকভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন অপারেশন ইকোনমিক ফিউরির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিকভাবে শ্বাসরোধ করা হচ্ছে। কিন্তু সিআইএ-র অনুমান বলছে, ইরান ৯০ থেকে ১২০ দিন বা তারও বেশি সময় এই অবরোধ সহ্য করতে পারবে। তেহরান বর্তমানে তাদের অবিক্রিত তেল খালি ট্যাঙ্কারগুলোতে মজুত করছে এবং তেলের কূপগুলো সচল রাখতে উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্য এশিয়া দিয়ে রেলপথে তেল পাচারের মাধ্যমে তারা একটি অর্থনৈতিক কুশন তৈরির চেষ্টাও করছে।

বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে ব্যালিস্টিক মিসাইলের চেয়ে স্বল্প মূল্যের ড্রোন বেশি কার্যকর। একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, এই ড্রোনগুলো ছোট গুদামেও তৈরি করা যায় এবং সহজে লুকিয়ে রাখা সম্ভব। তেল আবিব ভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ-এর সিনিয়র গবেষক ড্যানি সিট্রিনোভিজ বলেন,ও যেকোনো একটি ট্যাঙ্কারে একটি ড্রোনের আঘাতই জাহাজগুলোর বীমা সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সাবেক এই গোয়েন্দা কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেন যে, সিআইএ-র দেওয়া সময়সীমা অনুযায়ী অবরোধ চললেও তা ইরানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবে না। বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) তিনি লিখেছেন,ও যে যুদ্ধটি শুরু হয়েছিল ইরানি শাসনকে উৎখাত এবং তাদের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ধ্বংস করার লক্ষ্যে, তার ফলাফল শেষ পর্যন্ত একটি কৌশলগত ব্যর্থতা হতে পারে। এর ফলে ইরান আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে-যাদের কাছে উল্লেখযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা থাকবে এবং তারা নিজেদের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণও বজায় রাখবে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। ট্রাম্প পরবর্তীতে ইরানের ওপর পূর্ণ নৌ-অবরোধ আরোপ করেন। বর্তমানে উভয় পক্ষই পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে একটি শান্তি প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে।

ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি রাশিয়ার চেয়েও

৭ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বের সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখা হয়-এমন প্রশ্নের উত্তরে রাশিয়া ও ইসরায়েলের পর সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের নাম। জরিপে বলা হয়, গত দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বৈশ্বিক ইতিবাচক ধারণা নাটকীয়ভাবে কমেছে। ডেমোক্রেসি পারসেপশন ইনডেক্সে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা দুই বছর আগের প্লাস ২২ শতাংশ থেকে নেমে বর্তমানে মাইনাস ১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তুলনায় রাশিয়ার অবস্থান মাইনাস ১১ শতাংশ এবং চীনের প্লাস ৭ শতাংশ। জরিপটি পরিচালনা করেছে পোলিং প্রতিষ্ঠান নিরা ডেটা। গত ১৯ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ৯৮টি দেশের ৯৪ হাজারের বেশি মানুষের মতামত নেওয়া হয়। এর মধ্যে ৮৫টি দেশের ৪৬ হাজার ৬০০ জনের উত্তরের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের ভাবমূর্তি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ন্যাটো জোটের সাবেক মহাসচিব এবং অ্যালায়েন্স অব ডেমোক্রেসিস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা অ্যান্ডারস ফগ রাসমুসেন বলেন, 'বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তির দ্রুত অবনতি দুঃখজনক, তবে বিস্ময়কর নয়।'

তার মতে, গত দেড় বছরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ককে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। পাশাপাশি ব্যাপক শুল্ক আরোপ এবং ন্যাটো মিত্রের ভূখণ্ড দখলের হুমকিও উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্পের শুল্কনীতি, ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পুনঃপুন হুমকি, ইউক্রেনের জন্য মার্কিন সহায়তা কমিয়ে দেওয়া এবং ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ-এসব কারণে ইউরোপ-আমেরিকা সম্পর্ক গভীর চাপে পড়েছে।

এ ছাড়া, ইরানের বিরুদ্ধে বিমান হামলা শুরুর পর হরমুজ প্রণালিতে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় দেশগুলো নৌবাহিনী পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে ট্রাম্প ক্ষুব্ধ হন। পরে তিনি ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের কথাও বিবেচনা করছেন বলে মন্তব্য করেন, যা জোটকে আরও দুর্বল করে তোলে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

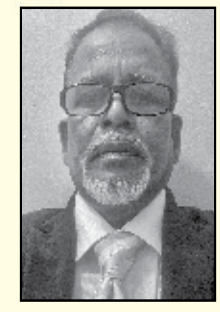

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ

এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

SMG FUNDING

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

চীনের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ কঠোর

৭ পৃষ্ঠার পর

চাপ দিতে শুরু করেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রকে অবৈধ অভিবাসী মুক্ত করা তার নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল। কঠোর এই অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নে নির্বাসিত নাগরিকদের ফিরিয়ে না নিলে সেসব দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞার হুমকিও দেন তিনি।

অবশ্য চীন দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ সত্ত্বেও অবৈধভাবে থাকা হাজার হাজার নাগরিককে ফিরিয়ে নিতে অনীহা দেখিয়ে আসছে। ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর বেইজিং জানিয়েছিল, কেবল যাচাইয়ের পর 'নিশ্চিত চীনা নাগরিকদের' ফেরত নিতে তারা প্রস্তুত, তবে এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগবে।

২০২৫ সালের শুরুর দিকে প্রায় তিন হাজার নির্বাসিত চীনা নাগরিককে ফিরিয়ে নেওয়ার পর গত ছয় মাসে চীন যুক্তরাষ্ট্রকে এ বিষয়ে সহযোগিতা কমিয়ে দিয়েছে বলে জানান ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা।

তিনি অভিযোগ করেন, চীন নিজেদের নাগরিকদের ফেরত নিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে অস্বীকার করছে, যা তাদের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার লঙ্ঘন এবং নিজেদের জনগণের প্রতি দায়িত্বহীনতা।

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, চীন সহযোগিতা না বাড়ালে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা আবেদনের সঙ্গে বেশি অর্থ জমা রাখার শর্ত আরোপ, আরও বেশি ভিসা প্রত্যাখ্যান এবং সীমান্তে প্রবেশে কড়াকড়ি বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ বিবেচনা করবে। তিনি বলেন, 'চীনা সরকারের নিষ্ক্রিয়তা আইন মেনে চলা চীনা নাগরিকদের ভবিষ্যৎ ভ্রমণকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।'

এদিকে ওয়াশিংটনের চীনা দূতাবাস এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। তবে আগে বেইজিং বলেছিল, তারা অবৈধ অভিবাসনের বিরোধী এবং এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা- যা সমাধানে সব দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এক লাখের বেশি অবৈধ চীনা নাগরিক অবস্থান করছেন। এর মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি মানুষের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কারাদেশ রয়েছে। এদের মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশি মানুষকে আটক করে নির্বাসনের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। তাদের দাবি, এই শ্রেণির অধিকাংশই বিভিন্ন অপরাধে জড়িত।

স্বতন্ত্র হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যায় ভিন্নতা রয়েছে। মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউট জানায়, ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রায় দুই লাখ ৩৯ হাজার চীনা অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অনুমতি ছাড়া অবস্থান করছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, চীন যেন তাদের সঙ্গে ভ্রমণ নথি সরবরাহ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে নির্বাসিতদের বহনকারী চার্টার ফ্লাইটকে তাদের দেশে অবতরণের অনুমতি দেয়।

অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের ২৪৩(ডি) ধারার আওতায়, যে দেশগুলো নির্বাসন অনুরোধে সহযোগিতা করে না তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তর নিয়মিতভাবে চীনকে এমন 'অসহযোগী' দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শাসনামল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা মনে করেন, চীন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাসিতদের জন্য নতুন ভ্রমণ নথি দিতে বিলম্ব করে, কারণ তারা তাদের ফিরিয়ে নিতে চায় না বা এই বিষয়টিকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

'ফাইভ বি' বনাম 'থ্রি টি', ট্রাম্পের

৬ পৃষ্ঠার পর

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি ২০ বছরের কারাদণ্ড পাওয়া হংকংয়ের গণতন্ত্রকামী কর্মী জিমি লাইয়ের বিষয়টিও আলোচনায় তুলবেন ট্রাম্প।

প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই সফর থেকে দুই দেশই নিজেদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা আদায় করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের এই আলোচনার ফলে আমেরিকার অর্থনীতি এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরাসরি কিছু লাভ হবে। যুক্তরাষ্ট্র চায় চীন যেন তাদের প্রভাব খাটিয়ে ইরানকে চাপ দেয় এবং হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাণিজ্যের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র চায় চীন তাদের কাছ থেকে বছরে ২৫ মিলিয়ন মেট্রিকটন সয়াবিন কিনুক এবং বোয়িং কোম্পানির ৫০০টি ৭৩৭ ম্যাক্স বিমান কেনার বিশাল একটি চুক্তি চূড়ান্ত করুক। এই বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র একটি স্থায়ী 'বোর্ড অব ট্রেড' গঠনের প্রস্তাব দেবে, যা দুই দেশের মধ্যে অন্তত ৩০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। অন্যদিকে, চীনের প্রত্যাশা হলো শান্তি এবং স্থিতিশীলতা। তারা চায় যুক্তরাষ্ট্র যেন তাদের পণ্যের ওপর থেকে অতিরিক্ত শুল্ক বা ট্যারিফ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করে। চীনের আরেকটা বড় চাওয়া হলো প্রযুক্তি। তারা চায় যুক্তরাষ্ট্র যেন তাদের উন্নত মাইক্রোচিপ তৈরির যন্ত্রপাতি কেনার ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা 'বোর্ড অব ট্রেড'-এর পাশাপাশি একটি 'বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্টও' গঠন করতে চায়।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া হলো তাইওয়ান ইস্যু। চীন চায় যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান বিষয়ে তাদের দীর্ঘদিনের কথার ধরন পরিবর্তন করুক। যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত তাইওয়ানের স্বাধীনতা 'সমর্থন করে না'। কিন্তু শি জিনপিং চান যুক্তরাষ্ট্র এখন এই 'বিরোধিতার' কথা পরিষ্কার করে বলুক। সিএসআইএসের দাবি, বিশ্ব রাজনীতিতে এই সফরের প্রভাব অনেক ইতিবাচক হতে পারে। তারা একটি চুক্তিতে পৌঁছালে বিশ্বজুড়ে চলা অনেক উত্তেজনা কমে আসবে। হরমুজ প্রণালি খুলে গেলে বিশ্বে তেলের দাম কমবে এবং জ্বালানি সংকট দূর হবে, যা সারা বিশ্বের জন্যই স্বস্তির খবর। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলো আশা করছে এই দুই দেশের সম্পর্ক একটি মাঝামাঝি বা 'গোল্ডিলকস' অবস্থায় থাকবে। এটি খুব খারাপ বা ভালো হওয়ারও প্রয়োজন নেই। ফলে তাদের কোনো এক পক্ষ বেছে নিতে হবে না।

সুবিধা ও অসুবিধা

এই সফরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যেমন বড় সুযোগ তৈরি হতে পারে, তেমনি কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। একইভাবে চীনের জন্যও এই সফরে লাভ-ক্ষতি দুটোই আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সুযোগ ও ঝুঁকি

আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন রয়েছে। এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চীনের কাছে কৃষি পণ্য এবং বোয়িং বিমান বিক্রির বড় চুক্তি করতে পারলে তার দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বিশাল ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি ও বিমান তৈরির কারখানার জন্য চীন থেকে 'রেয়ার আর্থ' বা বিরল খনিজ পদার্থ পাওয়া অনেক সহজ হবে।

গবেষণা সংস্থা কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের ভাষ্য, চীনের কাছ থেকে ইরানের বিষয়ে সাহায্য বা বাণিজ্য চুক্তি পাওয়ার জন্য তাইওয়ান বা অন্য কোনো মিত্র দেশের নিরাপত্তা বিষয়ে ছাড় দিয়ে দিতে পাড়েন ট্রাম্প। ফলে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়তে পারে। এছাড়া, চীন সরকার তাদের ইলেকট্রিক গাড়ি, সোলার প্যানেল ও ব্যাটারি তৈরিতে অনেক ভর্তুকি দিচ্ছে। এর ফলে সস্তা চীনা পণ্যে বাজার ভরে যাচ্ছে, যা যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের ব্যবসাকে হুমকির মুখে ফেলছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বড় অসুবিধা।

চীনের সুযোগ ও ঝুঁকি

সিএসআইএস বলছে, চীনের জন্য সবচেয়ে বড় সুযোগ হলো আন্তর্জাতিক বিশ্বে নিজেদের সম্মান বাড়ানো। ট্রাম্প নিজে বেইজিংয়ে যাচ্ছেন, এই বিষয়টিকে চীন তাদের বৈশ্বিক ক্ষমতা এবং মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে দেখাবে। ট্রাম্পের এই সফরের মাধ্যমে চুক্তি হলে চীন তাদের অর্থনীতিকে একটি সম্ভাব্য মন্দার হাত থেকে বাঁচাতে পারে এবং রপ্তানি বাজার ঠিক রাখতে পারে।

চীনের জন্য একটি বড় অসুবিধা হলো ইরান যুদ্ধ। নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধের কারণে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় চীনের অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদে অনেক ক্ষতির মুখে পড়ছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে চীনের একটি তেলের শোধনাগারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। চীনা ব্যাংকগুলোর ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার হুমকি দিয়েছে, যা চীনের অর্থনীতির জন্য বড় একটি ঝুঁকি।

যদি এই সফর থেকে কোনো ভালো সমঝোতা না আসে বা আলোচনা ব্যর্থ হয়, তবে বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর এর ফলাফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রথমত, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ আবার তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন চীনের পণ্যের ওপর ৩৪ শতাংশ থেকে ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত বিপুল শুল্ক বসিয়েছিল, যার ফলে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানি প্রায় ২০ শতাংশ কমে যায়।

তেল কোম্পানি থেকে ব্যাংক: ইরান

৬ পৃষ্ঠার পর

গ্যাস কোম্পানিগুলো বিপুল লাভ করছে।
এর প্রধান সুবিধাভোগী হলো ইউরোপীয় তেল কোম্পানিগুলো। ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম (বিপি) জানিয়েছে, তাদের ট্রেডিং বিভাগের অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে তাদের মুনাফা দ্বিগুণের বেশি বেড়ে ৩.২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে প্রথম প্রান্তিকে আরেক বহুজাতিক কোম্পানি শেল-এর মুনাফাও বেড়ে ৬ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।
তেল ও জ্বালানি বাজারের এই অস্থিতিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে টোটালএনার্জিস-এর মুনাফাও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে ৫ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।
মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় মার্কিন কোম্পানি এক্সনমবিল ও শেভরনের আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা কমেছে। তা সত্ত্বেও তারা বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। যুদ্ধ শুরুর সময়ের চেয়ে তেলের দাম এখনো অনেক বেশি থাকায় বছর গড়ালে তাদের মুনাফা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বড় ব্যাংকসমূহ
ইরান যুদ্ধের সময় বড় ব্যাংকগুলোর মুনাফাও ফুলেফেঁপে উঠেছে।
২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসে জেপি মরগানের ট্রেডিং বিভাগ রেকর্ড ১১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এর ফলে ব্যাংকটি তাদের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ত্রৈমাসিক মুনাফা অর্জন করতে পেরেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বিগ সিক্স নামে পরিচিত বাকি পাঁচটি বড় ব্যাংক-ব্যাংক অব আমেরিকা, মরগান স্ট্যানলি, সিটিগ্রুপ, গোল্ডম্যান স্যাকস এবং ওয়েলস ফার্গোর মুনাফাও বছরের প্রথম প্রান্তিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সব মিলিয়ে ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসে এই ছয় ব্যাংক ৪৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার মুনাফা লাভের কথা জানিয়েছে।
ওয়েলথ ক্লাবের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ সুসান্নাহ স্ট্রিটার বলেন, শেয়ার কেনাবেচার বিপুল পরিমাণ লেনদেন মূলত বিনিয়োগ ব্যাংকগুলোকে, বিশেষ করে মরগান স্ট্যানলি ও গোল্ডম্যান স্যাকসকে সবচেয়ে বেশি লাভবান করেছে।
মূলত ট্রেডিংয়ের ব্যাপক চাহিদার কারণেই এই ব্যাংকগুলো লাভবান হয়েছে। কারণ, যুদ্ধের আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ার ও বন্ড ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ সম্পদে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে ছুটেছেন।
স্ট্রিটার আরও বলেন, যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট এই অস্থিতিশীলতা ট্রেডিংয়ের হার বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে কিছু বিনিয়োগকারী শেয়ার বিক্রি করেছেন, অন্যদিকে দাম কমে যাওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে অন্য বিনিয়োগকারীরা তা কিনে নিয়ে বাজারকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন।

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com
We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054
Jamaica Office: 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch Mohammad Khair(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047
Ozone Park Office 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432
Fulton Office: 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657
Bronx Office 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office: 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446
Albany Office 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ইউএফও ফাইল প্রকাশ: স্বচ্ছতা নাকি

৬ পৃষ্ঠার পর

যাকে পেন্টাগন 'প্রথম ধাপ' বলে উল্লেখ করেছে। ভবিষ্যতে আরও নথি প্রকাশের কথাও বলা হয়েছে।

প্রকাশিত নথিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত একটি হলো অ্যাপোলো-১১ মিশনের নভোচারী বাজ অলড্রিনের একটি ডিব্রিফিং। সেখানে তিনি চাঁদের কাছে 'উজ্জ্বল এক বস্তু' দেখার কথা বলেছিলেন। আরেকটি নথিতে অ্যাপোলো-১৭ মিশনের তোলা ছবিতে ত্রিভুজাকৃতিতে থাকা তিনটি আলোর বিন্দুর কথা উল্লেখ রয়েছে। পেন্টাগন নিজেও বলেছে, এসব আলোর উৎস সম্পর্কে 'কোনো ঐকমত্য নেই' এবং এগুলো 'ভৌত বস্তু' হতে পারে।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ২০২৫ সালের একটি সামরিক অভিযানের নথি বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক বিমান পাহাড়ি এলাকায় একটি 'অত্যন্ত উত্তপ্ত গোলক' বা 'সুপার হট অর্ব'এর মুখোমুখি হয়। গোলকটি হঠাৎ দ্রুতগতিতে ছুটে যায়, পরে দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং আরও ছোট বস্তুর সৃষ্টি করে। সামরিক পাইলটরা এর গতি অনুসরণ করতে পারেননি।

পেন্টাগনের নথিতে সিরিয়া, পূর্ব চীন সাগর, তাজিকিস্তান এবং মার্কিন সামরিক ঘাঁটির আকাশে রহস্যময় বস্তুর উপস্থিতির কথাও এসেছে। কোথাও ফুটবল-আকৃতির বস্তু, কোথাও কমলা রঙের স্থির আলো, কোথাও আবার আকাশে 'অর্বস লঞ্চিং অর্বস' ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। তবে এসবের কোনোটির ক্ষেত্রেই ভিনগ্রহের প্রাণীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়নি।

নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রকাশনার পেছনে বড় রাজনৈতিক ভূমিকা রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফেব্রুয়ারিতে তিনি সরকারি সংস্থাগুলোকে ইউএফও/ইউএপিসংক্রান্ত নথি প্রকাশের নির্দেশ দেন। ট্রাম্প দাবি করেন, আগের প্রশাসনগুলো জনগণের কাছ থেকে তথ্য গোপন করেছে, কিন্তু তার প্রশাসন 'সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা' নিশ্চিত করতে চায়। এমনকি ট্রাম্প সামাজিকমাধ্যমে লিখেছেন-'হ্যাভ ফান অ্যান্ড এনজয়!' অর্থাৎ জনগণ যেন নিজেরাই এসব দেখে সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু এখানেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, অনেক পর্যবেক্ষক মনে করছেন এই প্রকাশনা কেবল রাজনৈতিক 'ডাইভারশন' বা জনমত ঘোরানোর কৌশল। বিশেষ করে ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ভূমিকা এবং অভ্যন্তরীণ সমালোচনার সময়েই ইউএফও নথি প্রকাশকে সন্দেহের চোখে দেখছেন বিশ্লেষকেরা। আল জাজিরা জানিয়েছে, সমালোচকেরা বলছেন, যুদ্ধ ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা থেকে জনগণের মনোযোগ সরাতেই এমন 'চমকপ্রদ' নথি প্রকাশ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা প্রশ্ন তুলছেন-কেন এখন? কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক তৎপরতা, ড্রোন হামলা এবং ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিক্ষোভও হয়েছে। এই অবস্থায় ইউএফও ফাইল প্রকাশ জনগণের আগ্রহকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিছু সমালোচক এটিকে 'ইনফরমেশন স্পেক্টাকল' বা বিনোদনভিত্তিক রাজনীতি হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। এদিকে সংশয়বাদীরাও বলছেন, প্রকাশিত তথ্যের বড় অংশই নতুন নয়। বহু ভিডিও বা ছবি আগেই বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুসন্ধানী সাংবাদিক স্টিভেন গ্রিনস্ট্রিট বলেছেন, অধিকাংশ ভিডিওই 'ঝাপসা' এবং এগুলো হয়তো বেলুন, পাখি বা ক্যামেরার ত্রুটি ছাড়া আর কিছু নয়। গবেষক মিক ওয়েস্টও বলেছেন, এসবের মধ্যে 'বিশেষ আকর্ষণীয় কিছু নেই'। ২০২৪ সালে পেন্টাগনের অল-ডোমেইন অ্যানোমালি রেজ্যুলেশন অফিস (এএআরও) একটি রিপোর্টে জানিয়েছিল, ভিনগ্রহের প্রযুক্তি বা প্রাণীর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ তারা পায়নি। অধিকাংশ ইউএফও দেখার ঘটনা আবহাওয়া, ড্রোন, স্যাটেলাইট, বেলুন বা অপটিক্যাল বিভ্রম হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। সেই অবস্থান এখনও বদলায়নি। এবারের নথি প্রকাশেও পেন্টাগন সতর্ক করে বলেছে, ফাইলগুলো 'নিরাপত্তা যাচাই' করা হলেও অধিকাংশের পূর্ণ বিশ্লেষণ এখনও শেষ হয়নি।

অন্যদিকে কিছু বিজ্ঞানী ও গবেষক বলছেন, বিষয়টিকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়াও ঠিক নয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইউএপি বা আনআইডেন্টিফায়েড এনোমেলাস ফেনোমেনা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বেড়েছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাভি লোয়েবের গ্যালিলিও প্রজেক্টসহ বিভিন্ন উদ্যোগ আকাশে অজ্ঞাত ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। কয়েকটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ইউএপি নিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধান জরুরি, কারণ দীর্ঘদিন ধরে এটি কুসংস্কার বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের আড়ালে ছিল। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট-এই নথি প্রকাশের মাধ্যমে পেন্টাগন জনগণের কৌতূহলকে কাজে লাগাতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রে ইউএফওসংক্রান্ত আগ্রহ বহু পুরোনো। হলিউড সিনেমা, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, রোজওয়েল ঘটনা-সব মিলিয়ে এটি দীর্ঘদিনের জনপ্রিয় সংস্কৃতির অংশ। সেই মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এ ছাড়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। কেউ বলছেন 'সত্য লুকানো হয়েছে', কেউ আবার বলছেন 'সরকার জনগণকে বোকা বানাচ্ছে'। মার্কিন ডানপন্থী কিছু রাজনীতিক এমনকি 'ভিনগ্রহের প্রাণী' বা 'অতিপ্রাকৃত সত্তা' সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। কিন্তু মূলধারার বিজ্ঞানীরা এসব দাবির ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক।

সব মিলিয়ে পেন্টাগনের এই ইউএফও ফাইল প্রকাশ একদিকে যেমন নতুন কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি করেছে। প্রকাশিত নথিগুলোতে রহস্যময় কিছু ঘটনার বর্ণনা থাকলেও এখন পর্যন্ত ভিনগ্রহের প্রাণ বা প্রযুক্তির কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং প্রশ্ন উঠেছে-এটি কি সত্য অনুসন্ধানের উদ্যোগ, নাকি যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংকটের সময়ে জনমত নিয়ন্ত্রণের আরেকটি কৌশল?

বিশ্বজুড়ে এখন নজর থাকবে-পরবর্তী ধাপে পেন্টাগন কী প্রকাশ করে এবং তাতে সত্যিই নতুন কিছু পাওয়া যায় কি না। তবে আপাতত এটুকু নিশ্চিত যে, ইউএফও রহস্য আবারও বৈশ্বিক রাজনীতি, গণমাধ্যম এবং জনমানসে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

মারা গেছেন সিএনএনের প্রতিষ্ঠাতা

৬ পৃষ্ঠার পর

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওতে জন্ম নেওয়া আটলান্টার এই ব্যবসায়ী তার স্পষ্টভাষী স্বভাবের জন্য দ্য মাউথ অফ দ্য সাউথ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি এমন এক মিডিয়া সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন যার মধ্যে ছিল ক্যাবল টিভির প্রথম সুপারস্টেশন, চলচ্চিত্র ও কার্টুনের জনপ্রিয় চ্যানেল এবং আটলান্টা ব্র্যাভসের মতো পেশাদার স্পোর্টস টিম।

টার্নার কেবল একজন সফল ব্যবসায়ীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন ইয়টসম্যান, জাতিসংঘ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূল আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায় বাইসন (এক ধরণের বুনো মহিষ) পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করতে ক্যাপ্টেন প্ল্যানেট কার্টুন তৈরি করেন।

তবে বিশ্বজুড়ে তার খ্যাতির মূলে ছিল তার দুঃসাহসী দৃষ্টিভঙ্গি-বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের খবর রিয়েল-টাইমে ২৪ ঘণ্টা মানুষের ড্রয়িংরুমে পৌঁছে দেওয়ার অগ্রদূত হিসেবে। ১৯৯১ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাকে ম্যান অফ দ্য ইয়ার ঘোষণা করেছিল।

টার্নার পরবর্তীতে তার নেটওয়ার্কগুলো টাইম ওয়ার্নারের কাছে বিক্রি করে দিলেও- সিএনএনকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে অভিহিত করতেন। সিএনএন ওয়ার্ল্ডওয়াইডের চেয়ারম্যান ও সিইও মার্ক থম্পসন এক বিবৃতিতে বলেন, "টেড ছিলেন অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একজন নেতা; তিনি ছিলেন নির্ভীক, অকুতোভয় এবং নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির ওপর ভরসা করে যেকোনো ঝুঁকি নিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তিনি ছিলেন সিএনএন-এর প্রাণপুরুষ এবং চিরকাল তা-ই থাকবেন। টেড হলেন সেই মহীরুহ যার কাঁধে ভর করে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আজ আমরা সবাই মিলে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং আমাদের জীবন তথা বিশ্বের ওপর তাঁর গভীর প্রভাবকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বীকৃতি জানাচ্ছি।চ

২০১৮ সালে টার্নার জানান, তিনি লেউয়ি বডি ডিমেনশিয়া নামে মস্তিষ্কের একটি জটিল ও ক্রমক্ষয়িষ্ণু রোগে ভুগছেন।

২০২৫ সালের শুরুতে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ সন্তান ও ১৪ জন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

ইসরায়েলের পরমাণু অস্ত্রভান্ডারের বিস্তারিত জানতে

৭ পৃষ্ঠার পর

পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। তবে দেশটি বরাবরই 'পারমাণবিক অস্পষ্টতা' নীতি অনুসরণ করে আসছে। অর্থাৎ তারা কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি বা অস্ত্রভান্ডারের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি।

ওয়াশিংটনভিত্তিক নিউক্লিয়ার থ্রেট ইনিশিয়েটিভের তথ্যমতে, হোয়াইট হাউসও দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে অস্পষ্ট অবস্থান বজায় রেখেছে, যদিও মাঝে মধ্যে কিছু পরোক্ষ স্বীকারোক্তি এসেছে।

সম্প্রতি ৩০ জন কংগ্রেস সদস্যের সই করা চিঠিতে বলা হয়, 'মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক ভারসাম্য, এই সংঘাতে যেকোনো পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধির ঝুঁকি এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত থাকার সাংবিধানিক অধিকার কংগ্রেসের রয়েছে।'

চিঠিতে আরও বলা হয়, 'এক পক্ষের পারমাণবিক সক্ষমতা নিয়ে সরকারি অস্পষ্টতা মধ্যপ্রাচ্যে সুসংহত পরমাণু বিস্তাররোধ নীতি কার্যত অসম্ভব করে তুলছে-ইরান, সৌদি আরব এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্যও।'

চিঠিতে কী জানতে চাওয়া হয়েছে? গত ৪ মের ওই চিঠিতে আইনপ্রণেতারা সরাসরি জানতে চান, ইসরায়েলের কাছে কী ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র সক্ষমতা রয়েছে এবং তাদের ওয়ারহেড ও উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ কী। বিশেষভাবে তারা নেগেভ নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টার বা ডিমোনা স্থাপনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন তোলেন, যেটিকে দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলের পারমাণবিক কর্মসূচির মূল কেন্দ্র বলে মনে করা হয়।

চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়, ইসরায়েলের বর্তমানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সক্ষমতা আছে কি না এবং থাকলে কোন মাত্রায়। পাশাপাশি বিভাজ্য পদার্থ ও প্লুটোনিয়াম উৎপাদন সম্পর্কেও তথ্য চাওয়া হয়েছে।

আইনপ্রণেতারা আরও প্রশ্ন তোলেন, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তিতে (এনপিটি) সই না করা ইসরায়েল বর্তমান ইরান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো 'পারমাণবিক নীতি, লালরেখা বা অস্ত্র ব্যবহারের সীমা' সম্পর্কে জানিয়েছে কি না। এ ছাড়াও তারা জানতে চান, ইসরায়েল পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না-এমন কোনো নিশ্চয়তা যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছে কি না এবং সাম্প্রতিক ইরান সংঘাত বা অন্য কোনো যুদ্ধে ইসরায়েল পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন বা ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল কি না।

ইসরায়েলের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যা জানা যায়

দশকের পর দশক ধরে সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা, ইসরায়েলি হুইসেলব্লোয়ার এবং অবমুক্ত মার্কিন গোয়েন্দা নথি ইসরায়েলের কথিত পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে নানা তথ্য সামনে এনেছে।

নথিপত্র অনুযায়ী, ১৯৬৮ সালে সিআইএ তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসনকে জানিয়েছিল যে, ইসরায়েল পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে বা তা তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। পরে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন নাকি তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছান। সেখানে ইসরায়েল তাদের পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার প্রকাশ বা পরীক্ষা না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, বিনিময়ে ওয়াশিংটন তদারকির চাপ কমিয়ে আনে। ইসরায়েলি পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ ও হুইসেলব্লোয়ার মোরডেকাই ভানুনু যুক্তরাজ্যের সানডে টাইমস পত্রিকার কাছে ডিমোনা কেন্দ্রের তথ্য ফাঁস করেছিলেন। চিঠিতে আইনপ্রণেতারা উল্লেখ করেন, 'সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তথ্য ধারাবাহিকভাবে এই উপসংহারকে সমর্থন করে যে, ইসরায়েলের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে।'

নিউক্লিয়ার থ্রেট ইনিশিয়েটিভের অনুমান অনুযায়ী, ইসরায়েলের কাছে প্রায় ৯০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড, ৭৫০ থেকে ১ হাজার ১১০ কেজি প্লুটোনিয়াম মজুত, পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ছয়টি সাবমেরিন এবং ৪ হাজার ৮০০ থেকে ৬ হাজার ৫০০ কিলোমিটার পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

কেন গুরুত্বপূর্ণ এই চিঠি?

এর আগে পৃথকভাবে কিছু আইনপ্রণেতা ইসরায়েলের পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে স্বচ্ছতার দাবি তুলেছিলেন। তবে কংগ্রেস থেকে সমন্বিতভাবে প্রেসিডেন্ট ও প্রশাসনের ওপর এমন চাপ খুবই বিরল। গাজায় চলমান গণহত্যা এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়েও দুই দলের আইনপ্রণেতাদের মধ্যে প্রশ্ন বাড়ছে। এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখাই তাদের যুদ্ধনীতির অন্যতম লক্ষ্য। যদিও তেহরান বরাবরই এমন অস্ত্র তৈরির চেষ্টা অস্বীকার করে আসছে। ইনস্টিটিউট ফর মিডল ইস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং পলিসি প্রজেক্টের পরিচালক জোশ রুবনার আলজাজিরাকে বলেন, 'কংগ্রেস সদস্যরা ঠিকই প্রশ্ন তুলেছেন-ইসরায়েলের পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়ন কেন ছাড় পাবে, অথচ আমরা ইরানকে এমন অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখতে চাইছি।'

পশ্চিমবঙ্গে মমতার ভরাডুবির নেপথ্যে ৫ কারণ

২১ পৃষ্ঠার পর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসময়ের ঘনিষ্ঠ ও বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারীর মতে, হিন্দু ভোটের মেরুকরণ বিজেপির পক্ষে যাওয়ার পাশাপাশি তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক ভেঙে পড়াই মমতার পতনের বড় কারণ।

৫. ২০১১ থেকে শিক্ষা না নেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আজ তিনি সেই বামপন্থীদের করা ভুলগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বাম আমলে যেমন দল সরকারের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, মমতার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। রাজ্য শাসনের চেয়ে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রচেষ্টায় রাজ্যে সুশাসন অবহেলিত হয়েছে। বিশেষ করে শহর অঞ্চলের ভোটাররা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তৃণমূলের একচেটিয়া আধিপত্য ও কদমবন্ধ করান নিয়ন্ত্রণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

'বিজেপির জয় ভারতের সঙ্গে নতুন করে আলোচনার পথ

২০ পৃষ্ঠার পর

এভাবেই দেখছি। তবে সামাজিক পর্যায়ে এর প্রভাব পড়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে-বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগের ধরণ এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির ক্ষেত্রে।

বিজেপি সেখানে ক্ষমতায় এলে ধর্মীয় সম্প্রীতির অবনতি হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। এই প্রভাবটি নীতিগত পর্যায়ের চেয়ে সামাজিক পর্যায়ে বেশি দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; অন্যদিকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সম্ভবত স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

যুদ্ধ ও জ্বালানি সংকট: এশিয়ায়

১২ পৃষ্ঠার পর

জেট ফুয়েল সংকটের বিষয়ে বেইজিংয়ের কাছে সাহায্য চেয়েছে। ফিলিপাইন সার রপ্তানি সীমিত না করার জন্য চীনকে অনুরোধ করেছে। গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেইজিং সফর করে জেট ফুয়েল সরবরাহের বিষয়ে চীনা কোম্পানিগুলোর সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই তৎপরতার ফলে চীন আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা দিয়েছে। বিনিময়ে অন্য দেশগুলো বেইজিংয়ের সাথে কূটনৈতিক সংলাপ এগিয়ে নিতে এবং কিছু ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে এসব দেশে কিছু মাত্রায় চীনা জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে, যা এশিয়াকে যুদ্ধের শুরুতে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা করা চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে সাহায্যও করেছে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বেইজিং ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সংঘাতের পর থেকে অভিন্ন বার্তা দিয়ে গেছে বেইজিং, আর তা হলো- এই যুদ্ধ চীন শুরু করেনি এবং হরমুজ প্রণালি বন্ধ হোক সেটিও তারা চায় না-তবে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প সমাধানও তাদের কাছে রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখন তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন-যা বিশ্বের বড় অংশকে মধ্যপ্রাচ্যের মতো অস্থিতিশীল অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে-তখন বেইজিং নিজেকে নবায়নযোগ্য এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে উৎপাদিত জ্বালানি-চালিত ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে তুলে ধরছে।

অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজের চীনবিষয়ক জ্বালানি গবেষণা বিভাগের প্রধান মিশাল মেইদান বলেন,¬চীন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার প্রতিবেশীদের সহায়তায় এগিয়ে আসছে। এই সহযোগিতাকে তারা ¬সফট-পাওয়ার¬ হিসেবে ব্যবহার করে বলছে-'আমরা তোমাদের জ্বালানি নিরাপত্তায় সহায়তা করার চেষ্টা করব, তবে অবশ্যই চীনের স্বার্থ সবার আগে থাকবে'। এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে গ্রিন টেকনোলজি বা সবুজ প্রযুক্তি বিক্রির ভিত্তি তৈরি করছে।"

বহু বছর ধরে চীন তার¬বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ¬-এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে অবকাঠামো প্রকল্পে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ ও অনুদান দিয়েছে। কিন্তু ইরান যুদ্ধের ফলে চীন কোনো দেশকে ঋণগ্রস্ত করার বদনামের ঝুঁকি ছাড়াই নিজের প্রভাব বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছে। ইউরেশিয়া গ্রুপের চীন-বিষয়ক পরিচালক ড্যান ওয়াং বলেন, ¬চীনা কর্মকর্তারা বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন এবং তারা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের নেতিবাচক ভাবমূর্তি কাটাতে ক্লিন এনার্জিকে একটি প্রতিকার হিসেবে দেখছেন।"

ইরান যুদ্ধের প্রথম মাসেও চীন থেকে তেল সরবরাহ অব্যাহত ছিল। আগে মাসের তুলনায় মার্চে চীনের জেট ফুয়েল রপ্তানি ভিয়েতনামে ৩৪ শতাংশ বেড়েছে, ফিলিপাইনে সার রপ্তানি বেড়েছে ৩৩ শতাংশ এবং ডিজেল রপ্তানি বেড়েছে ১৮৭ শতাংশ।

এশিয়ার অর্থনীতিগুলো এখনো এই যুদ্ধের প্রভাবে বিপর্যস্ত, যার ক্ষতির মাত্রা কোভিড-১৯ মহামারির পর বিশ্ববাণিজ্যে দেখা দেওয়া স্থবিরতাকেও হার মানিয়েছে। অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, হরমুজ প্রণালি যত বেশি সময় বন্ধ থাকবে, এই অঞ্চলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির পরিমাণ ততটাই ভয়াবহ হবে। কারণ, এশিয়ার দেশগুলো এখনও তাদের জ্বালানি চাহিদার একটি বিশাল অংশের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সংকটের সময়েও নির্দিষ্ট কিছু দেশে জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রেখে- বেইজিং মূলত কূটনৈতিক সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে নিজের প্রভাব পাকাপোক্ত করছে। যেমন ভিয়েতনাম ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে বেইজিংয়ের সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় তারা প্রয়োজনীয় জ্বালানি সহায়তা পেয়েছে।

ইউরেশিয়া গ্রুপের চীন বিষয়ক পরিচালক মিস ওয়াং বলেন,¬চীনের এই (জ্বালানি রপ্তানির) নিষেধাজ্ঞা কোনো পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এটি ছিল অনেক বেশি বাছাইকৃত এবং মনে হচ্ছে ভালো কূটনৈতিক সম্পর্ক এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে।"

ভিয়েতনাম ও অস্ট্রেলিয়া এই সুবিধার পেয়েছে, কারণ বেইজিংয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে। সম্প্রতি চীন সফর করে আসা মিস ওয়াং শিল্প বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠকের পর জানান, তারা হয়তো চাহিদার পুরোটা পায়নি, তবে কিছুটা জ্বালানি অবশ্যই পেয়েছে।"

কখনও কখনও চীন রাজনৈতিক শর্ত মেনে নেওয়ার বিনিময়ে সহায়তার টোপ দিয়েছে। গত মার্চ মাসে তাইওয়ান যখন নতুন জ্বালানি উৎস খুঁজছিল, তখন বেইজিংয়ের তাইওয়ান বিষয়ক দফতর থেকে একটি সূক্ষ্ম প্রস্তাব দেওয়া হয়-যেখানে বলা হয়, শান্তিপূর্ণ পুনঃএকত্রীকরণের পর একটি শক্তিশালী মাতৃভূমির সমর্থনে-তাইওয়ান আরও ভালো সম্পদ নিরাপত্তা ভোগ করবে।" উল্লেখ্য, তাইওয়ানের ৯৬ শতাংশ জ্বালানি আমদানি করতে হয় এবং তাদের তেলের ৬০ শতাংশই হরমুজ প্রণালি দিয়ে আসে।

ইরান যুদ্ধ এশিয়ার অনেক দুর্বলতা প্রকাশ করে দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে চীন একাই ত্রাণকর্তা নয়। জাপানও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে তেলের উচ্চমূল্য সামলাতে এবং জাপানি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী কারখানাগুলো চালু রাখতে ১০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা ঘোষণা করেছে। তবে চীনের জন্য এই যুদ্ধ পুরো অঞ্চলে তার নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। সোলার ফার্ম, উইন্ড ফার্ম, স্মার্ট গ্রিড এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) তৈরির সরঞ্জামে- চীন বর্তমানে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করছে। স্থবির হয়ে পড়া অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এই পণ্যগুলো বিদেশে রপ্তানি করা চীনের জন্যও অত্যন্ত জরুরি।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সেন্টার অন গ্লোবাল এনার্জি পলিসির সিনিয়র রিসার্চ স্কলার এরিকা ডাউন্স বলেন, এই দ্বন্দ্ব চীনকে একটি এনার্জি পাওয়ারহাউস বা জ্বালানি শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।"

চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলো যুক্তি দিচ্ছে যে, একটিজৈব জ্বালানি শক্তিধরন দেশ হওয়া তাদের বৈশ্বিক ক্ষমতার লড়াইয়ে কৌশলগত সুবিধা দেবে। যুদ্ধের পরপরই চীনের ন্যাশনাল এনার্জি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কর্মকর্তা ওয়েই জিয়াওয়েই জানান যে, কাজাখস্তান ও মন্টিনিগ্রোর উইন্ড ফার্ম এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত, আর্জেন্টিনা ও আলজেরিয়ার সোলার প্ল্যান্টসহ ডজনখানেক দেশে চীনের সহায়তায় প্রকল্প চলছে।

মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ চীনের বৈদ্যুতিক গাড়ি, সোলার প্যানেল এবং অন্যান্য সবুজ প্রযুক্তির বাড়তি মজুদের জন্য একটি বড় বাজার তৈরি করে দিয়েছে। মার্চের তুলনায় এপ্রিল মাসে চীনের সোলার প্যানেল রপ্তানি দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। অনেক দেশ আগে সস্তা চীনা পণ্যে বাজার সয়লাব হওয়ার অভিযোগ তুললেও বর্তমান জ্বালানি সংকটের মুখে সেই সুর অনেকটাই নরম হয়ে এসেছে। এরিকা ডাউন্স যেমনটি বলেছেন, সংকটের মধ্যে থাকলে কোনো কিছুই আর অতটা খারাপ মনে হয় না।"

গাজা গণহত্যা, জেরুজালেম সাহিত্য

১২ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কে জানান। পরে কুৎজির ওই চিঠির কপি গার্ডিয়ানের হাতেও পৌঁছায়। আগামী ২৫ থেকে ২৮ মে অনুষ্ঠেয় জেরুজালেম ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স ফেস্টিভ্যালে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন কুৎজি।

চিঠিতে কুৎজি লেখেন,¬গত দুই বছর ধরে ইসরায়েল গাজায় এমন একটি গণহত্যামূলক অভিযান পরিচালনা করছে, যা ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হত্যাযজ্ঞমূলক উসকানির তুলনায় বহুগুণ বেশি অসম ও নির্মম।'

তিনি আরও বলেন, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)- পরিচালিত এই অভিযানে দেশটির অধিকাংশ জনগণ সমর্থন দিয়েছে। এ কারণে দেশটির বুদ্ধিজীবী ও শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনও এর দায় এড়াতে পারে না।

কুৎজি জানান, একসময় তিনিও ইসরায়েলের সমর্থক ছিলেন।

তিনি লেখেন,¬এখন পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বে ইসরায়েল ব্যাপক সমর্থন পেয়ে এসেছে। আমিও সেই সমর্থকদের একজন ছিলাম। আমি নিজেকে বোঝাতাম, একদিন নিশ্চয়ই ইসরায়েলি জনগণের বিবেক জাগ্রত হবে এবং যাদের ভূমি তারা দখল করেছে সেই ফিলিস্তিনিদের জন্য কোনো না কোনো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত

৬০ পৃষ্ঠার পর

চলে আসছিল। ঘটনার বিবরণে বিচার বিভাগ জানায়, ২০২১ সালের ১১ জুন রাতে গনেট রোজারিও তাদের পারিবারিক বাড়ির বাইরে তার চাচার শোবার ঘরের জানালার কাছে ধূমপান করছিলেন। তখন তিনি শুনতে পান যে, ঘরের ভেতর থেকে মাইকেল তাকে গালিগালাজ ও অপমান করছেন। এরপর গনেট ঘরের ভেতরে গিয়ে একটি শটগান নিয়ে আসেন এবং বাইরে ফিরে গিয়ে তার চাচাকে হুমকি দেন। একপর্যায়ে তিনি জানালার অস্বচ্ছ শাটারের ভেতর দিয়ে একটি গুলি ছোড়েন। সেই গুলি মাইকেলের পেটে বিদ্ধ হয় এবং এতেই তার মৃত্যু হয়।

হত্যাকাণ্ডের পর গনেট রোজারিও ২০২৩ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের এপ্রিলে তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ইন্ডিক্টমেন্ট) গঠন করা হয়।

এই মামলাটি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই-এর লস অ্যাঞ্জেলেস এবং নিউইয়র্ক ফিল্ড অফিস তদন্ত করেছে। তদন্তের ক্ষেত্রে এফবিআই-এর ঢাকা অফিস এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছে।

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ টাইসন ডুভা এবং মার্কিন অ্যাটর্নি জে ক্লেটন এই সাজা ঘোষণার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন বলে বিচার বিভাগের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক বাংলা বই মেলার

৫৩ পৃষ্ঠার পর

বা ভারতের অতিথিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; অন্য ভাষাভাষী লেখক, পাঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদেরও যুক্ত করতে হবে। তা না হলে ঐতিহ্যবাহী এই আয়োজনটি ধীরে ধীরে আর পাঁচটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

প্রতিবছর বইমেলা উপলক্ষে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দুটি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১. চিত্তরঞ্জন সাহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা পুরস্কার।

কিসের ভিত্তিতে সেরা প্রকাশক নির্ধারণ করা হয়, তার মানদণ্ড অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়।

২. মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার।

নামের 'জিএফবি' অর্থাৎ গোলাম ফারুক ভূঁইয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ-তিনি এই বইমেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

নিউ ইয়র্কের বিদগ্ধ জনসমাজে দুটি পুরস্কার নিয়েই দীর্ঘদিনের আলোচনা ও সমালোচনা আছে। প্রকাশ্য ও স্বাধীন জুরি বোর্ড, সুস্পষ্ট মানদণ্ড এবং স্বচ্ছ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থাকলে পুরস্কারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সুযোগ অনেক কমে যেত। অভিবাসী বাঙালি সমাজের শিশু-কিশোররা এই বইমেলায় যুক্ত হয়েছে মূলত সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, বই পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সাহিত্যভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক কোনো আয়োজন এখনো চোখে পড়ার মতো নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে হলে অংশগ্রহণমূলক ও চিন্তাশীল কার্যক্রম বাড়াতে হবে। শুধু গতানুগতিক চিত্রাঙ্কন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে কাজ হবে না।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং বইমেলার আহ্বায়ক কমিটি মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন সুশীল মানুষ এই বইমেলা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য কাজ করছেন। কিন্তু অধিকাংশের তেমন দৃশ্যমান কার্যক্রম চোখে পড়ে না। গুটি কয়েকজনের বক্তব্য ও প্রস্তাবে সম্মতি আর সহমত প্রকাশ করাই যেন অনেকের প্রধান কাজ। কাকতালীয়ভাবে সেই গুটি কয়েকজন আবার এই মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষকও। স্বস্ত্রীক অনেকেই আছেন কমিটিতে। অবশ্য, কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা থাকলে একই পরিবারের একাধিক সদস্য কমিটিতে থাকাটা আপত্তির বিষয় হওয়ার কথা নয়। গতানুগতিকভাবে প্রতিবারই মঞ্চে পুরোনো পরিচিত মুখগুলোকেই দেখা যায়। সাল'র উল্লেখ ছাড়া ছবি দেখলে অনেক সময় বোঝার উপায় থাকে না, এটি কততম আসরের অনুষ্ঠান। নতুন মুখ, নতুন চিন্তা এবং নতুন সাংস্কৃতিক শক্তির সংযুক্তি ছাড়া কোনো আয়োজনই দীর্ঘ সময় প্রাণবন্ত থাকে না। গত বছর বইমেলার সঙ্গে যুক্ত একদল মানুষ দলছুট হয়ে একই দিনে আরেকটি বইমেলা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা নামে এবারও আয়োজন হবে। বিক্রেতা ভাগ হওয়াতে বিক্রি কমে দিপাকে প্রকাশকরা। নিউ ইয়র্ক বাংলা বই মেলার সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদিতে ১২ থেকে বড়জোর ১৫ জন দর্শক থাকেন। যেখানে মিলনায়তনের আসন আছে অন্তত চার শতাধিক। সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে দর্শকের চেয়ে মঞ্চে মনীষীর সংখ্যা বেশি। কাগজের বই যেখানে পৃথিবীজুড়ে ক্রমহ্রাসমান বাস্তবতার মুখোমুখি, সেখানে ৩৪ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বাংলা বইমেলা করে যাওয়া কোনো সাধারণ কাজ নয়। শত শত অভিযোগ তোলা সম্ভব, কিন্তু এমন বৃহৎ আয়োজন ধারাবাহিকভাবে টিকিয়ে রাখা সহজ নয়। অসাধারণ এই কাজটির সঙ্গে যারা শ্রম, মেধা,

মনন ও অর্থ দিয়ে যুক্ত আছেন, তাঁদের সবাইকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

বাংলাদেশের অমর একুশে গ্রন্থমেলা একটি সরকারি আয়োজন। প্রবাসের এই বইমেলার মূল প্রেরণাও সেখান থেকেই এসেছে। আমেরিকায়, যেখানে সময় মানেই অর্থ, সুযোগও অবারিত-সেখানে প্রবাসীরা নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে এই আয়োজন টিকিয়ে রেখেছেন বছরের পর বছর। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আয়োজনটি আরও ব্যাপক, আরও অংশগ্রহণমূলক এবং প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পেত।

লেখক পরিচিতি : তোফাজ্জল লিটন। নাট্যকার। দৈনিক প্রথম আলো ও একাত্তর টেলিভিশনের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি। প্রচার সম্পাদক, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে এই

৫ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কের চরম তিক্ততা তৈরি হয়েছিল।

তিনবারের সংসদ সদস্য এবং ইউপিএ-২ সরকারের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পল্লী উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শিশির অধিকারীর পুত্র শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয়েছিল ছাত্র পরিষদের হাত ধরে। বামপন্থীদের দাপট যখন তুঙ্গে, তখন কংগ্রেসের এই ছাত্র সংগঠন থেকেই উঠে এসেছিলেন তিনি। শুরু থেকেই তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী ছিল নজরকাড়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করার দুই বছর পর শুভেন্দু তার বাবা ও ভাইদের সঙ্গে এই দলে যোগ দেন। অধিকারীরা কয়েক দশক ধরে রাজনীতিতে যুক্ত থাকায় মেদিনীপুর জেলায় সিপিআই(এম)-এর শক্তিশালী দলীয় অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৃণমূলের জন্য এই অন্তর্ভুক্তি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শুভেন্দুর অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতায় মেদিনীপুর অঞ্চলে দলটি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এবং তৎকালীন সিপিআই(এম) নেতা ও তমলুকের প্রাক্তন সংসদ সদস্য লক্ষণ শেঠের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সিঙ্গুর আন্দোলনের এক বছর পর ২০০৭ সালের মার্চ মাসে যখন নন্দীগ্রাম আন্দোলন শুরু হয়, শুভেন্দুর নেতৃত্বেই তৃণমূল সেখানে ভূমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল। এলাকায় দলের ক্যাডার বাহিনীকে সামনে থেকে পরিচালনা করেছিলেন তিনি।

সেই সময় মাওবাদীরাও ওই এলাকায় সাংগঠনিক বিস্তার ঘটাতে আন্দোলনে সক্রিয় ছিল এবং তৃণমূল নেতা ও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির (বিইউপিএসি) সদস্যদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিল। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এসইজেড) জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গড়ে ওঠা এই স্থানীয় ও রাজনৈতিক জোটের নেপথ্য কারিগর ছিলেন শুভেন্দু, যিনি তখন ছিলেন প্রথম বারের একজন তরুণ বিধায়ক।

সাংগঠনিক দক্ষতার পাশাপাশি তার সহজ-সরল বাচনভঙ্গি, গ্রামীণ বাংলা টান এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে গড়া লড়াকু ভাবমূর্তি তাকে জনপ্রিয় করে তোলে। তৃণমূলের অনেক নেতাই পরবর্তীকালে তার এই গুণ স্বীকার করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি: বাংলাদেশের

৫ পৃষ্ঠার পর

দেখছেন। দ্য ডেইলি স্টারকে তিনি বলেন, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া (এনআরসি ও এসআইআর) চলছে, তা সীমান্ত সংকটে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর বড় অংশই মুসলিম, যাদের বাংলাদেশি ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করার রাজনৈতিক প্রবণতা বিজেপির মধ্যে প্রবল।

এনআরসি হলো ভারতের জাতীয় নাগরিক পঞ্জী বা তালিকা। এটির মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাচাইয়ের নামে কয়েক লক্ষ মানুষকে রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ করে আসামে।

অন্যদিকে, এসআইআর হলো নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনের একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সম্প্রতি বহু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

আলতাফ পারভেজ বলেন, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে যারা নাগরিক অধিকার হারিয়েছে, তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে বিজেপি নেতারা প্রায়ই বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্য দিয়ে থাকেন। এখন দুই রাজ্যেই বিজেপি ক্ষমতায় থাকায় অবৈধ বাংলাদেশি ফেরত পাঠানোর নাম করে সীমান্তে পুশ-ইন-এর চাপ নিশ্চিতভাবেই বাড়বে।

তিনি আরও আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের কারণে সংখ্যালঘুরা কোণঠাসা হয়ে পড়লে তাদের একটি অংশ জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে চলে আসতে চাইতে পারে, যা ঢাকার নতুন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

আলতাফ পারভেজের মতে, আসামের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতারা বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্যকে রাজনৈতিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। ফলে আগামীতে পশ্চিমবঙ্গেও পুশ-ইন বা 'পুশ-ব্যাক' আতঙ্ক বাড়তে পারে।

আরেকটি অনুমানের কথাও বলেন আলতাফ পারভেজ। তিনি বলেন, মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখন বলতে পারেন যে তাদের নাগরিক অধিকার দিতে হবে। যদি তাদের জন্য সিএএ কার্যকর করা হয়, তাহলে বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘুদের ভারতে যাওয়ার প্রবণতাও বাড়তে পারে।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও আঞ্চলিক অস্থিরতা

পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অর্ক ভাদুড়ি বিজেপির এই জয়কে উভয় দেশের জন্য একটি বিপজ্জনক ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন।

তিনি দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের মূল অভিমুখই ছিল, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে।

বিজেপির সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রদায়িক মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচনের দিনও ভবানীপুর কেন্দ্রে শুভেন্দু বলেছেন, বাংলাদেশি রোহিঙ্গা ও বাংলাভাষীরা এখানে রয়েছে। বিজেপির সার্বিক প্রচারটাই ছিল যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা, এরা সবাই বাংলাদেশ থেকে এসছে এবং এদেরকে তাড়াতে হবে।

ভারতের সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা তকমা দিয়ে শুভেন্দুর এসব আক্রমণাত্মক বক্তব্য ভোটারদের একটি বড় অংশকে প্রভাবিত করেছে বলেও মনে করেন অর্ক ভাদুড়ি।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের শেষ নির্বাচনের ফলাফলে জামায়াতে ইসলামী সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ভালো ফল করেছে। ঠিক তার পাশেই এখানে বিজেপির পক্ষের বলয় তৈরি হয়েছে। কাজেই দুদিকেই দুটো চরম মৌলবাদী শক্তি মুখোমুখি অবস্থানে। এটা দুটো দেশের জন্যই বিপজ্জনক ঘটনার ইঙ্গিত।

ইরানের ওপর 'ত্যক্তবিরক্ত' ট্রাম্প

৫ পৃষ্ঠার পর

সুরক্ষা বিভাগের প্রশাসক ব্র্যান্ডন উইলিয়ামস বলেন, ভেনেজুয়েলা থেকে সমস্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম নিরাপদে সরিয়ে ফেলার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কাছে এক পুনর্গঠিত ভেনেজুয়েলার বার্তা দেওয়া সম্ভব হলো।

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) বলেছে, অত্যন্ত জটিল ও সংবেদনশীল এই অভিযানের পর নৌ ও স্থলপথে ওই ইউরেনিয়াম দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরের একটি পারমাণবিক স্থাপনা থেকে সরিয়ে ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থ এখন আমেরিকার সাউথ ক্যারোলাইনার একটি সরকারি কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে।

গত ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে দেশ থেকে তুলে আনার পর থেকেই কারাকাসের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের সমীকরণ বদলেছে হোয়াইট হাউস।

ট্রাম্প প্রশাসন এখন মাদুরোর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এমনকি আমেরিকার দাবি না মানলে অন্তর্বর্তী নেত্রীর কপালে মাদুরোর থেকেও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে বলে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। ভেনেজুয়েলার জ্বালানি ও খনি ক্ষেত্রগুলি মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য খুলে দিতে চাইছে ওয়াশিংটন।

বাণিজ্য চুক্তির প্রভাবে ৪ মাসে

৫ পৃষ্ঠার পর

শুরু হয়েছিল ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে। সেই আলোচনার অংশ হিসেবেই আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে। স্বাক্ষরিত হয় গত ৯ ফেব্রুয়ারি, জাতীয় নির্বাচনের ঠিক তিন দিন আগে। চুক্তিটি নিয়ে শুরু থেকেই নানা আলোচনা রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মইনুল ইসলাম বলেন, জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগে এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে উদ্বেগ থাকাটা স্বাভাবিক।

তবে এই চুক্তির ভবিষ্যৎ এখন কিছুটা অনিশ্চিত। গত ২০ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার পর চুক্তিটির ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এমনকি মালয়েশিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা একই ধরনের একটি চুক্তি গত ১৬ মার্চ বাতিল ঘোষণা করেছে।

ভারতের সাথে যুদ্ধে পাকিস্তানকে

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রচারিত হয়। সেখানে তিনি জানান, যুদ্ধ চলাকালীন তিনি এবং তার দল পাকিস্তানে অবস্থান করে দেশটির বিমান বাহিনীকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছিলেন। পাকিস্তানের বিমান বাহিনীতে চীনের তৈরি জে-১০সিই মডেলের যুদ্ধবিমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, যুদ্ধের সময় এই যুদ্ধবিমান ভারতের ফরাসি প্রযুক্তির অন্তত একটি রাফাল ফাইটার জেটকে ভূপাতিত করেছিল।

এটি ছিল প্রথম এমন ঘটনা- যেখানে চীনের তৈরি এই যুদ্ধবিমান শত্রুপক্ষের কোনো ফাইটারকে ধ্বংস করে। একই সাথে ইতিহাসে সেবারই প্রথমবারের মতো কোনো রাফাল যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

'কলকাতায় বিজেপির শাসন তিস্তা

২০ পৃষ্ঠার পর

ভারত সম্ভবত অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছে: বাংলাদেশের জনগণই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেবে এখানে কারা ক্ষমতায় থাকবে আর কারা থাকবে না। আমাদের দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে তারা অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না বলেই আশা করা যায়। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের এই নতুন অধ্যায়টি হওয়া উচিত বাস্তববাদিতা এবং একে অপরের জনগণের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে।

লিমন-বৃষ্টি হত্যাকাণ্ড: যে প্রশ্নের উত্তর

১৬ পৃষ্ঠার পর

শুধু চ্যাটজিপিটির করা প্রথম উত্তরটাই জানতে পেরেছি, 'এটি বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।' কিন্তু এটা বলে সে উত্তর দেওয়া বন্ধ করেনি। প্রতিটি প্রশ্নই একটা সুনির্দিষ্ট অপরাধকে নির্দেশ করলেও ওপেনএআই থেকে কেন এই কথোপকথনকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নেওয়া হলো না?

চ্যাটজিপিটি ওই বন্দুকধারীকে কেবল তথ্যই দেয়নি, বরং অপরাধের একটা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা দিয়েছিল। কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা যাবে, ক্যাম্পাসে কখন সবচেয়ে বেশি মানুষ থাকে কিংবা কতজনকে হত্যা করলে সেটা মিডিয়ায় আসবে প্রভৃতি।

এআই কেবল সফটওয়্যার, নাকি মিডিয়া?

চ্যাটজিপিটির সঙ্গে লিমন-বৃষ্টি হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে আবুঘরবেহর কথোপকথনের বিষয় প্রকাশ্যে আসার পর ফ্লোরিডার অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস উথমায়ার ২৭ এপ্রিল ঘোষণা করেন, ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী লিমন ও বৃষ্টির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটাও ফৌজদারি তদন্তের মধ্যে যুক্ত করা হলো।

সংবাদটির বরাতে জানতে পারলাম, ২০২৫ সালের ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ২০ বছর বয়সী বন্দুকধারী ফিনিক্স ইকনর হামলা করেন এবং এই ঘটনায় দুজন মানুষ নিহত এবং ছয়জন আহত হয়। পরবর্তী সময়ে তদন্তকারীরা ইকনরের ডিজিটাল ডিভাইস পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, ইকনর হামলার কয়েক ঘণ্টা আগে চ্যাটজিপিটির সঙ্গে অপরাধের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

পাকিস্তান কীভাবে বিশ্বের সবচেয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

পাওয়ার' বা মধ্যম শক্তি, যারা কোনো নির্দিষ্ট ব্লকের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়েও- সব পক্ষকে আস্থায় নিতে সক্ষম।

পাকিস্তান ধীরে ধীরে এই শ্রেণির অগ্রভাগে পুনরায় আবির্ভূত হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পাকিস্তানকে মূলত সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভঙ্গুর অর্থনীতির চশমায় দেখা হতো। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইসলামাবাদ নিজেকে এমন এক সক্রিয় কূটনৈতিক খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে, যার প্রভাব তার অর্থনীতির আকারের চেয়েও বহুগুণ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধের আবহে ইসলামাবাদের এই অবস্থান পরিবর্তনের চিত্রটি বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। ওয়াশিংটন এবং তেহরানের মধ্যে চরম তিক্ততা থাকা সত্ত্বেও- পাকিস্তান যুদ্ধরত দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগের পথ সুগম করতে সহায়তা করেছে। ইসলামাবাদ তার এই মধ্যস্থতার প্রচেষ্টায় ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, যা এই ধারণাকেই পোক্ত করে যে-যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান, উভয়ের সাথেই বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকরী সম্পর্ক বজায় রাখার মতো হাতেগোনা কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম।

ক্রমবর্ধমান মেরুকরণের এই আন্তর্জাতিক পরিবেশে পাকিস্তানের এই কূটনৈতিক নমনীয়তা বা 'ডিপ্লোম্যাটিক ফ্লেক্সিবিলিটি' দেশটির অন্যতম প্রধান কৌশলগত সম্পদে পরিণত হচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবে কোনো দেশের মর্যাদা নির্ণয় করা হতো তার অর্থনৈতিক উৎপাদন, সামরিক ব্যয়, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতার মাপকাঠিতে। এই বিষয়গুলো এখনও গুরুত্বপূর্ণ, তবে বহুমাত্রিক ও মেরুকৃত বিশ্বব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি শুধু এগুলো দিয়ে আর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

সফট পাওয়ারের প্রকৃতি নিয়ে কাজ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ এস নাই যুক্তি দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রভাবের শক্তি পায় অদৃশ্য কিছু উৎস থেকেও-যার মধ্যে রয়েছে কূটনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা, রাজনৈতিক বৈধতা এবং সফট পাওয়ার বা নমনীয় শক্তি।

একইভাবে রবার্ট এ. ডাল ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা হিসেবে। এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আঞ্চলিক বিবর্তনে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক ভূমিকা দেশটির ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতাকেই ফুটিয়ে তুলছে।

বহুমুখী জোট সক্ষমতার গুরুত্ব

পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান প্রাসঙ্গিকতার একটি বড় উৎস হলো দেশটির 'মাল্টি-অ্যালাইনমেন্ট' বা বহুমুখী জোটবদ্ধতার সক্ষমতা। কঠোর ও একরোখা কোনো জোট ব্যবস্থায় আটকা না পড়ে ইসলামাবাদ একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইরান এবং উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলোর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এই নমনীয়তাই পাকিস্তানকে আঞ্চলিক অস্থিরতার সময়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। ইরানের জন্য পাকিস্তান ছিল এক বাস্তবসম্মত মধ্যস্থতাকারী; কারণ মাঝেমধ্যে এই প্রতিবেশীর সঙ্গে তেহরানের উত্তজনা থাকলেও- ভৌগোলিক নৈকট্য, ইতিহাস এবং দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক মিথস্ক্রিয়ার কারণে দেশ দুটির মধ্যে সবসময় একটি স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় ছিল। এই ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক বন্ধনই তেহরান ও ইসলামাবাদের মধ্যে যোগাযোগের পথগুলোকে সচল রাখতে সাহায্য করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও পাকিস্তান সবসময়ই প্রয়োজনীয় ছিল; কারণ কয়েক দশকের সামরিক ও গোয়েন্দা সহযোগিতা দুই দেশের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও যোগাযোগের নির্দিষ্ট পথ তৈরি করে রেখেছে। একই সাথে ওয়াশিংটন মনে করে, ইসলামাবাদ কোনো উগ্র আদর্শিক বৈরিতা ছাড়াই তেহরানের সাথে আলোচনায় বসতে সক্ষম, যার ফলে উত্তেজনা না বাড়িয়েই একটি বিশ্বাসযোগ্য আলাপচারিতা সম্ভব হয়।

প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে রেষারেষি যত বাড়ছে, ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনগুলোর মাঝে সেতুবন্ধন করতে পারে এমন দেশগুলোর গুরুত্ব ততটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একই সাথে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক এই কূটনৈতিক তৎপরতা তার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে নতুন করে গড়ে তোলার একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টাকেই প্রতিফলিত করে। এর গত বছরের মে মাসে, ভারতের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র সামরিক সংঘাত- দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচলিত সামরিক শক্তির ভারসাম্যহীনতা নিয়ে পুরনো ধারণাগুলোকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এটি পাকিস্তানকে একটি সক্ষম নিরাপত্তা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে-যাদের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরক্ষা ও উত্তেজনা মোকাবিলার সামর্থ্য রয়েছে।

ইসলামাবাদের এই অবস্থান অনেক আঞ্চলিক অংশীদারের কাছে, বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। যেখানে পাকিস্তানকে এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানকারী রাষ্ট্র হিসেবে দেখা হয়। দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যম শক্তির অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, কিন্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি নির্ধারণ এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত নির্দেশনার অভাবে দেশটির প্রভাব প্রায়ই সীমিত হয়ে পড়ত। অতি সম্প্রতি সামরিক-বেসামরিক সমন্বয় বৃদ্ধি এবং একটি সুসংহত পররাষ্ট্রনীতি- ইসলামাবাদকে তার কূটনৈতিক ও সামরিক প্রভাব আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে।

পাকিস্তান নিজেকে আন্তর্জাতিক আইন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার সমর্থক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টাও বাড়িয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘ সনদের ২(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে, ইরান ও উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর হামলার নিন্দা জানানোর মধ্য দিয়ে ইসলামাবাদ নিজেকে এমন এক রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে, যে অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব, সংযম এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভৌগোলিক অবস্থানও এখানে বড় একটি ফ্যাক্টর। দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারত মহাসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ার কারণে, পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। করাচি বন্দরের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং গোয়াদর বন্দরের অব্যাহত উন্নয়ন- দেশটিকে ভবিষ্যতে এশিয়া, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং আফ্রিকার সাথে সংযোগকারী একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

তবে শুধু ভৌগোলিক অবস্থানই মধ্যম শক্তির প্রভাব তৈরি করে না। কৌশলগত প্রাসঙ্গিকতা এখন অনেকাংশেই নির্ভর করে কূটনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং বিবাদমান ক্ষমতাধর দেশগুলোর মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখার দক্ষতার ওপর। ওয়াশিংটন ও বেইজিং-উভয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি-মুসলিম বিশ্বে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পাকিস্তানের ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি বর্তমান মেরুকৃত বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা

ক্রমবর্ধমান প্রাসঙ্গিকতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের উত্থান এখনো কিছু সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সুশাসনের অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক অসঙ্গতি দেশটির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থাকে ব্যাহত করছে। কূটনৈতিক দৃশ্যমানতা সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা বাড়াতে পারলেও- সেই প্রভাব ধরে রাখতে হলে, প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা এবং অর্থনৈতিক আধুনিকায়ন জরুরি।

চলমান উগ্রবাদ, আফগানিস্তান কেন্দ্রিক অস্থিরতা এবং বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে সীমিত করছে এবং একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ছাড়া পাকিস্তান ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও- অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে থাকার ঝুঁকিতে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এখন এমন এক যুগে প্রবেশ করছে- যেখানে প্রভাব কেবল পরাশক্তিদের হাতেই থাকবে না, বরং তাদের মাঝে সেতুবন্ধনকারী দেশগুলোর হাতেও থাকবে। পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব মূলত সেই বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। দেশটির গুরুত্ব এখন আর কেবল ভূগোল বা সামরিক সক্ষমতা থেকে আসছে না, বরং বিবাদমান পক্ষগুলোর সাথে একসাথে সম্পৃক্ত থাকার সক্ষমতা থেকেই আসছে।

বিশ্বব্যবস্থা যত বেশি বিকেন্দ্রীভূত এবং খণ্ডিত হবে, ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যে কাজ করতে সক্ষম রাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত মূল্য ততই বাড়বে। পাকিস্তানের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো-সে তার এই নতুন ভূ-রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতাকে টেকসই কূটনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবে কিনা।

লেখক: সায়মা আফজাল একজন গবেষক, যিনি দক্ষিণ এশীয় নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কার্যক্রম এবং মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি জার্মানির জাস্টাস লিবিগ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষণায় নিয়োজিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: নিবন্ধের বিশ্লেষণটি লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণের প্রতিফলন। অবধারিতভাবে তা দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর অবস্থান বা সম্পাদকীয় নীতির প্রতিফলন নয়।

চীন কি ইরানকে শান্তি চুক্তিতে রাজি

১২ পৃষ্ঠার পর

চাহিদাই এই বন্ধুত্বের ভিত্তি। আবার ওয়াশিংটনের সঙ্গেও বেইজিংয়ের সরাসরি যোগাযোগের পথ খোলা রয়েছে; আগামী সপ্তাহে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পাবেন চীনা নেতা। সম্ভবত এই মোক্ষম সময়টিকেই বেছে নিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। বেইজিংয়ে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠকে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বেইজিং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার লঙ্ঘনদ্ধ রোধে ভূমিকা রাখবে।

অন্যদিকে, ট্রাম্পের বেইজিং সফর মূলত দুই শক্তির অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার উত্তেজনা হ্রাস করা নিয়ে হলেও- ইরান যুদ্ধই এখন সেখানে মূল আলোচ্য বিষয় হতে যাচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গত মঙ্গলবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, চীন যেন ইরানকে হরমুজ প্রণালি থেকে অবরোধ তুলে নিতে চাপ দেয়।

চীনা কর্মকর্তারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে আসছেন এবং নিজেদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরছেন। গত মাসে শি জিনপিং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে চার দফার একটি রূপরেখা প্রস্তাব করেছেন। আরাগচির সঙ্গে বৈঠকে ওয়াং ই সেই অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, চীন শান্তি আলোচনা শুরু করতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে দ্ধ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে বিবদমান দুই পক্ষকে নিজের কোর্টে পাওয়া শি জিনপিংয়ের জন্য একটি বড় বিজয়। এটি বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে চীনের অবস্থানকে আরও সুসংহত করবে। একজন অজনপ্রিয় মার্কিন নেতা, যিনি একটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে আটকা পড়ে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা-তাঁর সঙ্গে দরকষাকষি করা শি-র জন্যও সুবিধাজনক অবস্থান।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-কে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, বেইজিং মনে করছে ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের এই দীর্ঘ লড়াই তাদের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্রাম্পের সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন, যা তার জন্য বেশ কঠিন হতে চলেছে। এই নির্বাচনের আগে ভোটারদের শান্ত করতে তিনি বড় কোনো সাফল্য দেখাতে মরিয়া। চীন এই সুযোগে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বড় পরিমাণে মার্কিন কৃষিপণ্য বা বোয়িং জেট কেনার বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারে।

তবে শান্তি ফেরাতে বেইজিং ইরানের ওপর কতটা চাপ প্রয়োগ করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ শি একদিকে যুদ্ধের অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে বিশ্বশক্তি হওয়ার দীর্ঘমেয়াদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছেন।

ভারসাম্যের খেলা

পশ্চিমে প্রচলিত ধারণা হলো, মার্কিন সামরিক বাহিনী বিশ্বের অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকলে বেইজিং খুশি হয়। কিন্তু বর্তমান সংঘাত বন্ধ হওয়ার পেছনে চীনের নিজস্ব কিছু বাস্তব কারণ রয়েছে।

বিশাল তেলের মজুদ, জ্বালানি স্বনির্ভরতা এবং গ্রিন এনার্জিতে দ্রুত রূপান্তরের ফলে প্রতিবেশীদের তুলনায় চীন এই জ্বালানি সংকট থেকে কিছুটা সুরক্ষিত থাকলেও, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে এই মজুদও ফুরিয়ে আসবে। জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য চীনের রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের চরম অবনতি বেইজিংয়ের বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধের মধ্যেও চীন ইরান থেকে তেল কেনা বন্ধ করেনি। গত মাসেও তারা দৈনিক ১০ লাখ ব্যারেলের বেশি তেল আমদানি করেছে, যা মূলত এশিয়া অঞ্চলে সাগরে ট্যাংকার জাহাজে থাকা মজুদ থেকে এসেছে।

গত বছর ইরানের রপ্তানির ৯০ শতাংশেরও বেশি ছিল চীনের কাছে। ফলে ইরানের ওপর বেইজিংয়ের বিশাল অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। ওয়াশিংটন সম্প্রতি ইরানের তেল কেনার দায়ে একটি বড় চীনা পেট্রোকেমিক্যাল সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। কিন্তু বিরল এক পদক্ষেপে বেইজিং তাদের দেশীয় শোধনাগারগুলোকে মার্কিন এই নিষেধাজ্ঞা না মানার নির্দেশ দিয়েছে।

চীন হয়তো ট্রাম্পকে খুশি করার জন্য এবং বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য ইরানকে আলোচনার টেবিলে আনার চেষ্টা করবে। তবে বিশ্লেষকরা সন্দিহান যে, ওয়াশিংটনের কাছ থেকে বড় কোনো সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত বেইজিং ইরানকে মার্কিন শর্ত মানতে খুব বেশি চাপ দেবে না।

প্রথমত, তেহরানের ওপর বেইজিংয়ের প্রভাব কতটা কার্যকর তা নিয়ে খোদ চীনেরই সংশয় থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, চীন বরাবরই বলে আসছে যে-এই যুদ্ধ ওয়াশিংটনের তৈরি করা সমস্যা, তাই সমাধানও তাদেরই করতে হবে। সবশেষে, বিশ্বব্যাপী তেলের সংকটের এই সময়ে চীন নিজেও সেই ইরানি তেলের ওপর নির্ভরশীল। তাই নিজের তেলের জোগান নিশ্চিত না করে তেহরানকে খুব বেশি চটানো বেইজিংয়ের জন্যও সহজ হবে না।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন

৯ পৃষ্ঠার পর

রহমানের চীন সফরের অপেক্ষায় রয়েছে। বিএনপির একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সাম্প্রতিক চীন সফর শেষে বৃহস্পতিবার (৭ মে) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এক নৈশভোজ অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বিএনপির সাম্প্রতিক চীন সফরকে ঘিরে চীনের জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলোতেও এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপিকে চীনে আমন্ত্রণের জন্য দেশটির জনগণ ও সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বাংলাদেশ ও চীনকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন। এ সময় তিনি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগের স্থপতি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের 'লুক ইস্ট পলিসির' কথা তুলে ধরেন এবং একই সঙ্গে এ সম্পর্ক উন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, "বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাঁর বাবা-মায়ের দেখানো পথ অনুসরণ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ককে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।চ তিনি দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে মন্ত্রী আরও বলেন, "আমরা অর্থনৈতিকভাবে টেকসই দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সকল যাত্রায় চীন সহযোগিতা করবে বলে আমরা আশা করি।চ

নৈশভোজ অনুষ্ঠানে বিএনপি প্রতিনিধিদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী, কয়েকজন সংসদ সদস্য এবং দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

অন্যদিকে, চীন প্রতিনিধিদলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন-রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, চীনা মিশনের উপপ্রধান ড. লিউ ইউয়িন এবং দূতাবাসের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে দুই দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে বিএসএফের

৯ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশির নাম-পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জানিয়েছে, নিহতরা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নিহত মোরছালিনের পরিবারের সদস্যদের দাবি, শুক্রবার রাতে স্থানীয় কয়েকজন লোক মোরছালিনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে সীমান্তে যায়। সেখানে ভারতের অভ্যন্তরে টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই মোরছালিন নিহত হন। পরে বিএসএফ সদস্যরা তার মরদেহ ভারতের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়।

বিজিবির ৬০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস. এম. শরিফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শুক্রবার রাতে প্রায় ১৫ জনের একটি বাংলাদেশি চোরাকারবারি দল ভারতীয় চোরাকারবারিদের সহায়তায় ধজনগর সীমান্ত দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ফেরার পথে বিএসএফের ৪৯ ব্যাটালিয়নের পাথারিয়াদ্বার ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা তাদের বাধা দেয়। এ সময় চোরাকারবারিরা বিএসএফ সদস্যদের ওপর চড়াও হলে দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এক পর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা গুলি চালালে মোরছালিন ঘটনাস্থলে এবং অপর একজন ভারতের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বিজিবি অধিনায়ক আরও বলেন, নিহতদের মরদেহ দেশে ফেরত আনার বিষয়ে বিএসএফ কমান্ড্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বিএসএফকে 'প্রটেস্ট নোট' পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে পতাকা বৈঠকের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলেও জানান তিনি।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে চট্টগ্রামে

৯ পৃষ্ঠার পর

করে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে, ভারতীয় জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় পৌঁছালে বানৌজ আলী হায়দার সেটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। সফরকালে আইএনএস সুনয়নার কমান্ডিং অফিসারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এবং ভারতীয় হাইকমিশনের নেভাল অ্যাডভাইজার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের কমান্ডার, কমান্ডার বিএন ফ্লিট, এরিয়া সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সফরকারী জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকরা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নৌযান পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি তারা চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পর্যটন এলাকা ঘুরে দেখবেন। একইভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরাও ভারতীয় জাহাজটি পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এই সফর উভয় দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করবে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তিন দিনের এই সফর শেষে আগামী ১০ মে আইএনএস সুনয়না বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করার কথা রয়েছে।

প্রশ্নফাঁসের পর বাংলাদেশসহ

৯ পৃষ্ঠার পর

অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানিয়েছে বোর্ড। আগামী ১১ আগস্টই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। বিকল্প এই পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগামী ১৫ মের মধ্যে স্কুলগুলোকে বিস্তারিত নির্দেশনা এবং প্রশ্নোত্তর (এফএকিউ) দেওয়া হবে।

তদন্তে নেমেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

ঘটনাটি তদন্তে তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কাজ করছে বলে জানিয়েছে কেমব্রিজ কর্তৃপক্ষ। তারা জানায়, প্রশ্নপত্র চুরির এই ঘটনাটি বর্তমানে তদন্তের অধীন এ ছাড়া যারা এই গোপন প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণিত হবে, তাদের আজীবন বহিষ্কারসহ কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে বলে সতর্ক করেছে বোর্ড। বাংলাদেশ ছাড়াও আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ার কিছু অংশে এই পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

'আমাদের রাজনীতি সুন্দর না

৯ পৃষ্ঠার পর

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমরা রাজনীতি করি, সারাজীবন রাজনীতির মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের রাজনীতি সুন্দর না, পরিচ্ছন্ন না। মানুষ বারবার পরিবর্তনের জন্য লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই পরিবর্তন পুরোপুরি আসেনি।

তিনি বলেন, জুলাইয়ে আমাদের সন্তানেরা সবাই মিলে যে লড়াইটা করল। আমরা একে বলি জুলাই যুদ্ধ। পরিবর্তন এসেছে, নতুন নির্বাচন হয়েছে। মানুষ নতুন সরকারের প্রতি আশা নিয়ে আছে। যারা ফ্যাসিস্ট ছিল তারা দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। অর্থনীতিকে বিদেশে লুটপাট করে নিয়ে গেছে। ব্যাংকগুলোকে লুটপাট করেছে। প্রশাসনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে লড়ায়ই করেই আমরা আজকে এই অবস্থাতে এসেছি। এখনো বিভিন্ন পক্ষ সেই পরিবর্তনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা কেউ চাই না দেশে আবার কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি হোক। সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, রবীন্দ্রনাথ এই অঞ্চলে তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছিলেন। কৃষকদের দুঃখ, দুর্দশা দেখে কৃষি ব্যাংক করেছিলেন। কৃষিকে আধুনিক করার জন্য করের লাঙল নিয়ে এসে কৃষি কাজ শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব মানবতার কবি। তার কবিতা-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জীবনে সাজাতে হবে। নাটক, গানসহ সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবাধ বিচরণ ছিলো। গীতাঞ্জলি কবিতার মধ্যে দিয়ে গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গান প্রেরণার

৯ পৃষ্ঠার পর

তিনি আমাদের সংস্কৃতির বহুত্ববাদ, অহিংস মতাদর্শ ও বাংলার মরমি-ভাববাদী চেতনার সমন্বয় সাধন করে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেন পরম মমতায়। বর্তমান বিশ্বে চলমান যুদ্ধ-সংঘাত, বীরের রক্তস্রোত, মায়ের অশ্রুধারায় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত পরিস্থিতি, উগ্রবাদের উত্থান, জাতিতে জাতিতে হানাহানি- এসবের কারণে রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

তিনি বলেন, মানুষের প্রত্যক্ষ কল্যাণ কামনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে ভেবেছেন। শিশুসহ নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তিনিকেতন। সেসঙ্গে তিনি পুথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ব্যাবহারিক শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে চিরকাল বিশ্বের জানালাকে খুলে দেওয়ার কথা বলেছেন। রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকীর এবারের আয়োজন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক, এটাই আমার আন্তরিক প্রত্যাশা।

'অবৈধ' অভিবাসী প্রত্যাবাসনে

৯ পৃষ্ঠার পর

নয়াদিল্লি। ভারত চায়, তাদের দেওয়া তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করে দ্রুত ও সুশৃঙ্খল প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। সম্প্রতি ঢাকা এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার পক্ষ থেকে পুশবাক সংক্রান্ত যে মন্তব্যগুলো এসেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি এই বক্তব্য দেন।

রণধীর জয়সোয়াল বলেন, "গত কয়েকদিন ধরে আমরা এই ধরনের মন্তব্য হতে দেখেছি। তবে এই মন্তব্যগুলোকে ভারত থেকে অবৈধ বাংলাদেশিদের প্রত্যাবাসনের মূল বিষয়ের প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত, যার জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রয়োজন।চ তিনি দাবি করেন, "নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য ২,৮৬০টিরও বেশি মামলা বাংলাদেশের কাছে ঝুলে আছে। এর মধ্যে কিছু মামলা গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।চ জয়সোয়াল আরও বলেন, "আমরা তাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বাংলাদেশি পক্ষকে দিয়েছি যাতে তাদের সুশৃঙ্খলভাবে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আমরা আশা করি বাংলাদেশ এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে যাতে প্রতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অবৈধ নাগরিকদের প্রত্যাবাসন সহজভাবে সম্পন্ন হতে পারে।চ

ভারতের নীতি পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, কোনো বিদেশি নাগরিক অবৈধভাবে দেশে অবস্থান করলে তাকে আইন, পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক মেকানিজম ও ব্যবস্থা অনুযায়ী অবশ্যই নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে হবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর লোকজনকে বাংলাদেশে পুশ করা হবে না।

তার আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর যদ্দি পুশ-ইন-এর ঘটনা ঘটে, তবে বাংলাদেশ ব্যবস্থা নেবে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বাংলাদেশে থেকে অবৈধ অভিবাসনের ইস্যুটিকে তাদের প্রচারণার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করেছিল। তারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশে সহায়তার অভিযোগ আনলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দল তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের তিস্তা নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫৪টি নদী রয়েছে। এসব পানিসংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনার জন্য দুই দেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কাঠামো বা স্ট্রাকচার্ড মেকানিজম রয়েছে, যারা নিয়মিত বৈঠক করে থাকে।

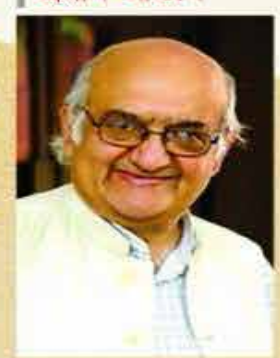

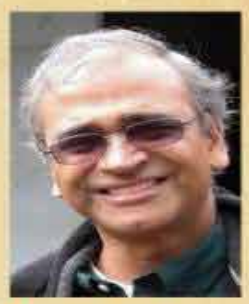

www.nyboimela.org
বইমেলার
৩৫ বছর
যত বই তত প্রাণ
নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬
NEW YORK INTERNATIONAL BANGLA BOOK FAIR 2026
•২২ মে, ২০২৬
বিকেল ৬টা থেকে রাত ১১টা
•২৩-২৫ মে, ২০২৬
সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা
স্থান Jamaica Performing Arts Center (JPAC)
153-10 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432
[Take the E Train to Jamaica Center- Persons/Archer Ave station, and exit via 153rd Street & Archer Ave]
শ্রদ্ধাঞ্জলি
জন্মশতবর্ষ
শামসুদ্দীন আবুল কালাম
মহাশ্বেতা দেবী
উদ্বোধক
ইমদাদুল হক মিলন
প্রধান অতিথি
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
বিশেষ অতিথি
বব হোলম্যান
সুবোধ সরকার
ফারুক মঈনউদ্দীন
দীপেন ভট্টাচার্য্য
তৌফিক ইমরোজ খালিদী
সাদাত হোসাইন
সম্মানিত অতিথি
অধ্যাপক ড. রওনক জাহান
ফরিদুর রেজা সাগর
আমন্ত্রিত শিল্পী
অদিতি মহসিন
আমন্ত্রিত লেখক
ড. আবদুন নূর ॥ অধ্যাপক মোস্তফা সারওয়ার
গৌতম দত্ত ॥ কৌশিক সেন ॥ অধ্যাপক বিরূপাক্ষ পাল
নজরুল মিন্টো ॥ অধ্যাপক সৌরভ সিকদার ॥ রুমা মোদক
জাফর আহমদ রাশেদ ॥ মোকারম হোসেন
অধ্যাপক শামীম রেজা ॥ রুদ্র শংকর ॥ ফারুক আহমেদ
আশিক মুস্তফা ॥ পারমিতা হিম
আমন্ত্রণে
ড. নজরুল ইসলাম
আহ্বায়ক, ৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা
অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারপারসন
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি প্রকাশনা সংস্থার অংশগ্রহণ
অঙ্কুর প্রকাশনী ॥ অন্বয় প্রকাশ ॥ অভ্র প্রকাশন ॥ অনন্যা ॥ আহমদ পাবলিশিং হাউস ॥ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ॥ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ॥ কথাপ্রকাশ
কাকলী প্রকাশনী ॥ কাশবন প্রকাশন ॥ কবি প্রকাশনী ॥ গ্রন্থকুটির ॥ জলধি ॥ নালন্দা ॥ প্রথমা প্রকাশন ॥ বেঙ্গল বুকস ॥ বাতিঘর ॥ বিদ্যাপ্রকাশ
মাওলা ব্রাদার্স ॥ সময় প্রকাশন ॥ সম্পর্ক পাবলিশার্স ॥ সাহিত্যম ॥ ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন ॥ পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি ॥ মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক
আয়োজক
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
www.nyboimela.org
Email: nyboimela@gmail.com
Media Partner CHANNEL i
Muktadhara Foundation
Principal Patrons
Dr. Ziauddin Ahmed
Dr. Fatema Ahmed
Asabur Rahman Sabu
Mita Rahman
ফোন
1 (347) 735-0405, 1 (610) 203-9695
1 (347) 235-3837, 1 (646) 255-2397
1 (646) 323-3223, 1 (347) 656-5106
শিশু কিশোরদের জন্য
1 (347) 864-1218

বাংলাদেশের ট্রাভেল এজেন্সির ওপর

৮ পৃষ্ঠার পর

হাইকমিশন জানিয়েছে, এই ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে বাংলাদেশিদের প্রতারণা ও টাকা আদায়ের অভিযোগ আছে। রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশিদের সেখানে পাঠানো হতো বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত ৫ মে এই নতুন নিষেধাজ্ঞার কথা প্রকাশ করা হয়। এতে মোট ৩৫ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মানব পাচারে জড়িত ব্যক্তি ও রাশিয়ার সামরিক ড্রোন শিল্পে যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, রাশিয়ার সামরিক সাপ্লাই চেইন ভাঙতে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যারা বিদেশিদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে রাশিয়ার হয়ে লড়াই করাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছেন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

টিআইবি প্রধান জানান, তারা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর মতো সংস্থাগুলোর সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে দুদকের পুনর্গঠন নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একটি শক্তিশালী বার্তা দিতে চায় যে, তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে লড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০২৮ সালের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলন বাংলাদেশে আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে টিআইবি।

ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আমরা বাংলাদেশে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন চেয়েছি এবং তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের অনুষ্ঠানটি ডোমিনিকান রিপাবলিকে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে এশিয়ার মাত্র তিনটি দেশ-মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়া এই সম্মেলন আয়োজন করেছে। ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ২০২৮ সাল বাংলাদেশের জন্য এই সম্মেলন আয়োজনের উপযুক্ত সময় হবে।

ইফতেখারুজ্জামান জানান, প্রধানমন্ত্রী নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন এবং মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে সরকার এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।

২৪ বছর আগের যে মামলায়

৮ পৃষ্ঠার পর

উদ্দিন শিকদার আদালতের কাছে একটি আবেদন জমা দেন।

আবেদনে আইনজীবী উল্লেখ করেন, তোফায়েল আহমেদ কাউকে চিনতে পারেন না। তার স্মৃতিশক্তি নেই। আদালতে উপস্থিত হয়ে মামলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে শারীরিকভাবে অক্ষম।

এমতাবস্থায় তোফায়েল আহমেদের মানসিক অবস্থা পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনা জানানোর পাশাপাশি অভিযোগ গঠন শুনানি পেছাতেও আবেদন করেন আইনজীবী খায়ের উদ্দিন শিকদার। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে বিষয়টি আগামী বৃহস্পতিবার (৭ মে) আদেশের জন্য রেখেছেন এবং সেদিনই অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন পুনরায় ধার্য করেছেন।

এই মামলার অন্য দুই আসামি হলেন- মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম এবং মোশাররফ হোসেন। তিন আসামির মধ্যে মোশারফ হোসেন বর্তমানে জামিনে থেকে আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন।

মামলার বিবরণী থেকে জানা যায়, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে ২০০২ সালে তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক কাজী শামসুল ইসলাম এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, তোফায়েল আহমেদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে অর্জিত ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা গোপন করার উদ্দেশ্যে সহযোগীদের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর ও উত্তোলন করেন।

এজাহারে আরও দাবি করা হয়, ম্যাডোনা অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেডের প্রধান হিসাবরক্ষক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম এবং ভোলার মোশারফ হোসেনের সঙ্গে যোগসাজশে সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল কর্পোরেট শাখা থেকে বিভিন্ন সময়ে মোট ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ওই অর্থ উত্তোলন করা হয়।

মামলাটির তদন্ত শেষে তিন জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। তবে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে দীর্ঘ সময় মামলার কার্যক্রম স্থগিত ছিল। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী আরিফুল ইসলাম জানান, সম্প্রতি উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হওয়ায় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, দুই আসামি পলাতক থাকায় গত ১৯ এপ্রিল তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এদিন মামলার অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল।

শুনানি চলাকালে তোফায়েল আহমেদের আইনজীবী খায়ের উদ্দিন শিকদার আদালতকে জানান, তার মক্কেল দীর্ঘ দিন ধরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন। মানসিক অসুস্থতার কারণে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে, ফলে তিনি আদালতে উপস্থিত হতে পারেননি।

তবে আসামিপক্ষের আবেদনটির বিরোধিতা করে দুদকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আসামি পলাতক থাকা অবস্থায় এ ধরনের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদন করতে হলে আসামিকে সশরীরে আদালতে হাজির হতে হবে। আদালত তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনটি মঞ্জুর না করে আদেশের জন্য পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে ৮২ বছর বয়সী তোফায়েল আহমেদ ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার মৃত্যুর গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল।

শর্তে রাজি না হলে মালয়েশিয়ার

৮ পৃষ্ঠার পর

বলেন, মালয়েশিয়ার বাজার ২০০৮ সালে প্রথম বন্ধ হয়। এরপর ২০১৬ সালে চালু হয়ে ১৮ সালে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২২-এ চালু হলে ২৪-এ বন্ধ হয়, যা এখনো বন্ধ রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় একাধিকবার বৈঠক ও সফর হয়েছিল, তবুও এই বাজার চালু হয়নি। কারণ মালয়েশিয়া ১০টি শর্ত দিয়েছিল; যে শর্ত মানলে বাংলাদেশে ৫টি থেকে ৭টি এজেন্সির বেশি কেউ কর্মী পাঠাতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে ৩টি শর্ত মওকুফ করে ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা দেওয়া হয়েছে। তবুও বাস্তবতা হচ্ছে মার্কেট বন্ধই আছে। আমরা যদি সিন্ডিকেট কিংবা ফেয়ার রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম-যাই বলেন, তাদের এই ধরনের শর্তে রাজি না হই, তবে মার্কেট যেভাবে বন্ধ আছে সেভাবেই থাকবে। তবে আমাদের মন্ত্রী কিছুদিন আগে সেখানে সফর করে বলে এসেছেন যে, তাঁদের শর্তে যে ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেই এজেন্সিগুলোকে যেন কর্মী পাঠানোর অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়।

মন্ত্রণালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনো দুর্নীতির দায় নেওয়া হবে না জানিয়ে নূরুল হক নূর বলেন, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ডিজি, বিএমইটির ডিজিসহ সকল কর্মকর্তাদের পরিষ্কারভাবে বলেছি যে, আমরা আপনাদের কোনো অন্যায়ের দায় কিংবা অপবাদ নিতে চাই না। কারণ আমাদের রাজনীতি করতে হবে, জনগণের কাতারে দাঁড়াতে হবে। তখন তো জনগণই বলবে যে তুমি দায়িত্বে থাকাকালীন কেন এই কাজ হয়েছে। এটা তো আমাদেরই ব্যর্থতা।

নিজের অনড় অবস্থানের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, যদি এই ব্যর্থতা দূর করতে না পারি তবে এখান থেকে সরে যাব। যদি মনে করি যে আমি ব্যর্থ হচ্ছি, তবে বিনয়ের সাথে প্রধানমন্ত্রীকে বলে দেব যে-আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু এখানে থেকে আমি কাজ করতে পারছি না।

দেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের ১১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, আরও ৫০টি হবে। কিন্তু আসলেই এতো জায়গায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সেটা যাচাই-বাছাই করা হয়নি। প্রকৃত অর্থে ১১০টি কেন্দ্র থাকলেও অনেক জায়গায় প্রশিক্ষক নেই। আবার সংসদ অধিবেশনে অনেক এমপি ডিউ লেটার (ডিও লেটার) পাঠিয়েছেন। কিন্তু যাচাই করলে দেখা যাবে অনেকের স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন নেই। তারপরও রাজনৈতিক বিবেচনায় তাঁদের অনুমোদন দিতে হয়। আমরা এখন চেষ্টা করছি চাহিদা মতো কেন্দ্রগুলোকে সুসজ্জিত করতে।

নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমি প্রবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানি। কারণ দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকে প্রবাসী অধিকার পরিষদ নামে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম। আমি দেখেছি যে কিছু কমন সমস্যা আছে এবং এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারলে তারা বেজায় খুশি হবে। সরকারও বড় ধরনের বাহবা পাবে।

অনিয়ম রোধে রিক্রুটিং এজেন্সির মূল্যায়নের ভিত্তিতে গ্রেডিং করা হবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রতারণা কিংবা অনিয়ম বন্ধে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ক্ষেত্রে আইন এবং বিধি অনুযায়ী গ্রেডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করে আমরা একটা গ্রেড দেব, যাতে মানুষ বুঝতে পারে কোন কোম্পানি ভালো এবং সুবিধাদায়ক।

তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন পেছাল ১২৬ বারের মতো

৮ পৃষ্ঠার পর

আগামী ১৮ জুন নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নিয়ে এই দম্পতির হত্যা মামলার প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ১২৬ বার পেছাল।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলামের আদালত এই তারিখ ধার্য করেন।

এদিন, মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেননি। এজন্য বিচারক প্রতিবেদন দাখিলের নতুন করে এই তারিখ দেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনিকে হত্যা করা হয়।

পরে নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার আসামিরা হলেন- রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মাসুম মিন্টু, কামরুল ইসলাম ওরফে অরুণ, আবু সাঈদ, সাগর-রুনির বাড়ির ২ নিরাপত্তারক্ষী পলাশ রুদ্র পাল ও এনায়েত আহমেদ এবং তাদের বন্ধু তানভীর রহমান খান। এদের মধ্যে তানভীর ও পলাশ জামিনে রয়েছে। বাকিরা কারাগারে আটক রয়েছেন।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের ভাড়া করা বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর ও রুনি। ঘটনার সময় বাসায় ছিল তাদের সাড়ে চার বছরের ছেলে শিশু মাহির সরওয়ার মেঘ। সাগর বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙা টিভিতে আর রুনি এটিএন বাংলায় কর্মরত ছিলেন।

নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন রুনির ভাই নওশের আলম। প্রথমে মামলাটি তদন্ত করছিল শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ।

পরবর্তীতে মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে র‍্যাব পায় তদন্তের দায়িত্ব। গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তের দায়িত্ব র‍্যাব থেকে সরিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্সের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলামের হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এক আদেশে বলেন, সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত এখন থেকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স করবে, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গঠিত হবে।

গত ২৩ অক্টোবর সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্তে উচ্চ আদালতের নির্দেশে টাস্কফোর্স গঠন করে সরকার। চার সদস্যের এই টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক হন পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই)

তিস্তা পুনরুদ্ধার প্রকল্পে চীনের সহযোগিতা চাইল বাংলাদেশ

৮ পৃষ্ঠার পর

জন্য অভিন্ন ভবিষ্যতের একটি কমিউনিটি গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনের বিভিন্ন বৈশ্বিক উদ্যোগেরও প্রশংসা করেছে ঢাকা। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সি চিন পিংয়ের চার দফা প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে উভয় দেশ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালি দিয়ে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল অব্যাহত রাখার বিষয়েও দুই দেশ একমত হয়েছে।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে এ সমস্যার পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধানে চীন সমর্থন অব্যাহত রাখবে বলে জানায়। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে সাধ্যমতো সহায়তা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয় বেইজিং।

বৈঠকের শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান তাকে ও তার প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক আতিথেয়তা দেওয়ার জন্য ওয়াং ই এবং চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ৫ থেকে ৭ মে তিন দিনের সফরে চীনে অবস্থান করছেন।

ইরান যুদ্ধে পিছু হটা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সামনে পথ নেই

১৬ পৃষ্ঠার পর

ইরান এমন যুদ্ধজাহাজকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে, যার দাম কয়েক শ কোটি ডলার। ফলে যুদ্ধ চালানোর খরচ আমেরিকার জন্য অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থত, আমেরিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতেই সমস্যা দেখা গেছে। এই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় খুব ছোট একটি গোষ্ঠীর মধ্যে, যেখানে নিয়মিত পরামর্শ বা বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া প্রায় ছিল না। জাতীয় নিরাপত্তাকাঠামোও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমনকি সন্ত্রাসবিরোধী কেন্দ্রের প্রধান জো কেন্ট প্রকাশ্যে পদত্যাগ করে জানান, সেখানে একটি 'প্রতিধ্বনি চক্র' তৈরি হয়েছিল, যা প্রেসিডেন্টকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

এই যুদ্ধ ছিল না প্রয়োজনের, না পরিকল্পিত পছন্দের। এটি ছিল হঠকারী সিদ্ধান্ত। এর পেছনে ছিল আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা। আমেরিকা তার বৈশ্বিক প্রভাব ধরে রাখতে চাইছিল। ইসরায়েল চেয়েছিল আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার করতে, যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

সবকিছু মিলিয়ে সম্ভাব্য পরিণতি হলো-যুদ্ধ শেষ হবে প্রায় আগের অবস্থায় ফিরে গিয়ে, তবে কিছু পরিবর্তন থাকবে। ইরান হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে, তাদের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়বে এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি কমে যাবে। কিন্তু ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, আঞ্চলিক প্রভাব বা ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির মতো যে বিষয়গুলো নিয়ে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেগুলো প্রায় আগের জায়গাতেই থেকে যাবে।

তবে আমেরিকা পিছু হটলেও ইরান প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে আগ্রাসী হবে না। কারণ, তারা দীর্ঘ মেয়াদে সহযোগিতা চায়। তারা নতুন করে যুদ্ধ শুরু করতে চায় না এবং রাশিয়া ও চীনের মতো শক্তিশালী মিত্ররাও স্থিতিশীলতা চায়।

সম্ভবত ট্রাম্প এই পিছু হটাকে বিজয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এই যুদ্ধ দেখিয়েছে-ইরানকে যতটা সহজ মনে করা হয়েছিল, তারা তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এই যুদ্ধ দেখিয়েছে, এই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। এই যুদ্ধ আরও দেখিয়েছে-আধুনিক যুদ্ধের প্রযুক্তি আমেরিকার জন্য আগের মতো আর সুবিধাজনক নেই।

আমেরিকা এই যুদ্ধ জিততে পারবে না-অন্তত এমন খরচে নয়, যা তারা বহন করতে পারে। তবে তারা চাইলে এখনো বাস্তবতায় ফিরতে পারে। ইরানের শাসন পরিবর্তনের চেষ্টা বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির পথে ফিরে আসতে পারে।

সিবিল ফারেস জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সমাধান নেটওয়ার্কে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাবিষয়ক উপদেষ্টা

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ।

OUR SPONSORS

PLATINUM

guidance RESIDENTIAL · UNITED PUBLIC ADJUSTERS & APPRAISERS, INC. · SMA LAW OFFICE OF SARDAR M. ASADULLAH PLLC

GOLD

MortgageDepot Leader in Home Financing · LIBOR · AMANA LEGAL PC Islamic Estate Planning, Family Law, & Real Estate A Division of The Amana Collective

SILVER

Citywide Insurance Agency · MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP. · CHASE

CORPORATE

Nacmias Law Firm · HAWK-EYE INSPECTIONS · SJ INNOVATION AI FIRST SOLUTIONS · CMG HOME LOANS

TEAM FAHEEM & TEAM KARLIN
GO RASCAL MORTGAGE BROKERS
Presents
USBCCI REAL ESTATE EXPO 26

GET EVENTS TICKET

DATE
Saturday, May 16, 2026

TIME
10:00 AM TO 6:00 PM

VENUE
NEW YORK LAGUARDIA AIRPORT MARRIOTT.

A COLLABORATIVE AND DEAL MAKING EVENT FOR REAL ESTATE PROFESSIONALS, INVESTORS, BUYERS AND SELLERS.

6+ Expert Panels
Gain insights from industry leaders

60+ Exhibitors
Showcasing top real estate & financial services

1,500+ Attendees
Unmatched networking opportunities

Event Highlights

CONFIRMED EXHIBITORS

GoRascal · guidance RESIDENTIAL · SMA LAW OFFICE OF SARDAR M. ASADULLAH PLLC · MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP. · MortgageDepot Leader in Home Financing · SJ INNOVATION AI FIRST SOLUTIONS · Tabby · NYC Buildings

M&T Bank · AMINA RASHAD & ASSOCIATES · One Key MLS · CMG HOME LOANS · EMRAN ESTATES REALTY · HAWK-EYE INSPECTIONS · Quality Closings · NYC Department of Housing Preservation & Development

MAHA CONSTRUCTION · AHAD&CO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS · Citizens · sunrun · HAB BANK · NEW YORK LIFE · UNITED PUBLIC ADJUSTERS & APPRAISERS, INC.

NEW YORK STATE Department of Public Service · EXIT REALTY DKC · TalkChain · ESHIKA SIGN SUPPLY · conEdison · GLOBAL · Citywide Insurance Agency · HBF LAW OFFICES

RE/MAX HERITAGE · INTERNATIONAL SECURITY SERVICES · IRS · LNMB HOME LOANS INC. · RHL Law Law Offices of Richard H. Lee · RECOMM · LAW OFFICE OF SHAFI CHOWDHURY · CHASE · Nacmias Law Firm

Why Attend?

- Network with 200+ industry professionals & decision-makers
- How to get up to $15,000 in down payment assistance with 0% interest
- Attend expert panels, workshops, and speaker sessions
- Ready to Buy? Get Pre-Approved ON THE SPOT
- Buy your dream home with just 3% down as a first-time homebuyer

ORGANIZED BY USBCCI U.S. Bangladesh Chamber of Commerce & Industry

IN COLLABORATION WITH LIBOR · Queens Chamber of Commerce

MEDIA SPONSOR DAILY NEWS MEDIA GROUP

TECH PARTNER USBD DIGITAL SOLUTIONS

www.usbccireexpo.com · **REGISTER NOW** · **Call: +1212-347-6364** · **Email: info@usbcci.org**

প্রিমিয়াম পণ্যের বাজার যেভাবে তার

১০ পৃষ্ঠার পর

থেকে ৫০% হ্রাস পেয়েছে। একই সঙ্গে সরবরাহ সংকট ও উচ্চমূল্যের কারণে জিলেট, গার্নিয়ার এবং নিভিয়ার মতো বিশ্বখ্যাত পার্সোনাল কেয়ার ব্র্যান্ডগুলোর আনুষ্ঠানিক বিক্রি ব্যাপকভাবে কমেছে।

মাত্র চার বছর আগেও সুপারস্টোরগুলোর তাক কিটক্যাট, স্নিকার্স, ডেইরি মিল্ক, পার্ক, আমুল এবং ফেরেরো রোশারের মতো আমদানিকৃত চকোলেটে ঠাসা থাকত। বর্তমানে সেই চিত্র আমূল বদলে গেছে। তাকগুলোতে পণ্য থাকলেও- এখন দেশি চকোলেটের আধিপত্য। আমদানিকৃত ব্র্যান্ডগুলো খুব সীমিত পরিমাণে দেখা যাচ্ছে।

স্বপ্ন সুপারশপের একজন সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জানান, ২০২২ সালে একটি কিটক্যাট চকোলেট মাত্র ২৫ টাকায় বিক্রি হতো, যার বর্তমান দাম ৫০ টাকা। ২০০ গ্রামের ফেরেরো রোশার বক্স চার বছর আগে ৭০০ টাকা ছিল, যা এখন প্রায় ১,৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তিনি আরও যোগ করেন, আগে ক্যান্ডি বা লজেন্সের প্রায় ৯০% ছিল আমদানিকৃত, যা মূলত যুক্তরাজ্য, ভারত, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার এবং মালয়েশিয়া থেকে আসত। এখন সেই অংশটি প্রায় ৫০% কমে গেছে। আশরাফ বিন তাজ জানান, বাংলাদেশের প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার চকোলেটের বাজারে আগে বিদেশি ব্র্যান্ডগুলোর আধিপত্য ছিল, কিন্তু এখন আমদানি ৩০% থেকে ৫০% কমেছে।

এর কারণ হিসেবে তিনি কঠোর আমদানি নিয়ন্ত্রণ, এলসি খোলার বিধিনিষেধ, উচ্চ শুল্ক, কাস্টমস মূল্যায়নে কড়াকড়ি এবং টাকার অবমূল্যায়নকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, "অপরিহার্য নয় এমন পণ্যের আমদানিকে নিরুৎসাহিত করায় পুরো ভোক্তা বাজারে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।চ বড় রিটেইল চেইনগুলোতে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে- স্কিনকেয়ার, প্রসাধনী, শিশুখাদ্য, চকোলেট, সিরিয়াল এবং প্রিমিয়াম হেয়ার কেয়ার পণ্যের তীব্র সংকট রয়েছে।

ক্রেতারা বলছেন, তাদের কেনাকাটার অভ্যাসে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। গুলশানের বাসিন্দা রেশমা আরা জানান, এখন একটি নির্দিষ্ট লোশন খুঁজতে তাকে চার-পাঁচটি সুপারমার্কেট ঘুরতে হয়। আরেক ক্রেতা শারমিন হক বলেন, কিছু পণ্য অনলাইনে দেখা গেলেও সেগুলোর দাম অনেক বেশি অথবা কয়েক সপ্তাহ ধরেও আউট অব স্টক বা স্টকে নেই দেখায়।

এনআরবিসি ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশনের প্রধান হাসনাত রেজা মহিবুল আলম জানান, ২০২২ সালের তুলনায় বিলাসজাত ও প্রিমিয়াম পণ্যের এলসি খোলা এবং নিষ্পত্তি ৩০% থেকে ৪০% কমেছে। তিনি বলেন, ২০২২ সালে ডলার সংকট শুরু হলে সরকার বিলাসপণ্য আমদানির এলসি নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি আরোপ করে এবং ব্যাংকগুলো খাদ্য ও জরুরি পণ্য আমদানিকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে চকলেট, কসমেটিকস ও গাড়ির মতো পণ্যের আমদানি ব্যাপক হারে হ্রাস পায়। তবে এখন কড়াকড়ি শিথিল হওয়ার পরও- চাহিদা ও আমদানি আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি।

বড় ব্র্যান্ড, কঠিন বাস্তবতা

নাইকি, পুমা, অ্যাডিডাস, লেভিস এবং জিওর্ডানোর মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা ডিবিএল গ্রুপ এই পরিবর্তনের এক স্পষ্ট উদাহরণ। ডিবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. এম. জব্বার বলেন, ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রিমিয়াম ক্রেতা বাড়ার আশায় তারা এসব বড় বিনিয়োগ করেছিলেন।

তিনি বলেন, "দেশের প্রবৃদ্ধির ওপর আস্থা রেখেই আমরা বাংলাদেশে নাইকি বা পুমার মতো ব্র্যান্ড চালু করেছিলাম। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তন, ইরান যুদ্ধ, ডলারের দর এবং শুল্ক হার বেড়ে যাওয়ায় ভিন্ন এক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বিশাল ছাড় (ডিসকাউন্ট) দিচ্ছি, তবুও পণ্য বিক্রি হচ্ছে না। পুরনো স্টক বিক্রি না হলে, আমরা নতুন কালেকশন আনতে পারি না। প্রিমিয়াম পণ্য নিয়ে আমরা সত্যিই খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।চ

রিটেইলাররা বলছেন, ফ্যাশন পণ্য এবং জুতোর ক্ষেত্রে নতুন কালেকশনই মূলত ক্রেতাদের দোকানে টানে। কিন্তু সময়মতো নতুন পণ্য আমদানি করতে না পারায় ক্রেতা সমাগম কমে যাচ্ছে।

সুপারশপগুলো আর প্রিমিয়াম নেই

আমদানিকৃত পণ্যের অভাব এবং আকাশচুম্বী দামের কারণে, সুপারশপগুলোর সেই প্রিমিয়াম লুক বা জৌলুস ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। নিভিয়া, জিলেট, ফেরেরো বা প্রিংগেলসের সারিগুলো এখন হয় ফাঁকা পড়ে আছে, নয়তো সেখানে দেশি বিকল্প পণ্য রাখা হয়েছে।

আগোরা জানিয়েছে, গত তিন বছরে তাদের আউটলেটগুলোতে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ ৪৫% থেকে ৩০%-এ নেমে এসেছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে প্রসাধনী, স্কিনকেয়ার ও রূপচর্চা সামগ্রীর ওপর।

আগোরার সিইও খন্দকার নূর-এ-বোরহান বলেন, অনেক ক্রেতা শুরুতে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো বাজার থেকে উধাও হতে পারে। তবে কয়েক দোকান ঘোরার পর তারা বাস্তবতা মেনে নিচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, অতিরিক্ত দামের কারণেও অনেক ক্রেতা বিমুখ হচ্ছেন; কিছু পণ্যের দাম আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে।

স্বপ্ন-এর কর্মকর্তারা জানান, ক্রেতারা এখন বিলাসজাত আমদানিকৃত পণ্যের বদলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও সাশ্রয়ী দেশি পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন। প্রতিষ্ঠানটির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, আগে যে পণ্যের দাম ১,২০০ টাকা ছিল, তার দাম এখন ২,৫০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা। ৫৫০ টাকার সিরিয়াল এখন ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তিনি বলেন, "অনেক ক্রেতা এখন স্রেফ আমদানি করা পণ্য কেনাই বন্ধ করে দিয়েছেন।চ

বিলাসজাত পণ্যের এই মন্দা এখন দেশের সংগঠিত লাইফস্টাইল এবং ফ্যাশন চেইনগুলোর ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রিমিয়াম বিউটি ও লাইফস্টাইল পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায়- বিক্রি সচল রাখতে সুন্দরা বাংলাদেশ-কে বর্তমানে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বিশাল ছাড়ের ওপর নির্ভর করছে।

বিলাসবহুল ঘড়ি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান টাইমজোন-ও বর্তমানে- শপিং মলগুলোতে ক্রেতা সমাগম কমে যাওয়ার সংকটে ভুগছে; কারণ সাধারণ পরিবারগুলো এখন তাদের শৌখিন খরচ কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, সানা সাফিনাজ, মারিয়া বি, স্যাফায়ার এবং ভাসভির মতো ব্র্যান্ড পরিচালনাকারী মাসকো গ্রুপের রিটেইল বিভাগেও পোশাক বিক্রির গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং সংকুচিত বাজেটের কারণে, ক্রেতারা এখন উৎসবকেন্দ্রিক কেনাকাটা কিংবা প্রিমিয়াম ফ্যাশন পণ্য কেনা থেকে বিরত থাকছেন।

দামের ধাক্কা ও এমএভি চাপ

আমদানিকারকরা বলছেন, ২০২৩ সালের শেষ এবং ২০২৪ সালের শুরুর দিকে- বেশকিছু পণ্যের মিনিমাম অ্যাসেসেবল ভ্যালু বাড়িয়ে দেওয়ায় আমদানিতে বড় ধাক্কা লেগেছে। একজন আমদানিকারক জানান, আগে যে স্কিনকেয়ার পণ্যের কাস্টমস মূল্যায়ন কেজিপ্রতি ৮ ডলার ছিল, তা এখন ২০ ডলার ধরা হচ্ছে। ফলে মোট শুল্কের হার ১৩০% থেকে ১৪০% পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ইতিমধ্যে নিভিয়ার বেশকিছু ঋতুভিত্তিক পণ্যের আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। আশরাফ বিন তাজ বলেন, "দাম যদি অনেক বেড়ে যায়, তাহলে তো কাস্টমার কিনবে না। ফলে শেলফে পণ্য নষ্ট হবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় এবং গুদামের জায়গারও অপব্যবহার হয়।চ নতুন ট্যাক্স ও শুল্ক মূল্যায়নের কাঠামোর কারণে অনেক ছোট আমদানিকারক ইতিমধ্যে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন।

তবে সবচেয়ে বড় মানসিক ধাক্কাটি হচ্ছে তিন দশক পরে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল-এর প্রস্থান। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে প্রবেশ করা এই প্রতিষ্ঠানটি ২০২৫ সালের শুরুতে তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। ফলে জিলেট রেজর, প্যাম্পার্স, ওলে এবং ওরাল-বি-এর মতো পণ্যগুলো বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে।

মন্থর গতির এক বছর

টানা মূল্যস্ফীতি, ভোক্তাদের আস্থাহীনতা, ডলার সংকট, এলসি বিধিনিষেধ এবং টাকার দ্রুত অবমূল্যায়ন-সব মিলিয়ে এই মন্দা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মার্চে ৮.৭১ থাকলেও- এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে, যা মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমিয়ে দিচ্ছে। এমনকি উচ্চ আয়ের পরিবারগুলো-তুলনামূলক কম আয়ের শ্রেণিপেশার চেয়ে সামান্য প্রভাবিত হলেও এখন শৌখিন বা আমদানিকৃত পণ্য কেনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্ক থাকছেন।

কর্ণফুলী রিটেইল-এর বিজনেস হেড মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, যখন ভোক্তারা আশঙ্কা করেন যে ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়বে বা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি হবে, তখন তারা অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা স্থগিত করেন। এটি লাক্সারি বা বিলাসজাত পণ্যের বাজারের জন্য বড় ক্ষতি। কারণ এখানে ভোক্তার আয়ের পাশাপাশি তাদের মনোভাব, আস্থা ও কেনাকাটার সময়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ব্যবসায়িক খাতের মনস্তত্ত্বেও এই মন্দার ছাপ স্পষ্ট। সাধারণত বেতনভুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের হাত ধরেই প্রিমিয়াম পণ্যের বাজারের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বর্তমানে বেতনের ধীরগতি, বোনাস কমে যাওয়া এবং ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তার কারণে এই শ্রেণির অনেকেই সবার আগে প্রিমিয়াম পণ্যের কেনাকাটায় রাশ টেনেছেন।

খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, বিত্তবান ক্রেতারা এখনো কেনাকাটা করছেন ঠিকই, তবে তা আগের চেয়ে অনেক কম। তারা এখন অনেক বেশি বাছ-বিচার করছেন এবং যখন বিশেষ কোনো ছাড় বা অফার থাকছে, কেবল তখনই পণ্য কিনছেন। তথ্যসূত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

সংঘাত বন্ধে অগ্রগতি নেই,

৬ পৃষ্ঠার পর

যায়নি। প্রস্তাবটিতে মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। এরপর ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিসহ আরও বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার কথা।

আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বহু প্রতীক্ষিত চীন সফর শুরু হওয়ার আগেই এ সংঘাতের ইতি টানতে চাপ ক্রমেই বাড়ছে। কারণ, এই যুদ্ধ বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে এবং বিশ্ব অর্থনীতির জন্যও বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করেছে।

এক মাস আগে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে হরমুজ প্রণালি ও এর আশপাশে সম্প্রতি সবচেয়ে বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল আবারও হামলার মুখে পড়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

সংঘর্ষে যুদ্ধবিরতি চাপে

ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা ফার্স জানিয়েছে, শুক্রবার হরমুজ প্রণালিতে ইরানি বাহিনী ও মার্কিন জাহাজের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয়েছে। পরে তাসনিম বার্তা সংস্থা এক ইরানি সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। তবে আরও সংঘর্ষ হবে না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা ইরান-সংশ্লিষ্ট দুটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে, যেগুলোর মধ্যে একটি ইরানি বন্দরে ঢোকার চেষ্টা করছিল।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তেহরান মূলত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। যুদ্ধের আগে বিশ্বের মোট তেল পরিবহনের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হতো।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ইরানি জাহাজগুলোর ওপর অবরোধ আরোপ করে। তবে এ বিষয়ে অবগত এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সিআইএর এক মূল্যায়নে বলা হয়েছে, ইরানের বন্দরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের কারণে তেহরান অন্তত আরও চার মাস পর্যন্ত গুরুতর অর্থনৈতিক চাপে পড়বে না। এতে ভোটার ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই সংঘাতে তেহরানের ওপর ট্রাম্পের প্রভাব কতটা কার্যকর, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম যে সিআইএ বিশ্লেষণের কথা প্রকাশ করেছিল, তা সম্পর্কে এক জ্যেষ্ঠ গোয়েন্দা কর্মকর্তা "দাবিগুলোচ মিথ্যা বলে মন্তব্য করেছেন।

সংঘর্ষ শুধু জলপথেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংযুক্ত আরব আমিরাত জানিয়েছে, শুক্রবার ইরান থেকে ছোড়া দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও তিনটি ড্রোন তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিহত করেছে। এ ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন।

ইরান এর আগেও সংযুক্ত আরব আমিরাত ও উপসাগরীয় অন্যান্য দেশকে (যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে) লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। আমিরাতের ভাষ্য অনুযায়ী, এ সপ্তাহে ইরান হামলা আরও বাড়িয়েছে। এর কারণ ছিল ট্রাম্পের ঘোষিত "প্রজেক্ট ফ্রিডমচ, যার লক্ষ্য ছিল হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তা দেওয়া। তবে ট্রাম্প ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই পরিকল্পনা স্থগিত করেন।

ট্রাম্প গত বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, ৭ এপ্রিল ঘোষিত যুদ্ধবিরতি সাম্প্রতিক সংঘর্ষ সত্ত্বেও এখনও কার্যকর রয়েছে। অন্যদিকে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি শুক্রবার বলেছিলেন, "যখনই কূটনৈতিক সমাধানের সুযোগ সামনে আসে, যুক্তরাষ্ট্র তখনই বেপরোয়া সামরিক অভিযানের পথ বেছে নেয়।চ

যেভাবে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করে দেশে

৫ পৃষ্ঠার পর

যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশে ফিরে আসা নিয়ে আজ শনিবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ। সাংবাদিক টম পেরি গজারিয়া এসে মোহনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন।

মোহন জানান, তিনি ও তার সহকর্মীদের যখন ইউক্রেনে রাশিয়ার অধিকৃত দোনেৎস্কের একটি সেনাশিবিরে পাঠানো হয়, তখন সেখানকার কমান্ডার তাকে জানান, তিনি তাদের ব্যাটালিয়নে যোগদানের চুক্তিতে সই করেছেন।

টেলিগ্রাফকে মোহন বলেন, আমি কমান্ডারকে নিয়োগকারী সংস্থার দেওয়া কাগজ দেখালাম। সেখানে লেখা ছিল, আমরা কোনো যুদ্ধে জড়াব না। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমাকে আসলে প্রতারিত করা হয়েছে।

তিনি জানান, দোনেৎস্কে ভয়াবহ ড্রোন হামলা হতো। তখন তাদের বরফে ঢাকা ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিতে হতো।

মোহন বলেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত ইউক্রেনীয় শহর আভদিভকাতে আমাদের পাঠানো হয়েছিল। সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে পড়ি। কামানের গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে আমি নিজে আহত হই। সেখানে মাইন বিস্ফোরণে বন্ধুকে নিহত হতে দেখেছি।

মোহন

মোহনের রাশিয়া যাওয়া ও দেশে ফেরা

১। জুলাই ২০২৪: রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের সোবোডনিতে একটি গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টে ইলেকট্রিশিয়ান পদে নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেখেন।

২। আগস্ট ২০২৪: আরও কয়েকজন বাংলাদেশির সঙ্গে রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা হন।

৩। ডিসেম্বর ২০২৪: একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে চারমাস কাজ করার পর, আরেকটি রাশিয়ান সংস্থা সামরিক বাহিনীর জন্য ইলেকট্রনিক্সের কাজের প্রস্তাব নিয়ে যোগাযোগ করে। মোহনকে উড়োজাহাজে রোস্তভ-অন-ডনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ নেন।

৪। জানুয়ারি ২০২৫: উড়োজাহাজে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইউক্রেনীয় শহর আভদিভকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যুদ্ধের ফ্রন্টলাইন লজিস্টিক ইউনিটে যোগ দেন মোহন। পরের আট মাস যুদ্ধের ময়দান থেকে রাশিয়ানদের মরদেহ বহন করতে বাধ্য করা হয়।

৫। অক্টোবর ২০২৫: ছুটিতে মস্কো পৌঁছাতে সক্ষম হন। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে জরুরি ভ্রমণপত্র সংগ্রহ করেন এবং ঢাকায় ফিরতে বিমানের টিকিট কেনেন।

৬। অক্টোবর ২০২৫: উড়োজাহাজে উঠতে বাধা পেলেও শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে আসেন।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পরেই শোনা যায় ভাড়াটে সৈনিকের কথা। চাকরির বিজ্ঞাপনসহ নানা কৌশলে শত শত বিদেশিকে প্রলুব্ধ করে যুদ্ধের ময়দানে পাঠায় দুই দেশই।

ভালো আয়ের আশায় এবং যুদ্ধের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না-এমন প্রতিশ্রুতিতেই গজারিয়া থেকে সোবোডনিতে গিয়েছিলেন মোহন।

মোহন জানান, তাদের ইউনিটে আরও কয়েকজন বাংলাদেশি ছিলেন। ওই ইউনিটে রুশ যোদ্ধাও ছিল। ইউনিটটিকে প্রতিদিনই যুদ্ধ করতে হতো।

তিনি জানান, রুশ কমান্ডাররা বেতন চুরি করত এবং প্রতিবাদ করলে রাইফেলের বাট দিয়ে পেটানো হতো। ভুল করলে মাটির নিচে নিয়ে নির্যাতন করা হতো। অনেক সময় বিবস্ত্র করে সিলিং থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হতো।

আমি বুঝতে পারছিলাম, আটকা পড়ে গেছি। পালানোর কোনো পথ ছিল না। প্রতিটা সেকেন্ড আতঙ্কে থাকতাম, মনে হতো কখন যে প্রাণ চলে যায়, টেলিগ্রাফকে বলেন তিনি। তিনি জানান, রাশিয়া পৌঁছানোর পর কমান্ডারদের পক্ষে এক রুশ এজেন্ট প্রথমে তাকে উন্নত জায়গায় কাজের প্রলোভন দেখান। কর্মস্থলটি যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে বলেও জানানো হয়েছে।

কিন্তু, তাদের রোস্তভ-অন-ডনের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ৩ সপ্তাহের মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়।

যদিও আমাকে বলা হয়েছিল সম্মুখ সমরে থাকব না। কিন্তু আমাকে অ্যাসল্ট রাইফেল ব্যবহার, আরপিজি ফায়ার ও গ্রেনেড নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তারা যখন বলেছিল এটা প্রশিক্ষণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমি তখন তাদের বিশ্বাস করেছিলাম, বলছিলেন মোহন।

পরে মোহনকে আভদিভকার একটি ঘাঁটিতে নেওয়া হয়।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

১৫ই মে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে ৫৪তম পরিবেশনা ‘প্রেসার কুকার’ নিয়ে দর্শকদের কাছে আসছে বায়োস্কোপ ফিল্মস

পরিচয় ডেস্ক : আগামী ১৫ই মে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে ৫৪তম পরিবেশনা ‘‘প্রেসার কুকার’’ নিয়ে দর্শকদের কাছে আসছে বায়োস্কোপ ফিল্মস । খুরুধার পরিচালক , দর্শকদের পালস বোঝা পরিচালক - এটা হবে বায়োস্কোপ ফিল্মস পরিবেশনায় রায়হান রাফি’র ৬ ষঠ ছবি । বায়োস্কোপ ফিল্মস একমাত্র “দহন” ছাড়া তার প্রতিটি ছবি দেখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়। ‘‘প্রেসার কুকার’’ একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ছবি । আর এ ছবিতে সুনিশ্চিতভাবে একজন নতুন উদীয়মান তারকা কে দর্শকরা দেখতে পাবেন - নাজিফা তুশি ।
আসছে ঈদে এবহ ত যে দুটা ছব্রির পেছনে ছুটেছে - ‘‘ প্রেসার কুকার ‘‘ তার একটি । তারুণ্য যেমন bold, তারুন্য যেমন দেয়াল-ভাঙ্গার মত উদ্দাম - এই ছবিটি তেমনি ।
চার চরিত্রে আছেন - চার জন অভিনেত্রী । ছবিটি এদেরই গল্প ।

গ্রাম ছেড়ে জীবনের সাথে লড়তে এরা এসেছে অট্টালিকায় ঢাকা - ঢাকা শহরে । ‘‘ প্রেসার কুকার ‘‘ দর্শকদের গুলশান বনান্ত্রির লাক্সারি বহুল আরামদায়ক জীবনের কথা বলবে না , শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরাম কেদারা’র লিভিং রুমের কথা বলবে না - বলবে কি ভয়ঙ্কর দৃঢ়তায় এই মানুষগুলো জীবনের সৌন্দর্যকে তুলে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে । এবং বলবে - রায়হান রাফি’র মত এক নিপুন কারিগরের চোখ আর শিল্পবোধ দিয়ে । মুনশিয়ানা দিয়ে । আরেকটি কথা - ‘‘ প্রেসার কুকার ‘‘ ছবিটির মুল গল্প একটি ‘‘ ম্যাসাজ পারলার ‘‘ এর উপর কেন্দ্র করে । এই ম্যাসাজ কর্মীরা রাবিন্দ্রীক বা শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের ভাষায় কথা বলে না । এই নারী করমীদের ভাষা খেটে খাওয়া মানুষের ভাষা ।
তাই বায়সকোপ ফিল্মস স্বেচ্ছায় ‘‘ Parental Discretion Advised ‘‘ লেবেল গ্রহন করেছে। শ্বশুর- শাশুড়ি , চাচা - মামা - এবং বাচ্চাদের সাথে না নেয়াই ভাল। বন্ধু - বান্ধবী , হাযব্যান্ড - ওয়াইফ এদের নিয়ে দেখা যেতেপারে- উপভোগ করবেন।
এ ছবি দেখে বেরুনোর পর - দর্শকদের সবার মুখে একটি নাম বার বার উচ্চারিত হতে বাধ্য - নাযিফা তুশি । ‘‘ হাওয়া ‘‘ তে বোবা করে রাখা এই নাযিফা তুশি - ‘‘ প্রেসার কুকার ‘‘ ছবিটি জুড়ে দাপটের সাথে আছেন বললে কম হবে । আরজেন্টিনা টীমে মেসি যেমন মিডফিল্ড থেকে সব কিছু মারশালের মত চালান - ‘‘ প্রেসার কুকার’’ এর অবয়ব জুড়ে আছে এই অভিনেত্রীর অসামান্য পেরফরমান্স ! চাহনি , প্রেসেন্স, অভিনয় এবং নির্ভেজাল নোয়াখালী উচ্চারনে ছবিটিকে আগলে রেখেছেন আদি থেকে অন্ত । শুধু এই পেরফরমান্স এর জন্য হলেও ‘‘ প্রেসার কুকার ‘‘ দেখা উচিৎ । নিউ ইয়র্ক সিটির Kew Gardens এ ‘‘প্রেসার কুকার’’ এক সপ্তাহ ধরে চলবে ।
অগ্রীম টিকিট এখনি কেটে ফেলুন -

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের দাবি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

৬০ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা ছিল মাত্র ১১ হাজার ৪০০। অর্থাৎ ট্রাম্পের শাসনামলে এটি প্রায় ৬০০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে, বাইডেন প্রশাসনের শেষ সময়ে প্রতি মাসে গড়ে ৭৫০ জন অভিবাসী স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়তেন, যেখানে গত মার্চ মাসেই এই সংখ্যা ৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ ‘সেলফ ডিপোর্টেশন’ বা স্বপ্রণোদিত প্রত্যাবাসন নীতি এই বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় অভিবাসীরা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের একটি অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের সমর্পণ করে নগদ অর্থ সহায়তা এবং বিনামূল্যে বিমানে চড়ে দেশে ফেরার সুযোগ পাচ্ছেন।
আইনগতভাবে ‘ভলান্টারি ডিপারচার’ বা স্বেচ্ছায় প্রস্থান সাধারণ বহিষ্কারাদেশের চেয়ে কিছুটা নমনীয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অভিবাসীর নামে কোনো আনুষ্ঠানিক বহিষ্কারাদেশ রেকর্ড হয় না, যা ভবিষ্যতে বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পথ খোলা রাখে। তবে এই সুবিধা পেতে হলে আবেদনকারীর কোনো গুরুতর অপরাধের রেকর্ড থাকা চলবে না এবং সাধারণত তাকে নিজ খরচেই দেশ ছাড়তে হয়।
সমালোচনার মূল জায়গাটি হলো, এই ৮০ হাজার অভিবাসীর মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার বা আটক কেন্দ্রে বন্দি থাকা অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মানবাধিকার কর্মীদের দাবি, অভিবাসীরা আইনি লড়াইয়ের চেয়ে বন্দিশালার দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি পেতেই তড়িঘড়ি করে নিজ দেশে ফেরার আবেদন করছেন। ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য এই সমালোচনাকে উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছে যে, তাদের অভিবাসন বিরোধী কঠোর অবস্থান সফলভাবে কাজ করছে।
ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বাইডেন প্রশাসনের সময় যে শিথিলতা ও আইনি ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছিল, তা বন্ধ করে বর্তমান প্রশাসন কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করছে। তাদের মতে, অনিবন্ধিত অভিবাসীদের এই প্রস্থান মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। একদিকে প্রশাসনের কঠোর আইন প্রয়োগের সাফল্য এবং অন্যদিকে অভিবাসীদের অসহায়ত্বের এই বিপরীতমুখী চিত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন রাজনীতিতে নতুন এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

ওয়াসিংটন ডিসি তে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটি এবং বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটির এএপিআই সামিটে অংশ গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদের সবচেয়ে বড় সামাজিক সংগঠন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটি এই প্রথম ওয়াসিংটন ডিসির ক□্যাপিটেল বিল্ডিংএর কংগ্রেসনাল অডিটরিয়ামে নিউ ইর্য□কের সিনেটের ক্রিস্টিন জিলিব□্যান্ডের আমন্ত্রণে এশিয়ান প□্যাসেফিক আইল্যান্ড সামিটে অংশগ্রহণ করে।
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সামিটে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটি অংশগ্রহণ ছিল বাংলাদেশে কমিউনিটির জন□্য

এক মাইলফলক । সোসাইটির পক্ষ থেকে সামিটে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী , সাথে ছিলেন সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান । মোহাম্মদ আলী তার বক্তব্যে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ কমিউনিটি বহু দিনের দাবি একটি বাংলাদেশে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপনের জন□্য জোরালো দাবি জানান এবং অন্যান্য সংগঠনের জন□্য সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের চালানো জন□্য সোশ্যাল ফান্ডের বরাদ্দের উপর গুরুত্বারোপ আরোপ করেন , তিনি উল্লেখ করেন যে কমিউনিটির সেন্টার স্থাপন হলে বয়স্কের জন□্য সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা প্রদান. শিশুদের জন□্য বিশেষ কেয়ার ইউনিট তৈরি করে সুন্দর ভবিষ্যৎ করার লক্ষ্যে কাজ করা সহ যুবসমাজের জন□্য বিশেষ উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একটি সুন্দর কমিউনিটি গড়া হবে উল্লেখ করেন । এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কমিউনিটি জন□্য সরকারী সুযোগ সুবিধা বন্চিত হওয়ার কথা তুলে ধরেন । সিনেটরে পক্ষ থেকে বিষয়টিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তাৎক্ষণিক ভাবে আলোচনা ব□্যবস্হা করা হয়ে সেই আলোচনায় সোসাইটির পক্ষ থেকে মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটির পক্ষ থেকে আমিন মেহেদী ও সেলিম খান অংশগ্রহণ করেন । সিমিটে বাংলাদেশী মালিকানাধীন স্মল বিজনেস এর পক্ষে অংশগ্রহণ করন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও ব□্যবসায়ী নওশাদ হায়দার ।

সামিটে নিউ ইর্য□কের প্রভাবশালী সিনেটর ও সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক শুমার, কংগ্রেসওমেন গ্রেস মেন্ক সহ আরো অনেক আইনপ্রণেতা অংশগ্রহণ করেন। সামিটে সিনেটর চ□্যক স□ক্ষশুমার এর পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের ক□্যাপটেল বিল্ডিংএর বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ব□্যবস্হা করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

KANON FILMS
Impress Telefilm Limited.
Bioskope Films
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
KANON FILMS & IMPRESS TELEFILM
PRESENT
PRESSURE COOKER
A TRIBUTE TO TAREQUE MASUD
A FILM BY RAIHAN RAFI
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
NEW YORK
KEW GARDENS CINEMAS
8105 LEFFERTS BLVD. KEW GARDENS, NY 11415
WELCOME TO
NEW YORK
FRI MAY 15TH @ 2:00 PM, 5:15 PM, 8:00 PM
SAT MAY 16TH @ 1:00 PM, 4:20 PM, 7:45 PM
SUN MAY 17TH @ 1:00 PM, 4:20 PM, 7:45 PM
MON MAY 18TH @ 3:00 PM, 7:30 PM
TUE MAY 19TH @ 3:00 PM, 7:30 PM
WED MAY 20TH @ 3:00 PM, 7:30 PM
THU MAY 21ST @ 3:00 PM, 7:30 PM
TICKETS ONLINE AND AT THEATRE TICKET BOOTH
অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে - টিকিট হল বুথ এবং থিয়েটারে অনলাইনে
BIOSKOPE FILMS 54TH
USA CANADA PRESENTATION

‘২০২৬ এশিয়ান ট্রেইলব্লেজার্স’ তালিকায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণ নেতা কাজী জেমি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণ নেতা কাজী জেমিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও নীতিনির্ধারণী সংবাদমাধ্যম ‘সিটি অ্যান্ড স্টেট নিউইয়র্ক’ তাদের মর্যাদাপূর্ণ ‘২০২৬ এশিয়ান ট্রেইলব্লেজার্স’ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এ যেন এক গর্ব ও অনুপ্রেরণার মুহূর্ত।

নিউইয়র্ক স্টেটে এশিয়ান আমেরিকান কমিউনিটির সবচেয়ে প্রভাবশালী, প্রতিশ্রুতিশীল এবং পরিবর্তনের অগ্রদূত নেতাদের এই তালিকায় স্থান পাওয়াকে অত্যন্ত সম্মানজনক অর্জন হিসেবে দেখা হয়।

বর্তমানে কাজী জেমি নিউইয়র্কের অন্যতম শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন ‘৩২বিজে এসইআইইউ’-এর স্টেট অ্যান্ড ফেডারেল পলিটিক্যাল কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অল্প বয়সেই তিনি নিউইয়র্কের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছেন। এর আগে তিনি নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামসের লেজিসলেটিভ কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য ডেভিড ওয়েপরিন ও ক্যাটালিনা ক্রুজের লেজিসলেটিভ ডিরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

‘সিটি অ্যান্ড স্টেট নিউইয়র্ক’ তাদের প্রতিবেদনে কাজী জেমির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। শ্রমিক অধিকার রক্ষা, অভিবাসী পরিবারগুলোর সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তার সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। বিশেষ করে ‘ওয়েজ থেফট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট’ এবং ‘ক্লিন স্লেট অ্যাক্ট’ এগিয়ে নিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

কমিউনিটি বিশ্লেষকদের মতে, কাজী জেমির এই অর্জন শুধু একজন ব্যক্তির সাফল্য নয়; এটি পুরো প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের জন্য এক ইতিবাচক বার্তা। একসময় যেসব বাংলাদেশি পরিবার নিউইয়র্কে কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছিল, আজ তাদের নতুন প্রজন্ম আমেরিকার মূলধারার রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলছে। এটি প্রমাণ করে, বাংলাদেশি তরুণরা এখন আর শুধু ব্যবসা বা চাকরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; তারা আমেরিকার ক্ষমতার করিডোরেও নিজেদের জায়গা তৈরি করছে।

কাজী জেমির এই স্বীকৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান তরুণদের জন্য বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন কমিউনিটি নেতারা। তারা বলছেন, মেধা, পরিশ্রম ও সঠিক নেতৃত্ব থাকলে বাংলাদেশিরাও আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম।

জেমির বাবা কাজী হেলাল আহমেদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেলের এই সাফল্যের খবর শেয়ার করে গভীর আবেগ ও গর্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, নিউইয়র্কের এশিয়ান আমেরিকান কমিউনিটির ‘টপ ৫০ পাওয়ারফুল লিডার্স’-এর তালিকায় কাজী জেমির অন্তর্ভুক্তি শুধু তাদের পরিবারের নয়, পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য সম্মানের বিষয়।

সন্তানের ভরণপোষণের বকেয়া শোধ না করলে বাতিল

৬০ পৃষ্ঠার পর

সন্তান থাকে না) অন্য অভিভাবককে (যার কাছে সন্তান থাকে) সন্তানের মৌলিক খরচ বাবদ নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদান করেন। এই অর্থ সন্তানের মৌলিক চাহিদা যেমন-খাবার, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, তারা মার্কিন আইন মেনে চলা জোরদার করতে এবং মার্কিন পরিবারগুলোকে সহায়তা করতে বাস্তবভিত্তিক উপায় ব্যবহার করছে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এর মাধ্যমে অভিভাবকদের সন্তানদের প্রতি আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব কার্যকর করা হবে।

যাদের এ ধরনের বকেয়া রয়েছে, তাদের পাসপোর্ট বাতিল এড়াতে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের সংস্থাগুলোর সঙ্গে অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কোনো পাসপোর্ট একবার বাতিল হয়ে গেলে, সেটি আর ভ্রমণের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যাদের পাসপোর্ট বাতিল করা হবে, তারা সন্তানের ভরণপোষণের বকেয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত নতুন পাসপোর্ট পাওয়ার যোগ্য হবেন না বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র দপ্তর।

দপ্তরটি এক বিবৃতিতে বলেছে, বিদ্যমান ফেডারেল আইনের অধীনে সন্তানদের ভরণপোষণে অবহেলার জন্য প্রকৃত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই পদক্ষেপটি আমেরিকান শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ ২ হাজার ৫০০ ডলারের বেশি বকেয়ার কারণে পাসপোর্ট বাতিলের সুযোগ ১৯৯৬ সালের একটি ফেডারেল আইনে রাখা হয়েছিল, যদিও আইনটি খুব কমই প্রয়োগ করা হয়েছে।

এর আগে সাধারণত এমন বকেয়া থাকা ব্যক্তিরা পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন করলে তবেই এই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতো।

নতুন নীতির আওতায় পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের সঙ্গে কাজ করে বকেয়া থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করবে এবং তাদের পাসপোর্ট বাতিল করবে।

এই নীতি কবে থেকে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে দপ্তরটি নির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি।

তবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, এটি শুক্রবার থেকে কার্যকর হতে পারে। এ বিষয়ে বিবিসি পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব ব্যক্তি পাসপোর্ট বাতিল হওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করবেন, তাদের দেশে ফিরে আসার অনুমতি পেতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বা কনস্যুলেটে গিয়ে জরুরি ভ্রমণ নথি সংগ্রহ করতে হবে।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩ মে রোববার বিকেলে নিজস্ব কার্যালয়ে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি, বোর্ড অব ট্রাস্টি ও নির্বাচন কমিশনের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ । যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। সভায় কার্যকরী সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারন সম্পাদক- আবুল কালাম ভুঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ

হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য- হারুনও রশিদ (চেয়ারম্যান), জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাসান খান।

বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ও সদস্য কাজী আজহারুল হক মিলন, আজিমুর রহমান বোরহান, আব্দুর রহিম হাওলাদার, ডা. এনামুল হক, জুনাইদ চৌধুরী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহসান হাবীব এবং নাঈম টুটুল।

নির্বাচন কমিশন সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, কমিশনের সদস্য বদরুল এইচ খান, মিঠু হামিদ, মিয়া মোঃ দুলাল।

সভার শুরুতেই নব গঠিত নির্বাচন কমিশনকে কার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। এ সময় নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের হাতে তাদের নিয়োগ ও পরিচয় পত্র তুলাতেন কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা।

পরিচয় পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন এ সময় তিনি তাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা ও কমিশনের বাকি সদস্যদের মনোনীত করায় সোসাইটির কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সাথে তিনি বলেন বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে আমরা একটি অবাক, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপহার দিতে চাই তবে এসব কিছু কোনভাবেই আমাদের একার পক্ষে সম্ভব হবে না যদি না আমরা সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা পাই।

এছাড়াও উপস্থিত অন্যান্য কমিশনাররাও তাদের বক্তব্যে সোসাইটির কর্মকর্তা ছাড়াও প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় উপস্থিত ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ বোর্ড সদস্যরা নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন সর্ব অবস্থায় নির্বাচন কমিশনকে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এদিকে সংগঠনের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কর্মকর্তারা তাদের বক্তব্যে নির্বাচন কমিশনার প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কমিশন সদস্যদের আহ্বান জানান। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২২ মে নিউইয়র্কে ৩৫তম আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা উদ্বোধন, চলবে ২৫ মে পর্যন্ত

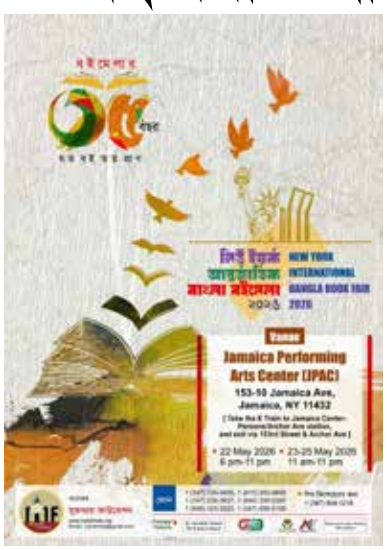

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ৩৫তম আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬ আগামী ২২ মে থেকে ২৫ মে কুইন্সের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। চার দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য এই আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খ্যাতিমান লেখক, কবি, গবেষক, প্রকাশক ও সংস্কৃতি অনুরাগীরা অংশগ্রহণ করবেন। মেলায় বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৫টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নিচ্ছে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই বইমেলা ১৯৯২ সাল থেকে প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের বইমেলাকে আরও বিস্তৃত ও আন্তর্জাতিক পরিসরে উপস্থাপনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বইমেলায় আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. নজরুল ইসলাম। সহযোগী আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন ড. ওবায়েদুল্লাহ মামুন এবং রাব্বানী ভূঁইয়া। মেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও বিশ্বজিত সাহা বইমেলার সার্বিক সমন্বয়, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, প্রকাশনা কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানা যায়।

বইমেলার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন অধ্যাপক ড. রওনক জাহান এবং ফরিদুর রেজা সাগর। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন ভারতের বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার, লেখক ফারুক মঈনউদ্দীন, গবেষক দীপেন ভট্টাচার্য এবং জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সাদাত হোসাইন। এছাড়া আমন্ত্রিত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ড. আবদুন নূর, গৌতম দত্ত, কৌশিক সেন, অধ্যাপক বিরূপাক্ষ পাল, অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, রুমা মোদক, জাফর আহমদ রাশেদ, মোকাররম হোসেন, অধ্যাপক শামীম রেজা, রুদ্র শংকর, আশিক মুস্তাফা এবং পারমিতা হিম। সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নেবেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অদিতি মহসিন। চার দিনব্যাপী এ আয়োজনে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, লেখক-পাঠক আড্ডা, শিশু-কিশোর অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। দেশ-বিদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণে বইমেলা প্রাঙ্গণ হয়ে উঠবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত মিলনমেলা। এবারের বইমেলায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির দুই প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব শামসুদ্দীন আবুল কালাম এবং মহাশ্বেতা দেবী-কে বিশেষভাবে স্মরণ করা হবে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, জন্মশতবর্ষে তাঁদের সাহিত্য ও সমাজচিন্তার অবদান নিয়ে বিশেষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। অন্য প্রকাশ, প্রথমা প্রকাশন, সময় প্রকাশন, পাঞ্জেরী, অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলা প্রকাশ, কবি প্রকাশনী, বাতিঘরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নতুন ও জনপ্রিয় বই পাঠকদের জন্য প্রদর্শিত হবে। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা শুধু একটি বই বিক্রির আয়োজন নয়; এটি বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম। প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই আয়োজন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিরাপদ অভিবাসনে বৈশ্বিক সহযোগিতার আহ্বান

৬০ পৃষ্ঠার পর

জোরদার এবং অভিবাসীদের ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার বাড়াতে বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ।

শুক্রবার (৮ মে) জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরামের সাধারণ বিতর্কে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ 'হোল-অফ-গভর্নমেন্ট অ্যান্ড হোল-অফ-সোসাইটি' পদ্ধতির মাধ্যমে অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা জোরদার করছে এবং অভিবাসীদের ন্যায়বিচারে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কাজ করছে।

তিনি আরও বলেন, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশন (জিসিএম) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে 'মাইগ্রেশন কমপ্যাক্ট টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৬-২০৩০ মেয়াদের জাতীয় কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

আরিফুল হক চৌধুরী জানান, প্রথম আইএমআরএফে দেওয়া বাংলাদেশের ১০টি অঙ্গীকারের মধ্যে সাতটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ নতুন ছয়টি অঙ্গীকার জমা দিয়েছে এবং দুটি আঞ্চলিক উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনকে অভিবাসনের একটি ক্রমবর্ধমান কারণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য নির্ভরযোগ্য অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

মন্ত্রী নিরাপদ অভিবাসন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয়ও পুনর্ব্যক্ত করেন।

নিউ ইয়র্ক বাংলা বই মেলার পোস্টমর্টেম

তোফাজ্জল লিটন

কাজ করার চেয়ে সমালোচনা করা সহজ। এই সহজ কাজটি যদি প্রতি বইমেলার শেষে নিয়মিতভাবে আয়োজন করে করা হতো, তাহলে হয়তো এই লেখার প্রয়োজন হতো না।

মূল সমালোচনায় যাওয়ার আগে বলে নেওয়া ভালো, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ৩৫ বছর ধরে নিউইয়র্কে বাংলা বইমেলার আয়োজন করে আসছে। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বাংলাদেশ ও কলকাতার পর এটিই পৃথিবীর বৃহত্তম বাংলা বইমেলা। বইমেলা হলেও আয়োজনটি শুধু বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পাঠক, লেখক, প্রকাশক এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ এই আয়োজন।

ঝকঝকে নীল আকাশের নিচে বড় বড় সবুজ গাছের সারিতে ঘেরা ছায়াঘন চত্বর। জমিদার বাড়ির আদলে ইটের নকশায় তৈরি শৈল্পিক

স্থাপত্যের সুউচ্চ ভবন। সামনের সবুজ জমিনজুড়ে বাংলাদেশের নামকরা প্রকাশনা সংস্থাগুলো নতুন বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। শাড়ি-পাঞ্জাবি পরা শত শত পাঠক, কবি-সাহিত্যিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রাঙ্গণজুড়ে। কেউ বই কিনছেন, কেউ প্রিয় লেখকের সঙ্গে ছবি তুলছেন। অদূরে ঘাসের ওপর আড্ডা জমেছে কারও কারও। বিকেলের আলো নরম হয়ে এলে দূরে কোথাও দলবেঁধে বাংলা গান গাওয়ার শব্দ ভেসে আসে। পাশে একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, করতাল, ঢোল বিক্রি করছেন খান ভাই। চা-সিঙ্গারা, মুড়ি-ছোলা আর টক-ঝালের নানা স্বাদের পিঠার সুবাস মিশে যায় বইয়ের নতুন পাতার গন্ধে। রঙিন ফেস্টুনে সাজানো প্রাঙ্গণজুড়ে লেখা থাকে বই পড়ার আহ্বান-বই হোক বিশ্ব বাঙালির মিলনসেতু। এমন বর্ণনার পর আলাদা করে বলে দিতে হয় না এটি কোনো বইমেলার দৃশ্য। অনেকেই হয়তো প্রথমে ভাববেন, বর্ধমান হাউসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অমর একুশে গ্রন্থমেলার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এটি নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার সাম্প্রতিক আসরের চিত্র। ২০২২ সালের আগে বইমেলা চার দেয়ালের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকলেও ৩১তম আসর থেকে জামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারকে কেন্দ্র করে খোলা প্রাঙ্গণে নতুন রূপে থিতু হয়েছে এই আয়োজন। এখন প্রতিবছর খোলা আকাশের নিচেই বসে বইমেলা। এবারের আয়োজন শুরু ২২ মে, চলবে ২৫ মে পর্যন্ত।

বৃহত্তরের পরিমাপ নির্ধারণ করে বড় সংখ্যক সাহিত্যিক ও পাঠকের অংশগ্রহণ। এ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় নতুন বই। সমসাময়িক গুণী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণও এই আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গত ৩৪ বছরে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক কোনো না কোনোভাবে এই আয়োজনে যুক্ত হয়েছেন। ২০০১ সালের বইমেলায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, হুমায়ূন আহমেদ এবং ইমদাদুল হক মিলন একত্রে বইমেলার উদ্বোধন করেছিলেন।

বাংলাদেশে প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার উদ্যোগে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বইমেলা। পৃথিবীব্যাপী বাঙালির সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে সেই অমর একুশে

গ্রন্থমেলা। বইমেলার প্রতিষ্ঠাতাকে সম্মান জানিয়ে তাঁর নামে পুরস্কার প্রদান করে একটি কৃ
তজ্ঞ মানসিকতার
পরিচয় দিয়েছে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন।
নিউইয়র্ক বাংলা
নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলাটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু হলেও পরিসর বড় হওয়ার পর সেটি 'মুক্তধারা ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আয়োজনটি বাঙালি জনসমাজের হয়ে উঠে। ফাউন্ডেশটির প্রতিষ্ঠাতাও বিশ্বজিত সাহা, তিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠানটির 'সিইও' হিশেবে থেকে কর্ম পরিচালনা করছেন। সুদীর্ঘকাল ধরে কোনো অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদ একই ব্যক্তির অধিকারে থাকার বিষয়টি কোনো প্রতিষ্ঠানের 'ব্যক্তিগত' থেকে 'প্রতিষ্ঠান' হয়ে উঠার যাত্রাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা আজ প্রবাসী বাঙালি সমাজের এক সামষ্টিক পরিচয়চিহ্ন। এ বইমেলার অনুসরণ-অনুকরণে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এখন বাংলা বইমেলা হচ্ছে।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার নামকরণ করা হয়েছে "নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা"। আগেও যেমন বাংলাদেশের প্রকাশক-সাহিত্যিক এবং অন্য দুই একটি দেশের গুটিকয় বাঙালি লেখদের অতিথি হিশেবে নিয়ে আসা হতো, এখনও তেমনই হচ্ছে। শুধু আন্তর্জাতিক শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে আরোপন করা হয়েছে।

প্রচার করা হয়, বিশ্বের বাণিজ্যিক রাজধানী নিউইয়র্কের এই বইমেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্বদরবারে। কিন্তু কীভাবে? বাংলা ভাষাভাষীদের বাইরে অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীর লেখক-পাঠককে মেলা প্রাঙ্গণে চোখে পড়ে না বললেই চলে। গণমাধ্যম বলতেও বাংলা। অতিথি হিসেবে বিদেশি কেউ কেউ থাকেন কালে ভদ্রে। আন্তর্জাতিক তকমাটিকে সত্যিকার অর্থে সার্থক করতে হলে শুধু বাংলাদেশ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার জৈন্তা'র মতবিনিময় ও সংবর্ধনায় মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী

আমি সিলেট-৪ আসনের এমপি হলেও মন্ত্রী হিসেবে সারা দেশের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফররত শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এমপি-কে সংবর্ধিত করেছে তার নির্বাচনী এলাকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামাজিক সংগঠন ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার জৈন্তা, নিউইয়র্ক।

বলেন, আমি সিলেট-৪ আসনের এমপি হলেও মন্ত্রী হিসেবে সারা দেশের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত। ন্যায় আর সততার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেত চাই এবং সবার সহযোগিতা চাই। তিনি বলেন, আমি এমপি, মন্ত্রী হতে চাইনি, দল আর দলের চেয়ারম্যান চেয়েছেন, এলাকার মানুষ ভোট দিয়েছেন বলে আমি নির্বাচিত হয়েছি। এজন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দলের চেয়ারপর্সন মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া ও দলের চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, আমি আমার সাধ্যমতো আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবো।

গত বৃহস্পতিবার (৭ মে) সন্ধ্যায়, জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে এই মতবিনিময় ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে ৭ দফা দাবিনামা একটি স্মরকলিপি ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা রশীদ আহমদের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. জুন্নুন চৌধুরী, ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ও ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল গফফার চৌধুরী খসরু, ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মাওলানা যাকারিয়া মাহমুদ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক জামীল আনসারী। তেলাওয়াত ও দুআ পরিচালনা করেন আস-সাফা ইসলামিক সেন্টারের ইমাম মাওলানা রফিক আহমদ রেফাহী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সহ সভাপতি মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র উপদেষ্টা গওহর চৌধুরী কিনু, গোয়াইনঘাট প্রবাসী ট্রাস্টের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুর রব, ফাউন্ডেশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলী, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি নূরে আলম জিকু, সিলেট মহানগর বিএনপি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী আজমল বক্স সাদেক, ফ্লোরিডা বিএনপি নেতা হাজী আব্দুর রকীব, নিউজার্সী ষ্টেট বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নুল হক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী আরো বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকা সিলেট-৪ এর গোয়াইন ঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ মূলত: অবহেলিত জনপথ, শ্রমিক নির্ভর, তবে পর্যটন এলাকা হিসেবে সম্ভাবনাময়। তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় রাস্তা-ঘাটের অভাবে অনেক এলাকায় যেতে পারিনি। তাই এলকার সব সমস্যা আমি অবগত এবং এসব বিষয়ে ধাপে ধাপে পদক্ষেপ নেয়া হবে। এছাড়াও সিলেট বিভাগের সার্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সিলেটের ১৯জন এমপি মিলে আমরা আলোচনা করছি।

মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সিলেটসহ সারা দেশের উন্নয়নে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তা আগামী এক বছরের মধ্যে দৃশ্যমান হবে। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ছিল জনগণের দায়িত্ব, এখন সেই দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের। তারাই জনগণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করবেন এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যে সে অগ্রগতি সম্পর্কে জনগণ অবগত হতে পারবেন।

বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে বিদেশগামী কর্মীদের নিয়ে সিন্ডিকেট সক্রিয় ছিল। সেই সিন্ডিকেড আমরা চিহ্নিত করেছি। ইতিমধ্যেই দুজনকে গেফেতার করা হয়েছে। এখন থেকে শুধু টিকিটের খরচে কর্মীরা বিদেশ যেতে পারবেন বলে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। বিদেশে লোক পাঠানোর আগে তাদেরকে ট্রেইন আপের উপরও গুরুত্বারোপ করেন মন্ত্রী। তিনি আরও জানান, যেকোন বিমানবন্দরে লাগেজ নিয়ে হয়রানি ও কাটাছেঁড়া এবং ইমিগ্রেশনে অহেতুক ভোগান্তি বন্ধে ইতোমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে যেভাবে সিটিবাসীদের প্রত্যাশা পূরণ করেছি, সেই আলোকেই সিলেট-৪ আসনের জনগণ আমাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছেন। আমিও এলাকার জনগণের প্রত্যাা পূরনে সচেষ্ট থাকবো। তবে তিনি তার দায়িত্বের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় এলাকার ছোট-খাটো সমস্যা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা পঞ্চায়াতের মাধ্যমে সমাধানের আহবান জানিয়ে বলেন, সব সমস্যার ব্যাপারে আমাকে চাইলে আমি অন্য কাজ করবো কিভাবে। তাই সবাইকে মিলেই এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি আরও বলেন, দালালের মাধ্যমে অতিরিক্ত খরচে বিদেশে গিয়ে অনেকেই কাজ না পেয়ে বিপদে পড়ছেন। এতে প্রবাসীরা আর্থিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ সমস্যা সমাধানে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণভিত্তিক জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে।

জাপানের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ভাষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কম খরচে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে।

এছাড়া তিনি বলেন, সিলেট থেকে জাফলং পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের উন্নয়নে সরকার কাজ করছে এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটন খাত উন্নয়নের জন্যও বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি (উত্তর)-এর সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা এম এ বাতিন, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, কুলাউড়া-বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খছরু, সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুর রব, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ-সভাপতি যোসেফ চৌধুরী, সাবেক আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমদ মনির ও মাওলানা আবুল কালাম। অতিথিদের মধ্যে সময় স্বল্পতার জন্য অনেকেই বক্তব্য না দিয়ে তাদের সময়টুকু সংবর্ধিত মন্ত্রীকে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহনাজ হোসেনের আয়োজনে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩ মে হলিসের ১০০-৩৭, ১৯৬ স্ট্রিটে নিউইয়র্কের কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহনাজ হোসেন ও মাহবুব হোসেনের উদ্যোগে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩। নব বর্ষ উদযাপনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনাসহ ব্যাপক আয়োজনরে মধ্যে ছিল পান্তা-ইলিশ, ভর্তা-ভাতসহ মজাদার সব খাবার। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী নাজু আখন্দ, কামরুজ্জামান বকুল, সবুজ সহ অন্যান্যরা। দর্শকরা প্রাণভরে উপভোগ করেন শিল্পীদের মনোজ্ঞ এ পরিবেশনা।

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন এ উৎসবে। অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে নব বর্ষের আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন সকলে । সার্বিক তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এর কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী ।

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহনাজ হোসেন ও মাহবুব হোসেন এ আয়োজনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

লং আইল্যান্ডের 'নিম্মি'স ভিলায় বর্ণিল বাংলা বর্ষবরণ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর ও শামসুন নাহার নিম্মি দম্পতির বাড়ি 'নিম্মি'স ভিলায় উদযাপিত হয়েছে বাংলাবর্ষ ১৪৩৩। কমিউনিটির এ প্রিয় দম্পতির আমন্ত্রণে পরিবারের ঘনিষ্টজন ও বন্ধুরা এ উৎসবে যোগ দেন। উৎসব উপলক্ষে 'নিম্মি'স ভিলার ব্যাক ইয়ার্ড সাজানো হয় বর্ণিল সাজে। ফুটিয়ে তোলা হয় বাংলার ঐতিয্যের প্রায় সবকিছু। রঙিন পোশাকে উৎসবে উপস্থিত হন আমন্ত্রিতরা। গান, ফান, জোকস ও খাওয়া দাওয়ায় অনুষ্ঠানস্থল পরিণত হয় এক খন্ড মিনি বাংলাদেশে। গ্রামীণ জনপদের ঐতিহ্যগুলো তুলে ধরা হয়ে দিনব্যাপী আয়োজনে। লাইভ ইলিশ ভাজা, পান্তা ও প্রায় ২০ পদের ভর্তা, মিষ্টান্ন, পিঠা-পুলিসহ অন্তত অর্ধশত পদের খাওয়া দাওয়া ছিল অতিথিদের জন্য। মাটির চুলায় রান্না, সরিষা তেলে ইলিশ নিজ হাতে ভাজেন আমন্ত্রিত অতিথিরা খোলা আকাশের নীচে। অতিথিদের নিয়ে ভালোবাসার চিঠিসহ ছিল একাধিক প্রতিযোগিতার আয়োজন। বাংলাদেশের ঢাক-ঢোল, ডালা, কুলা, পালকি, মিষ্টি পান ও মুদি দোকান, চটপটি-ফুচকার স্টল ছিল উপভোগ্য।

রমনার আদলে গাচের নিচে প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দয্যে, মেঘে ঢাকা দুপুর গড়িয়ে বিকেলের আবহাওয়া ছিল দারুণ। দুপুরে 'এসো হে বৈশাখ'র সমবেত সংগীত দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। সংগীত পরিবেশন করেন উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শাহ মাহবুব, লেমন চৌধুরী, ফারহানা তুলি, রফিকুল হক টিটো ও শামসুন নাহার নিম্মি। এর পর একে একে সংগীত পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব, লেমন চৌধুরী, ফারাহানা তুলি ও রফিকুল হক টিটো। আমন্ত্রিত সংগীত শিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন ফোবানা চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ ও এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারি ফিরোজ আহমেদ। জোকস বলেন রফিকুল হক টিটো। পুরুষদের ভালোবাসার চিঠি লেখার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন শহীদ মোহাইমি। দ্বিতীয় হয়েছেন গিয়াস আহমেদ এবং তৃতীয় হয়েছেন মোহাম্মদ সেলিম হারুন। গোলক ধাধার উপহার পর্বে পুরস্কার জিতেছেন নিপু।

দিনব্যাপী উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারি ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাপ্তাহিক ইনকিলাব সম্পাদক জাহিদ আলম, এনওয়াইপিডির সার্জেন্ট হুমায়ুন কবীর, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর লায়ন নুরুল আজিম, কমিউনিটি এক্সিভিস্ট লায়ন আহসান হাবীব, চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ, কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন, কমিশনার মোহাম্মদ সেলিম হারুন, কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার এম এ হান্নান, মানিকগঞ্জ সমিতির সাবেক সভাপতি ও ড্রামা সার্কল নিউ ইয়র্কের লুৎফুর রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট লায়ন আবদুর রশিদ বাবু, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোরশেদ আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাসান চৌধুরী রিজভী, রাজনীতিবীদ নুরুল আনোয়ার চৌধুরী বাহার, ব্যবসায়ী শহীদ মোহাইমিন, নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী, লীগ অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট শাহীদা হাই, কমিউনিটি নেতা তুহিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের ছবি তুলেছেন তুষার পিক, হাবিুল চৌধুরী ও আহসান পলাশ। আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেক কিছু পাল্টালেও হালখাতা আর পান্তা-ইলিশের সেই চিরায়ত ঐতিহ্য অমলিন ছিল অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন নুর জাহান রিতু।

আগামী ১৫ মে থেকে ১৭ মে নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা

পরিচয় ডেস্ক: : স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান-কে তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে দ্বিতীয়বারের মতো এবছরও নিউইয়র্কে 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা-২০২৬' আয়োজিত হচ্ছে। আগামী ১৫ মে থেকে ১৭ মে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। মেলার আয়োজক সংগঠন হচ্ছে একাত্তরের প্রহরী। এই উপলক্ষে গত ২ মে, শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জানানো হয়, নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ইভাঞ্জেল ক্রিশ্চিয়ান সেন্টারে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলার প্রথম দিনের কর্মকান্ড চলবে। অন্যান্য দিন অর্থাৎ ১৬-১৭ মে শনি ও রোববার সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলবে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন আমেরিকান কবি ও অনুবাদক ক্যারোলিন রাইট। খবর ইউএনএ'র।

সভায় বলা হয়, 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা' শুধু একটি বইমেলা নয়- এটি প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। বইমেলায় দেশের প্রথিতযশা লেখকদের বই, প্রবাসী লেখকদের প্রকাশনা, শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ আয়োজন, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা সভা এবং লেখক-পাঠক সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ থাকবে। সভায় জানানো হয়, এবারের বইমেলায় আধুনিক স্টল ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল বুক কর্নার, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রদর্শনী এবং শিশুদের জন্য সৃজনশীল কর্মশালার মতো ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা প্রবাসে বাংলা বইমেলাকে নতুন মাত্রা দেবে। মেলাটি সফল করতে সবার সার্বিকসহযোগিতা কামনা করা হয়।

সভায় মেলার কমিটির আহ্বায়ক, একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লুৎফুন নাহার লতা, এ্যানি ফেরদৌস, মিনহাজ আহমেদ, জাকারিয়া চৌধুরী, ফকির ইলিয়াস, ড. দীলিপ নাথ, মাঈনুল ইসলাম, মাইনুজ্জামান চৌধুরী সহ আরো অনেকে। সভা পরিচালনা করেন মেলা কমিটির সদস্য সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া।

সভায় ড. জিনাত নবী সহ প্রবাসী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক ও সংগঠকেরা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে এক আনন্দঘন মুহূর্তে ড. নূরুন নবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে উপস্থিত সকলে তাঁকে এক গুচ্ছ ফুল দিয়ে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

মাত্র একটি স্টেটেই, 'ফুড স্ট্যাম্প' (ঝঘঅচ) সুবিধাভোগী ১৪,০০০ মানুষ বিলাসবহুল গাড়ির মালিক

৬০ পৃষ্ঠার পর

সুবিধাভোগী ১৪,০০০ মানুষ বিলাসবহুল গাড়ি চালাচ্ছিলেন-যার মধ্যে ছিল বেন্টলি, ফেরারি, ল্যাম্বরগিনি, মাজেরাত্তি, পোর্শে এবং আরও অনেক নামিদামি ব্র্যান্ডের গাড়ি!

যার বিস্তারিত পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হলো:

৩টি বেন্টলি, ৩টি ফেরারি, ১১টি ল্যাম্বরগিনি, ৫৯টি মাজেরাত্তি, ১৪১টি পোর্শে, ২৪৪টি আলফা রোমিও, ৩০৬টি ল্যান্ড রোভার, ২,০৯৮টি টেসলা, (এবং লেক্সাস, বিএমডব্লিউ ইত্যাদি ব্র্যান্ডের আরও হাজার হাজার গাড়ি)

সেক্রেটারি রোলিন্স সেইসব ফাঁকফোকরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন, যার সুযোগ নিয়ে প্রতারকরা এই সরকারি সাহায্য ব্যবস্থার অপব্যবহার করে আসছে-আর এর পুরো খরচ বহন করতে হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমী যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের। ইতিমধ্যেই ৪৩ লক্ষেরও বেশি মানুষকে ঝঘঅচ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে; মৃত ব্যক্তিদের নামে আর কোনো সরকারি সুবিধা তোলা সম্ভব হচ্ছে না; এবং ট্রাম্প প্রশাসন এখন সরকারি অর্থের অপচয়, জালিয়াতি ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এমন কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

ঝঘঅচ কর্মসূচিটি মূলত সেইসব আমেরিকানদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তৈরি, যাদের সত্যিই এই সহায়তার প্রয়োজন-এটি সেইসব বিলাসবহুল গাড়ির মালিকদের জন্য নয়, যারা আপনার কষ্টার্জিত অর্থের ওপর ভর করে বিলাসিতায় গা ভাসাচ্ছে।

প্রবীণ নেতা তোফায়েল আহমেদ-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা: যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের তীব্র নিন্দা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা তোফায়েল আহমেদ-এর বিরুদ্ধে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানার ঘটনায়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের অবিসংবাদিত ছাত্রনেতা, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সংগঠক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঘনিষ্ঠ সহচর ও তাঁর রাজনৈতিক সচিব এবং একজন সাবেক মন্ত্রী হিসেবে তোফায়েল আহমেদের অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে তারেক রহমান-এর নেতৃত্বাধীন বর্তমান রাজনৈতিক প্রবণতা এমন একটি পথ অনুসরণ করছে, যা অতীতে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির মতোই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, চেতনা ও গৌরবকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। তোফায়েল আহমেদ-এর মতো একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্যবস্তু করা কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, এটি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই আঘাত করার শামিল। এই ধরনের পদক্ষেপ জাতির ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টা এবং শহীদদের আত্মত্যাগকে অবমূল্যায়ন করে।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ দেশ-বিদেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, এই ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ, তোফায়েল আহমেদ-এর বিরুদ্ধে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জোর দাবি জানাচ্ছে।

সিগারেটের দিন ফুরিয়ে আসছে-কারণ কী?

৬০ পৃষ্ঠার পর

নতুন আইন অনুযায়ী, ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি বা তারপরে জন্ম নেওয়া যে কারো কাছে সিগারেট বিক্রি করা চিরতরে অবৈধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ২০২৭ সালের নিউ ইয়ারের দিনে যাদের বয়স ১৭ বছর বা তার কম হবে, তারা আইনিভাবে আর কখনোই তামাকজাত পণ্য কিনতে পারবেন না। তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই প্রজন্মভিত্তিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তামাক নীতি মূলত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহ্য করার মতো-যেখানে তামাকের ওপর উচ্চহারে কর বসানো, নিয়ন্ত্রণ করা বা নিরুৎসাহিত করা হয়, কিন্তু পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয় না। তবে ব্রিটিশ সরকারের এই নতুন পদক্ষেপ দেশটিকে শেষ পর্যন্ত তামাকের পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার দিকে নিয়ে যাবে। নিষেধাজ্ঞা শব্দটি শুনলেই সাধারণত সহিংসতা, অপরাধ এবং নীতিগত ব্যর্থতার আশঙ্কা জেগে ওঠে। তবে প্রজন্মভিত্তিক তামাক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যই প্রথম দেশ নয় এবং সম্ভবত এটিই শেষ নয়। গত নভেম্বরে ছোট দ্বীপ দেশ মালদ্বীপও একই ধরণের আইন করেছে। নিউজিল্যান্ড ২০২২ সালে এমন একটি আইন পাস করলেও পরে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে তা কার্যকর হওয়ার আগেই বাতিল করে দেয়।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের ব্রুকলিন শহরসহ অন্তত ২২টি জনপদ এমন প্রজন্মভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা পাস করেছে, যা হয়তো ভবিষ্যতে পুরো অঙ্গরাজ্যেই তামাক নিষিদ্ধের পূর্বাভাস।

এই ধরণের ক্রমবর্ধমান নিষেধাজ্ঞার প্রবণতা এক কৌতূহল জাগানিয়া সম্ভাবনা তৈরি করেছে, আর তা হলো-তামাক নিষিদ্ধ হওয়াটা আসলে একে পুরোপুরি বর্জন করার কোনো বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ নয়, বরং দীর্ঘদিনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহ্য করারই একটি চূড়ান্ত পরিণতি। কয়েক দশক ধরে চলা আইনিসহ নানা কড়াকড়ির ফলে তামাক ব্যবহারকারীদের সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনি এটি যে সামাজিক সমর্থন পেত তাও ধসে পড়েছে। অন্যভাবে বললে, ধূমপানকে সামাজিকভাবে খারাপ কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই মূলত একে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে।

এই পরিবর্তনের প্রভাব কেবল তামাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে আমাদের অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তারকারী সোশ্যাল মিডিয়া বা জুয়ার অ্যাপের মতো আসক্তিমূলক পণ্যগুলোর ক্ষেত্রেও এই একই ধারণা প্রযোজ্য হতে পারে। যেহেতু আধুনিক সব অ্যাপ বা পণ্যের নকশা মানুষকে ক্রমশ আসক্ত করে তুলছে, তাই ভবিষ্যতে এই ধরণের পণ্য নিষিদ্ধ করার প্রথা আবারও ফিরে আসতে পারে।

সিগারেটের ওপর এই বড় ধরণের আঘাত আসার প্রক্রিয়া অবশ্য অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সালেও অন্তত ৪০ শতাংশ আমেরিকান ধূমপায়ী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে এই হার ধারাবাহিকভাবে কমেছে। আজ মাত্র ১০ জন আমেরিকানের মধ্যে একজন ধূমপান করেন।

সরকারের বিভিন্ন নীতিগত পরিবর্তন এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরে বড় ভূমিকা রেখেছে। ১৯৬৪ সালে আমেরিকার সার্জন জেনারেল জনসমক্ষে প্রথম সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন, ধূমপান ক্যানসার সৃষ্টি করে। এর পরপরই সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা এবং প্যাকেটে সতর্কতামূলক লেবেল লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়। এরপর আসে পরিচ্ছন্ন বায়ু আইন এবং নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে তামাক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলোর ২০০ বিলিয়ন ডলারের সেই ঐতিহাসিক আইনি সমঝোতা। এই পুরো প্রক্রিয়ায় মার্কিন নীতিনির্ধারকরা সিগারেট পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা ছাড়া আর যা যা করা সম্ভব ছিল তার সবই করেছিলেন। সরাসরি নিষিদ্ধ না করে তারা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এক ধরণের মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছিলেন। যেখানে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের আসক্তি ধরে রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের নিরুৎসাহিত করা হতো এবং সিগারেট কেনা বা ধূমপানের স্থানের ওপর ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। তামাক নিয়ন্ত্রণের এই নীতিগুলো একটি পর্যায় পর্যন্ত বেশ ভালো কাজ করেছে। তবে ধূমপান এখনও প্রতি বছর প্রায় ৫ লাখ আমেরিকানের প্রাণ কেড়ে নেয়, যা অতিরিক্ত মাদক সেবনে মৃত্যুর তুলনায় প্রায় সাত গুণ বেশি। মৃত্যুর হার সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের ওপর নির্ভর করে, তাই ধূমপায়ী জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ভবিষ্যতে মৃত্যুর সংখ্যাও কমে আসা উচিত। তবে একটি বিশ্লেষণ বলছে, ২০৩৫ সালেও বর্তমানে ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তামাক বিরোধী প্রচার এবং একে সামাজিকভাবে হেয় করার যে চেষ্টা ছিল, তা এখন হয়তো তার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। যারা এখনও নিয়মিত ধূমপান করেন, তাদের কি আর অজানা আছে যে তামাক তাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে? তবে মজার বিষয় হলো, তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির সাফল্যের কারণেই এখন পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করার মতো মানুষের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, ২০২৩ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে যে অধিকাংশ আমেরিকানই সব ধরণের তামাকজাত পণ্য নিষিদ্ধ করার পক্ষে। তামাকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের আইনি কড়াকড়ি শেষ পর্যন্ত এমন এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, যা এখন পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার পথ প্রশস্ত করছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র যে যুক্তরাজ্যকে পুরোপুরি অনুসরণ করবে না, তারও অনেক কারণ আছে। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে ধূমপানের চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের বোঝা সরাসরি করদাতাদের বহন করতে হয়।

নিউইয়র্কে আগামী ১৭ মে রবিবার অনুষ্ঠেয় ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’ সফল করার আহ্বান

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে আগামী ১৭ মে রবিবার অনুষ্ঠেয় ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’ সফল করার আহ্বান জানান প□্যারেড আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

তাঁরা আরো বলেন, এ আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হবে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

প্যারেড আয়োজনে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ গত ২ মে শনিবার জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে মিট দ্য প্রেস’র আয়োজন করেন। এ সময় আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলো নিজেদের ভাবনা তুলে ধরে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ভুলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্যারেডে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডে প্যারেড কমিটির গ্র্যান্ড মার্শাল এম আজিজ, চেয়ারম্যান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, কনভেনর গিয়াস আহমেদ, মেম্বার সেক্রেটারী ফাহাদ সোলায়মান, চিফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর লায়ন ফেডি রকি ও প্যারেড অর্ডিনেটর আব্দুস সোবহানসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আয়োজকরা জানান, ১৭ই মে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এই প্যারেডের মাধ্যমে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। সেইসাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্যারেড সফল করারও আহ্বান জানান তারা। তারা আরো জানান, প্রবাসের শতাধিক সংগঠনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে এবারের বাংলাদেশ ডে প্যারেড। প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি প্যারেডে অংশ নিবেন বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনের বাঙালি তারকারা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র, নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নরসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত বাঙালিদেরও।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা এবং অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, রিচি সোলায়মানের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিউ জার্সিতে আফসানা আনজুমের “ব্যবসা ও কমিউনিটি পার্টনারশিপ” পুরস্কার লাভ

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সি রাজ্যে বাংলাদেশি আমেরিকান আফসানা আনজুম “ব্যবসা ও কমিউনিটি পার্টনারশিপ” পুরস্কার পেলেন। গত ৯ই মে,শনিবার রাতে ইটন টাউন এর শেরাটন হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স এন্ড রিসোর্স সেন্টার এর চৌদ্দতম গালা অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

আফসানা আনজুম তাহশিন কনস্ট্রাকশনের মালিক ও প্রধান নির্বাহী। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই লাইসেন্সপ্রাপ্ত নির্মাণ ও পরিবেশগত পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানটি তাঁর নেতৃত্বে নিউ জার্সি রাজ্যে দুই হাজার এরও বেশি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। গুণগত মান,সততা এবং নিয়ন্ত্রক নীতিমালা মেনে চলার ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠানটি নিউ জার্সি রাজ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। তাহশিন কনস্ট্রাকশন বর্তমানে পনেরোটি ডিসিএ অনুমোদিত সংস্থার জন্য সীসা দূষণ অপসারণ ও পুনর্বাসন কাজের ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্য অনুমোদিত অ্যাসবেস্টস অপসারণকারী ঠিকাদার ও লেড ইন্সপেক্টর হিসেবেও স্বীকৃত।

শিশুদের রক্তে উচ্চমাত্রার সিসা শনাক্ত হওয়া বহু পরিবারের বাড়িতে প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে সিসা অপসারণ ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরির কাজ করেছে। আটলান্টিক কাউন্টিতে তাহশিন কনস্ট্রাকশন, নিউ জার্সি ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্সের সিএআরসি এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিবারগুলোকে তাদের বাড়ি সিসামুক্ত ও নিরাপদ করতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও হারিকেন স্যান্ডি পরবর্তী পুনর্বাসন বিভাগ এর সঙ্গে কাজ করে বন্যা ঝুঁকি মোকাবিলায় বাড়িঘর উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছে।

আফসানা আনজুম বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং তাঁর কাজের মধ্যে রয়েছে কৌশলগত পরিকল্পনা ও সেবামুখী নেতৃত্বের সমন্বয়। চার সন্তানের জননী আফসানা এবং তাঁর স্বামী জহিরুল ইসলাম বাবুল সাউথ জার্সির বাংলাদেশি কমিউনিটিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন এবং নিরাপদ আবাসন, কমিউনিটি উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

আফসানা আনজুমকে রাজ□্যের সিনেটর ও এসেম্বলিম□্যানের পক্ষ থেকে প্রোকলেমেশন প্রদান করা হয় ।আফসানা আনজুমের ব্যবসা ও কমিউনিটি পার্টনারশিপ পুরস্কার প্রাপ্তিতে কমিউনিটিতে বেশ সাড়া পড়েছে। -সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে দুটি প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে

৬০ পৃষ্ঠার পর

রহমান সেলিম ও মোহাম্মাদ আলীর নেতৃত্বে সেলিম-আলী প্যানেল ও অপরটি সোসাইটিরই সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু ও সন্দীপ এসোসিয়েশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ এর নেতৃত্বে কুনু-ফিরোজ প্যানেল।

আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মাদ আলীর নেতৃত্বে বর্তমান কার্যকরী কমিটির ১৯ সদস্যের ১৪ জন পুনরায় সেলিম-আলী প্যানেলের পক্ষে আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। এর মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়া আছেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সহ-সভাপতি পদে কামরুজ্জামান কামরুল।

তবে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি ও সহসাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া কুনু- ফিরোজ প্যানেলের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন বলে জানা গেছে ।

আগামী অক্টোবরে নির্ধারিত সোসাইটির নির্বাচনে বর্তমানে ১৯টি পদের পরিবর্তে গত সাধারণ সভায় অনুমোদিত ২১টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

দুটি প্যানেল এর পক্ষে ভোটার সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে। আগামী ৩০ জুনের মধ্যে যারা সোসাইটির সদস্য হবেন, বা সদস্যপদ নবায়ন করবেন তারাই কেবল অক্টোবরের নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন।

সোসাইটির নির্বাচনে সংশ্লিষ্টতার পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের ধারণা মতে এবার ভোটারের সংখ্যা ২২ হাজার থেকে ২৫ হাজার পর্যন্ত হতে পারে ।

এতে সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ বাবদ প্রায় এবার ৫ লক্ষ ডলার পর্যন্ত সংগ্রহের সম্ভাবনা রয়েছে।

নিউইয়র্কের হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে বাংলাদেশি জাকিয়া

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে ওয়ান ব্রুকলিন হেলথের ইন্টারফেইথ মেডিকেল হাসপাতালে ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল প্র্যাকটিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলাদেশি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ জাকিয়া জাহান। তিনি হাসপাতালের সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ও রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দেবেন।

ওয়ান ব্রুকলিন হেলথ হচ্ছে একটি বড় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, যা ব্রুকডেল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের মেডিকেল সেন্টার, আন্তঃধর্মীয় মেডিকেল সেন্টার ও কিংসব্রুক ইহুদি মেডিকেল সেন্টার যৌথভাবে পরিচালনা করে। জাকিয়া জাহান এর আগে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার স্বাস্থ্য বিভাগে পাবলিক হেলথ ব্যুরোতে সিনিয়র এপিডেমিওলজিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাংলাদেশের সিলেটে নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনের পর যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে জাকিয়া জাহান। যুক্তরাষ্ট্রে পেশাগত জীবন শুরুর আগে তিনি বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে সংক্রামক রোগ নজরদারি প্রকল্পে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সেন্টার ফর গ্লোবাল অটিজম অ্যাওয়ারনেস-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা। তার স্বামী মনজুর চৌধুরী হার্ডলাইন গ্লোবাল-এর অর্থনৈতিক পরামর্শক এবং নিউইয়র্ক সিটির সাবেক নির্বাচিত জুডিশিয়াল ডেলিগেট।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নতুন কমিটির সভাপতি সেবুল মিয়া সম্পাদক মিজান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের যুক্তরাষ্ট্র শাখা কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহায়ক মোহাম্মদ সেবুল মিয়া-কে সভাপতি ও মিজানুর রহমান চৌধুরী-কে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে আংশিক কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছে। শুক্রবার (৮ মে) কেন্দ্রীয় যুবলীগের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের কমিটি ঘোষণা করায় কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মিসবাহ আহমেদ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরিদ আলম। খবর ইউএনএ'র।

কেন্দ্রীয় যুবলীগের বার্তায় বলা হয়েছে: 'বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ মাইনুল হোসেন খান নিখিল-এর যৌথ স্বাক্ষরে ৮ মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, গঠনতন্ত্রের ধারা-২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র শাখার পূর্বঘোষিত আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা এবং একই সাথে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগামী ৩ (তিন) বছরের জন্য মোহাম্মদ সেবুল মিয়াকে সভাপতি এবং মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে যুক্তরাষ্ট্র শাখা যুবলীগের আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেছেন।

উক্ত কমিটিকে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে ৭১ (একাত্তর) সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে অনুমোদনের জন্য কেন্দ্র বরাবর জমা দেওয়া, দলীয় কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আগামীর রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ফরিদ আলমের অভিনন্দন

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের কমিটি ঘোষণায় সংগঠনের সাবেক সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরিদ আলম এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় গঠিত হলো যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের বহুল প্রত্যাশিত কমিটি। দুঃসময়ের সাহসী ও দীর্ঘ দিনের পরিক্ষিত মিসবাহ-ফরিদ কমিটির অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয়ভাজন সহযোদ্ধা, সকল আন্দোলন সংগ্রামের নিরবিচ্ছিন্ন একনিষ্ঠ কর্মী, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সেবুল মিয়াকে সভাপতি ও মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আমি বিশ্বাস করি, সময়ের পরিক্ষায় উত্তীর্ণ দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক এই দুই সহযোদ্ধা বর্তমানে দলের এই চরম দুঃসময়ে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগকে অতীতের ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। আমি আশাবাদী সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ত্যাগী নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বয় করে যোগ্যতাভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগকে আরোও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করবে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিটি নির্দেশনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট থাকবে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল ভাইকে। একইসাথে এই নবনির্বাচিত কমিটিকে সকল প্রকার সহযোগিতা করার জন্য আমি যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।'

ফ্লোরিডায় লিমন-বৃষ্টি হত্যা: অভিযুক্ত আবুগারবিয়েহর মৃত্যুদণ্ড চাইবেন প্রসিকিউটর

৬০ পৃষ্ঠার পর

আসে এসব তথ্য। প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ গ্র্যান্ড জুরির সামনে উপস্থাপনের একদিন পর স্টেট অ্যাটর্নি সুজি লোপেজ এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। আসামি হিশাম আবুগারবিয়েহর বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি ও জামিল আহমেদ লিমনকে পরিকল্পিতভাবে অস্ত্র ব্যবহার করে দুটি হত্যার অভিযোগ, সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ, অনুমোদনহীনভাবে মরদেহ সরানো বা গোপন করার দুটি অভিযোগ এবং মৃত্যু গোপনের উদ্দেশ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বা মেডিকেল পরীক্ষককে অবহিত না করার দুটি অভিযোগ। আগামী ১৮ মে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় হিলসবরো কাউন্টি আদালতে পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৬.এপ্রিল নিখোঁজ হন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বৃষ্টি ও লিমন। লিমনের দেহাবশেষ উদ্ধারের পর ২৪ এপ্রিল শনাক্ত করার কথা জানায় স্থানীয় পুলিশ। এরপর ২৬ এপ্রিল বৃষ্টির দেহাবশেষ পাওয়া গেলেও তা শনাক্ত করা হয় ৩০ এপ্রিল।

স্বীকারোক্তি না থাকলেও তথ্য-প্রমাণ শক্তিশালী

হিলসবরো কাউন্টিতে আট বছর প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করা আইনজীবী জ্যানি থমাস টাম্পাবে২৮কে বলেন, গ্র্যান্ড জুরির কাজ অভিযুক্ত দোষী কি না তা নির্ধারণ করা নয়, বরং অভিযোগ গঠনের মতো যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি না তা যাচাই করা।

তিনি আরও বলেন, এই মামলায় প্রমাণগুলো অনেকটাই পরিস্থিতিভিত্তিক। মরদেহ ভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার অনুসন্ধান, রুমমেটের সঙ্গে সম্পর্ক-এসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তবে স্বীকারোক্তি না থাকলেও প্রসিকিউশনের অবস্থানকে শক্তিশালী বলে মনে করেন তিনি।

থমাস বলেন, আবুগারবিয়েহকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশকে সোয়াট টিমের সহায়তা নিতে হয়েছিল। মূলত তাকে জোর করে ঘর থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। প্রসিকিউটর হিসেবে আমি বলব-এটা তার অপরাধী মনোভাবের ইঙ্গিত। তবে মামলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয় থাকায় বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন থমাস। তিনি বলেন, 'এসব তথ্য সংগ্রহে সমন জারি করতেও দীর্ঘ সময় লাগে।' তার মতে, যদি পরিবার দ্রুত বিচার বলতে দ্রুত সাজা কার্যকর বোঝায়, তাহলে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মামলা দ্রুত শেষ হয়। কারণ ফ্লোরিডার আইন অনুযায়ী, মৃত্যুদণ্ডের মামলায় রায়ের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপিলের সুযোগ থাকে। যার ফলে চূড়ান্ত সাজা কার্যকর হতে ১০ বছর বা তার বেশি সময় লেগে যেতে পারে।

মাদারীপুর নিজ বাড়ির পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত বৃষ্টি

ফ্লোরিডায় নিহত বাংলাদেশি পিএইচডি গবেষক নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

৯ই মে শনিবার সন্ধ্যায় মাদারীপুর সদরের খোয়াজপুর ইউনিয়নের চরগোবিন্দপুর গ্রামে তার মরদেহ সমাহিত করা হয়। এর আগে আজ সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে এমিরেটস এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে বৃষ্টির মরদেহ ঢাকায় পৌঁছায়। বৃষ্টির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে মাদারীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াদিয়া শাবাব বলেন, 'বৃষ্টি উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফিরে দেশের উন্নয়নে বড় অবদান রাখতে পারতেন। তাকে যে বা যারা হত্যা করেছে, তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকার ও দূতাবাস মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। যেকোনো প্রয়োজনে প্রশাসন বৃষ্টির পরিবারের পাশে রয়েছে।'

৯ই মে শনিবার দুপুর ১২টায় বৃষ্টির গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীরা মরদেহ দেখার জন্য ভিড় করেছেন। দুপুর দেড়টার দিকে মরদেহবাহী অ্যাম্বুলেন্সটি বাড়িতে পৌঁছালে সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। মেয়ের শোকে মা বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। বৃষ্টির চাচিকে জড়িয়ে ধরে তিনি আহাজারি করে বলছিলেন, 'আমার কলিজার টুকরা আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেল? এখন আমি কাকে নিয়ে থাকব? আমার বৃষ্টিকে তোমরা ফিরিয়ে দাও।' বাদ আসর চরগোবিন্দপুর উত্তরকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বৃষ্টির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তারই পরিকল্পনা ও ভাইয়ের করা নকশায় নবনির্মিত বাড়ির পাশেই তাকে দাফন করা হয়।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে বৃষ্টির বাবা জহির উদ্দিন আকন দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'ঈদে গ্রামে এসে যেন সবাই একসঙ্গে থাকতে পারি, সেজন্য বৃষ্টির পছন্দের নকশায় বাড়িটি করেছিলাম। জুলাই মাসে দেশে এসে তার এই বাড়িটি উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু আমার মা বাড়ি উদ্বোধন না করে পরপারে চলে গেল। এখন এই বাড়িতে আমি কীভাবে থাকব?' তিনি জানান, বৃষ্টি সবসময় বলত, পিএইচডি শেষে দেশে ফিরে আসবে এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে দেশের জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে।

এখন বৃষ্টির বাবার একটাই দাবি, হত্যাকারীর যেন সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।

বৃষ্টির চাচাতো বোন তুলি আক্তার বলেন, 'আমি একাদশ শ্রেণিতে পড়ি। আপুর মতো আমারও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর পরিবার আর আমাকে বাইরে পাঠাতে চাচ্ছে না। যদি এই হত্যাকাণ্ডের কঠিন বিচার না হয়, তবে শিক্ষার্থীরা বিদেশে গিয়ে পড়াশোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। হত্যাকারীর ফাঁসি হওয়া উচিত।' যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডায় পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি গত ১৬ এপ্রিল নিখোঁজ হন। পরে ২৪ এপ্রিল লিমনের এবং ২৬ এপ্রিল বৃষ্টির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। গত ৪ মে লিমনের মরদেহ দেশে এনে সমাহিত করা হয়েছে।

অ্যাটিক/ATTIC ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রংক্সের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (6 Train line) থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেস সহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।

১ বেডরুম | ১ বাথরুম | কিচেন | লিভিং স্পেস | ডাইনিং স্পেস

যোগাযোগ
347-479-9876

নিউইয়র্কে উনবাঙালের বর্ণাঢ্য বৈশাখী আয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে নিবন্ধিত শিল্প সাহিত্যের সংগঠন উনবাঙাল বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপনের আয়োজন করে লং আইল্যান্ডের মেসাপেকোয়ায় অবস্থিত ‘স্বপ্নছায়া’ কাব্যভিলায়। ২ মে শনিবার এই আয়োজনে শতাধিক নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর বাহারী পোশাকে সজ্জিত হয়ে বৈশাখের আমেজ ফুটিয়ে তোলে। কবি কাজী জহিরুল ইসলামের রচনা ও নির্দেশনায় উনবাঙালের শিল্পীরা গীতি-কাব্যালেখ্য “বৈশাখী ঝড়চ পরিবেশন করেন। এতে অংশ নেন শাহীনূর শানু, মুক্তি জহির, আহসান হাবিব, মুন্না চৌধুরী, মিতা হোসেন, বুলা আফরোজ, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শানু, দেলোয়ারা কামাল, চমক ইসলাম, রেজা কামাল, আরিফ আহমেদ অর্ণব, শান্তনু সাজ্জাদ, আবিদা সুলতানা, রেণু রোজা প্রমূখ। এ-ছাড়া স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, ফ্যাশন শো ইত্যাদির সমন্বয় এবং শত রকমের বাঙালি খাবারের পশরা ছিল চোখে পড়ার মত। এমন বর্ণাঢ্য বৈশাখী আয়োজনে যুক্ত হতে পেরে সকলেই উচ্ছাস প্রকাশ করেন।

উন্মুক্ত মঞ্চে নতুন প্রজন্মের নৃত্যশিল্পী রিমঝিমের ধ্রুপদী নাচের মূর্ছনায় মুগ্ধ হয় উপস্থিত দর্শক শ্রোতা। নতুন প্রজন্মের অন্য দুই শিল্পী অমিয় এবং দানিয়েল গান পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করে।

একক গান পরিবেশন করেন সানজানা, বুলা আফরোজ, মোহাম্মদ শানু, আরিফ আহমেদ অর্ণব, মিতা হোসেন, রেজা কামাল, নজরুল ইসলাম, শম্পা প্রমূখ।

স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ নেন কাজী জহিরুল ইসলাম, আহসান হাবিব, সুমন শামসুদ্দিন, মিতা হোসেন, রেণু রোজা, শাহীনূর শাণূ নদী, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শানু, মুন্না চৌধুরী, আব্দুল কাদের, জান্নাত সুলতানা, আরিফ আহমেদ অর্ণব প্রমূখ।

পান্তা ইলিশ সহ, ত্রিশ রকমের ভর্তা, বাতাশা, মুরলী, কদমা, বাংলার গ্রামীন ঐতিহ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নানান রকমের পিঠা, পায়েশের সমারোহ ঘটানো হয়।

সাজ-সজ্জা এবং আয়োজনে ছিল পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। অভ্যাগত অতিথিরা আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সকলেই যেন ফিরে যান তাদের ফেলে আসা বাংলাদেশের সেই নববর্ষের দিনগুলোতে।

বৈশাখী সাজে সজ্জিত দম্পতিদের ফ্যাশন শো ছিল চোখে পড়ার মত। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

টিকিটের আকাশচুম্বী দামের তীব্র সমালোচনা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

৬০ পৃষ্ঠার পর

“নিউ ইয়র্ক পোস্ট-কে তিনি জানান, আগামী ১২ জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বোধনী ম্যাচটি দেখার জন্য ভক্তদের কাছে যে ১,০০০ ডলার চাওয়া হচ্ছে, এমনকি তিনিও সেই বিপুল অর্থ খরচ করতেন না। “আমি ওই অঙ্কটা জানতাম না,” বুধবার রাতে এক সংক্ষিপ্ত টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ‘দ্য পোস্ট’-কে বলেন ট্রাম্প; টুর্নামেন্টের শুরুর দিকের ম্যাচগুলোর টিকিটের দাম চার অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছে-এমন খবরের প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন। “আমি অবশ্যই সেখানে উপস্থিত থাকতে চাইতাম, তবে সত্যি বলতে কী, আমিও ওই পরিমাণ অর্থ খরচ করতাম না।” প্রেসিডেন্ট এ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, টিকিটের চড়া দামের কারণে সাধারণ আমেরিকানরা হয়তো এই টুর্নামেন্ট দেখার সুযোগ থেকেই পুরোপুরি বঞ্চিত হতে পারেন।

“কুইন্স ও ব্রুকলিনের মানুষ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভালোবাসেন এমন সবাই যদি সেখানে যেতে না পারেন, তবে আমি হতাশ হব,” ট্রাম্প বলেন। “একই সাথে, এটি একটি অসাধারণ সাফল্য। আমি চাইব, যেসব মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা যেন সেখানে যাওয়ার সুযোগ পান।”

বিশ্বমানের বিলাসবহুল আয়োজন

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই মন্তব্যটি আসে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বেভারলি হিলসে ‘মিলকেন ইনস্টিটিউট গ্লোবাল কনফারেন্স’-এ উপস্থিত হয়ে টিকিটের আকাশচুম্বী দামের পক্ষে সাফাই গাওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই। ওই অনুষ্ঠানে ফুটবলের এই ‘প্রভাবশালী কর্তা’ যুক্তি দেন যে, টিকিটের বাজারে যে বিপুল চাহিদা তৈরি হয়েছে, দাম বৃদ্ধি তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র।

“আমাদের বাজারের বাস্তবতার দিকে তাকাতে হবে,” অভিজাত ওই আর্থিক সমাবেশে ইনফান্তিনো বলেন। “আমরা এমন একটি বাজারের অংশ, যেখানে বিনোদন শিল্পের বিকাশ বিশ্বের অন্য যেকোনো স্থানের তুলনায় সবচেয়ে বেশি; তাই আমাদের বাজারের প্রচলিত হার বা মূল্যনীতিই এখানে প্রয়োগ করতে হবে।”

বর্ণিল সাজে নিউ ইয়র্কে বৈশাখী উৎসব ১৪৩৩
প্রবাসে বাঙালির উৎসবের আবহ

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩ মে রবিবার নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকায় আল-আকসা পার্টি হল ও ফেইসবুক ভিত্তিক গ্রুপ দ্য বিউটিফুল লেডিস অফ ইউএসএ -এর যৌথ উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈশাখী উৎসব ১৪৩৩। কুইন্সের জ্যামাইকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আল-আকসা পার্টি হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ উৎসব বিকাল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলে। লাল-সাদা শাড়িতে সজ্জিত রমণীদের স্নিগ্ধ ও ছন্দময় পদচারণায় বৈশাখী উৎসবটি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে, সৃষ্টি হয় এক বর্ণিল ও উৎসবমুখর আবহ। উৎসব প্রাঙ্গণ বৈশাখী সাজে সজ্জিত করা হয়, যেখানে ছিল ঢোল, বাঁশি, পাখা, কলসি, রঙিন আলপনা ও গ্রামীণ বাংলার লোকজ হস্তশিল্পের নানা উপকরণ। উৎসবে আগত অংশগ্রহণকারীরা পাঞ্জাবি, শাড়ি ও ফতুয়া পরে বৈশাখী আবহকে আরও রঙিন ও আনন্দঘন করে তোলেন। আল-আকসার পার্টি হলের শাম্মী ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম জোয়ারদারের তত্ত্বাবধানে খাবারের স্টলগুলোতে বৈশাখী ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ পান্তা ইলিশ সহ নানা রকমের ভর্তা, ভাজি, পিঠা পরিবেশন করা হয়। দ্য বিউটিফুল লেডিস অফ ইউএসএ -এর এডমিন নাদিয়া চৌধুরী এবং সিলভী আকন্দ বৈশাখী

উৎসবের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

সোনিয়া সিরাজের সাবলীল উপস্থাপনায়, বৈশাখের ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাজানো এ অনুষ্ঠানে ছিল আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত, লোকজ পরিবেশনা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের এক মনোরম সমাহার। ফ্যাশন শো প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীরা রঙিন ও বৈচিত্র্যময় পোশাকে র্যাম্পে হেঁটে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। দেশীয় ও আধুনিক নকশার সুনিপুণ সমন্বয়ে উপস্থাপিত এ আয়োজনে সৃষ্টি হয় এক ভিন্নধর্মী নান্দনিক আবহ, যা উপস্থিত সবাই আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন।

জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী টনি ডায়েস ও নৃত্যশিল্পী প্রিয়া ডায়েসের কবিতা ও শৈল্পিক নৃত্যের মনোমুগ্ধকর যুগলবন্দী দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এঞ্জেলিনা ও নমরতার মোহনীয় নৃত্য পরিবেশনা মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে দেয় পুরো মিলনায়তনে। অনিক রাজ ও প্রেমার সংগীত পরিবেশনা শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

সিলভী আকন্দ, নাদিয়া চৌধুরী, শবনম মাওলা, লাকী খান, শর্মিলা, তাসনিমা খান ও শায়লা ইমরোজের গ্রুপ পারফরম্যান্স ছিল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, যা দর্শকদের মুগ্ধতায় আবিষ্ট করে রাখে। সমন্বিত উপস্থাপনা, ছন্দময় পরিবেশনা এবং নান্দনিক ভঙ্গিমায় তাদের পরিবেশনা পুরো অনুষ্ঠানকে আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত করে তোলে। ডিজে রাহাতের বাংলা গানের তালে দর্শকরা নেচে-গেয়ে উৎসবের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আনন্দে মেতে থাকেন; প্রাঙ্গণজুড়ে সৃষ্টি হয় এক উচ্ছ্বাসময় উৎসবের আবহ।

বৈশাখী উৎসবের প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শাহ নেওয়াজ গ্রুপের স্বত্বাধিকারী শাহ নওয়াজ এবং রানো নেওয়াজ। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওস্টার ফার্নিচার্স-এর স্বত্বাধিকারী রকি আলিয়ান ও সাবরিনা খান, প্রেম'স কালেকশনের স্বত্বাধিকারী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলাইমান ও ইনকিলাব মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন্স-এর সিইও মোহাম্মদ জাহিদ আলম ও কেয়ার এজেন্সি হোম কেয়ার্স-এর স্বত্বাধিকারী এম্পায়ার নুরুল আজিম, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক ও ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল্স-এর চেয়ারপারসন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, এবং অল কাউন্টি হোম কেয়ার্স ও নিউ ইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার্স-এর প্রতিনিধিগণ।

দ্য বিউটিফুল লেডিস অব ইউএসএ গ্রুপের এডমিন সিলভী আকন্দ ও নাদিয়া চৌধুরী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বৈশাখী সাজসজ্জা, পহেলা বৈশাখের ঐতিহ্যবাহী উপকরণ এবং রঙিন পোশাকের সমাহার উৎসবটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রবাসে বসবাসরত বাঙালিদের জন্য এ আয়োজন ছিল এক মিলনমেলা, যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংগীত, নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র এবং বাঙালির লোকজ সংস্কৃতির বহুমাত্রিক উপস্থাপনায় সৃষ্টি হয় এক অনন্য, হৃদয়গ্রাহী ও উৎসবমুখর পরিবেশ। তারা আরও জানান, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মাঝেও এমন আয়োজন -কমিউনিটির মানুষকে একত্রিত করে এবং শিকড় ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। ভবিষ্যতেও এ ধরনের বর্ণাঢ্য আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

বৈশাখী উৎসবের সংগীত পরিবেশনায় মঞ্চ মাতান দক্ষ মিউজিশিয়ানরা। লিড গিটারে সাইদুর রহমান, কি-বোর্ডে রিপন, অক্টোপ্যাডে রিড, বেজ গিটারে নেওয়াজ এবং সাউন্ড সিস্টেমের দায়িত্বে ছিল সাউন্ড গিয়ার। তাদের সুরেলা সমন্বয় ও নিখুঁত বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনা পুরো অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত ও শ্রুতিমধুর করে তোলে।

উল্লেখ্য, দ্য বিউটিফুল লেডিস অফ ইউএসএ যুক্তরাষ্ট্রে একটি অন্যতম বৃহৎ ও সক্রিয় ফেসবুক গ্রুপ হিসেবে পরিচিত। এই গ্রুপটি উত্তর আমেরিকার বাঙালি কমিউনিটিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছে। ভবিষ্যতে এই গ্রুপকে কেন্দ্র করে আরও বৃহৎ ও আকর্ষণীয় আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে গ্রুপের এডমিনরা জানান। - আয়েশা তাহমিনা অধরা প্রেরিত

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1680
Saturday, May 09, 2026

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের দাবি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন বা অ্যাসাইলাম দাবি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার হার ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিগত ১৫ মাসের তুলনায় বর্তমান সময়ে অভিবাসীদের স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার হার অন্তত সাত গুণ বেড়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন একে আইনের শাসনের বিজয় হিসেবে অভিহিত করলেও, মানবাধিকার কর্মী ও সমালোচকরা বলছেন, আশ্রয় প্রার্থীদের আবেদন বিবেচনার সময় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৩য় দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা ও অভিবাসন কেন্দ্রগুলোর চরম অব্যবস্থাপনা এবং অমানবিক পরিবেশের কারণেই অনেকে বাধ্য হয়ে এই পথ বেছে নিচ্ছেন। ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে ভেরা ইনস্টিটিউট অব জাস্টিসের তথ্য পর্যালোচনা করে জানানো হয়েছে যে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে অভিবাসন বিচারকরা ৮০ হাজারেরও বেশি 'ভলান্টারি ডিপারচার' বা স্বেচ্ছায় প্রস্থানের আদেশ অনুমোদন করেছেন। তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মেয়াদের শেষ ১৫ মাসে এই ধরনের স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

সিগারেটের দিন ফুরিয়ে আসছে- কারণ কী?

পরিচয় ডেস্ক: গত প্রায় দুই দশক ধরে যুক্তরাজ্যের খুচরা বিক্রেতারা গ্রাহকদের জানিয়ে আসছিলেন, ১৮ বছরের কম বয়সীরা সিগারেট কিনতে পারবে না। তবে আগামী বছর থেকে এই নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। সম্প্রতি পাস হওয়া একটি *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে দুটি প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে এখন পর্যন্ত দুটি প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার খবর জানা গেছে। একটি বর্তমান সভাপতি ওসাধারণ সম্পাদক যথ াক্রমে আতাউর *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ টিকিটের আকাশচুম্বী দামের তীব্র সমালোচনা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আসছে জুনে অনুষ্ঠেয় ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের টিকিটের আকাশচুম্বী দামের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

ফ্লোরিডায় লিমন-বৃষ্টি হত্যা: অভিযুক্ত আবুগারবিয়েহর মৃত্যুদণ্ড চাইবেন প্রসিকিউটর

পরিচয় ডেস্ক: টাম্পায় অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার (ইউএসএফ) দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যা মামলার আসামি হিশাম সালেহ আবু আবুগারবিয়েহর মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফ্লোরিডার স্টেট অ্যাটর্নির কার্যালয়। ফ্লোরিডা স্টেটের আইনে মৃত্যুদণ্ড চাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 'অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর' বা গুরুতর উপাদান পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে প্রসিকিউশন। ৮ই মে শুক্রবার ফ্লোরিডার স্থানীয় গণমাধ্যম টাম্পাবে২৮ এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

নিরাপদ অভিবাসনে বৈশ্বিক সহযোগিতার আহ্বান

- জাতিসংঘে আরিফুল হক চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষা, অনিয়মিত অভিবাসন রোধ, অভিবাসন ব্যয় কমানো, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, জবাবদিহিতা *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

মাত্র একটি স্টেটেই, 'ফুড স্ট্যাম্প' (SNAP) সুবিধাভোগী ১৪,০০০ মানুষ বিলাসবহুল গাড়ির মালিক

পরিচয় ডেস্ক: ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার - ইউএসডিএ (USDA)-এর সেক্রেটারি ব্রুক রোলিন্স এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। যাতে জানা গেল, মাত্র একটি স্টেটেই,ওফুড স্ট্যাম্প্স (SNAP) *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে গিয়ে চাচা মার্কিন নাগরিক হত্যা

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত গনেট রোজারিওর ১৫ বছরের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: ২০২১ সালে বাংলাদেশে গিয়ে এক মার্কিন নাগরিককে হত্যার দায়ে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম গনেট রোজারিও। বিচার বিভাগ জানিয়েছে, গনেট ইতিপূর্বে একজন মার্কিন নাগরিককে ভিনদেশে হত্যার অভিযোগ স্বীকার করে আদালতে দোষ স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে উদ্ধৃত আদালতের নথিপত্র অনুযায়ী, ২০২১ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জে গনেট রোজারিও একটি শটগান ব্যবহার করে তার চাচা মাইকেল রোজারিওকে হত্যা করেন। তারা দুজনই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। মুন্সিগঞ্জে তাদের পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

সন্তানের ভরণপোষণের বকেয়া শোধ না করলে বাতিল হবে যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট, নাগরিকত্ব নয়

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, যেসব মার্কিন নাগরিক সন্তানের ভরণপোষণের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বকেয়া রেখেছেন, তাদের পাসপোর্ট বাতিল করা শুরু হবে।
দপ্তরটি ঘোষণা দিয়েছে, যেসব অভিভাবকের সন্তানের ভরণপোষণের খরচ বাবদ ২ হাজার ৫০০ ডলারের (প্রায় ১ হাজার ৮৪৪ ইউরো) বেশি বকেয়া রয়েছে, তারা এর প্রভাবের মুখে পড়তে পারেন। তবে মূলত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বকেয়া থাকা ব্যক্তিদের উপর নজর রাখা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে, আদালতের নির্দেশে একজন অভিভাবক (সাধারণত যার কাছে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*